ডঃ হাজরা সিরিজ

মর্গে মিসিং মড়া

প্রথম গল্প



free.banglapdf.net

/chitragupto

মর্গে মিসিং মড়া

৩রা এপ্রিল ১৯৮২। নিউইয়র্ক হসপিটাল। চারিদিকে *সন্ধ্যে নেমেছে*, ঘড়িতে ৬টা ১০ বাজে। চারিদিকে হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। হসপিটালের মর্গের অ্যাটেন্ডেন্ট লুসিফার কোমরে গোঁজা একটা ছোটো বাক্স বের করে। তাঁর থেকে একটা সাদা পাতলা কাগজ আর কিছু মারিজুয়ানা বের করে পাকিয়ে নেয়। একবার নাকের কাছে নিয়ে বুক ভরে মারিজুয়ানার গন্ধ নেয়। এই গন্ধটাই তাকে অর্ধেক অবচেতন করে দেয়। এই বৃষ্টির দিনে আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। বাইরের হিমেল হাওয়া হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। লুসিফার অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাক। লোকটা এতো দেরি কেন করছে কে জানে! লোকটা মর্গে কোনো কম বয়সী অজ্ঞাত মহিলা দেহ আসলেই নিয়ে চলে যায়। লোকটা লুসিফারকে একটা ফোণ নম্বর দিয়ে রেখেছে। এরকম লাশ আসলেই লুসিফার ফোণ করে দেয় আর সে এই ফাঁকে ভালো দাঁও মারে। দেহগুলো যে কি করে লোকটা, লুসিফারের জানার কথাও না। মাসে এক-দু খানা এরকম লাশ এসেই যায়। লুসিফার সেগুলো জেনে শুনেই হসপিটালের রেজিস্টারে এন্ট্রি করায় না। পুলিশ বডি হ্যান্ড ওভার করার সময়ে কিছু নকল কাগজপত্রে সই করিয়ে নেই। তারপর সেগুলো ডাস্টবিনে চলে যায়। এসব গত ছয়মাস ধরে শুরু হয়েছে। যদিও লুসিফারের এসবে কোনো হেল দোল নেই। যাইহোক লোকটা মোটা টাকা ধরিয়ে দেয়।

লুসিফার দেখল সমানের খোলা ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে লোকটা দ্রুত হেঁটে আসছে। লোকটা সামনের করিডোরটা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। পিছনে মেঝেতে তাঁর জলে ভেজা বুটের দাগ পড়েছে। টুপিটা থেকে টপ-টপ করে বৃষ্টির জল ঝরে

পড়ছে আর কালো বর্ষাতিটা ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। লোকটা হিসহিসে গলায় বলল-"হেয়ার ইজ ইয়োর মানি। বডিটা কোথায়?"

লুসিফার কয়েকটা ভেজা ডলার নোট আর সেন্ট গুনতে থাকে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ডলার। সত্যি পঞ্চাশ ডলার মানে তাঁর প্রায় দেড় মাসের খরচ। বর্ষার দিনে লুসিফার আর কথা বাড়ায় না। ভিতরে গিয়ে একটা কালো পলিথিনে ঢাকা মৃতদেহ বরফের ড্রয়ার থেকে টেনে বের করে লুসিফার লোকটার দিকে তাকায়। লোকটার চোখে এতক্ষণ একটা মৃতের চোখের মতো শীতলতা ছিলো, হঠাৎ করেই চোখে যেন একটা চপলতা খেলা করে যায়।

লোকটা আর কথা না বাড়িয়ে একটা ট্রলিতে শুইয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। সঙ্গে লুসিফারও থাকে। হসপিটালের পিছনের দিকের গেট পর্যন্ত লুসিফার সঙ্গেই যায়- যাতে হসপিটালের কেউ হঠাৎ করে দেখে ফেললে লুসিফার ব্যাপারটা সামলে দিতে পারে। আজ যদিও লুসিফার বাইরে আর যেতে চায় না- এই বৃষ্টিতে। লোকটাও যদিও কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই লাশটাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়। বৃষ্টির জন্য আজ লোকজন তেমন নেই। লোকটা বৃষ্টির মধ্যেই ঝাপসা হয়ে যায়। গেটের বাইরের গাড়ীটা অদৃশ্য হতেই লুসিফার ঠোঁটের কোনে কিছুক্ষণ আগে পাকানো সিগারেটটা রেখে আগুন জ্বালিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।

****

প্রত্যেকদিনের মতোই সকাল ঠিক দাশটায় ডঃ হাজরা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই আগের দিনের রাতের এগার প্লেটে

ব্যাক্টেরিয়া গ্রোথটা একবার পরীক্ষা করলেন। না, রেজাল্ট আশানুরূপ নয়। সময়টা বড্ড দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মেডিকেল ফিল্ড আর আগের মত মুক্ত গবেষণাক্ষেত্র থাকছে না। বড় বড় অসুধ কোম্পানিগুলো নতুন কোনো ব্যাক্টেরিয়া পেলেই পেটেন্ট করিয়ে নিচ্ছে- যাতে আর কেউ সেগুলোর উপর রিসার্চ করতে না পারে। ১৯৮০-এর একটা ঘটনাই সারা বিশ্বের অসুধ কোম্পানিগুলোকে মাফিয়াতে পরিণত করছে। খুব তাড়াতাড়ি এরকম দিন আসতে চলেছে, যখন সোনা আর অসুধের দাম বোধহয় সমান হয়ে যাবে।

ডঃ হাজরা এই শতাব্দী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আর রিসার্চ গাইড। বয়স ত্রিশের কোটায়, চেহারা একটু ভারি আর মাথার চুল হালকা। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পিওন ইলিয়ানার জুতোর শব্দে ডঃ হাজরার সম্বিৎ ফিরলো। ইলিয়ানা চারটে বায়োডাটা দিয়ে বলল-"এ বছর রিসার্চ স্কলার হিসাবে চারজন আসছে ডিপার্টমেন্টে।"

ডঃ হাজরা অন্যমনস্ক ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন-"সব কি নেটিভ আমেরিকান?"

-"না।দুজন নেটিভ আমেরিকান। একজন আফ্রিকান আর একজন..."ইলিয়ানা হেসে একটা বায়োডাটা এগিয়ে দিলো-"আপনার দেশ থেকে...ইন্ডিয়া।"

ডঃ হাজরা একবার বায়োডাটায় নাম দেখলেন-"প্রখর রুদ্র...আচ্ছা দেখা যাক।"

-"ও হ্যাঁ, আজ মিঃ রবার্টসন আসেননি। কী হয়েছে শুনেছেন তো?"

ডঃ হাজরা ভ্রূঁ কুঁচকে বলল-"কী?"

-"আর বললেন না। ডঃ রবার্টসনের মেয়ে একটা কাজে নিউ ইয়র্ক সিটিতে গিয়েছিলো। সকালবেলা জগিং করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে। মাথায় চোট পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সঙ্গে কোনো আইডেন্টিটি ছিলো না বলে, পুলিশ চারদিন পর বডি নিউইয়র্ক হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে চারদিন পরও মেয়ে ফিরছে না দেখে, পুলিশে মিসিং কমপ্লেন করেছিলেন। নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ মেয়েটির ছবি দেখে সনাক্ত করে আরো তিনদিন পর। কিন্তু হসপিটাল মর্গে বডি নিতে গিয়ে দেখে বডি মিসিং। চারদিকে শোরগোল পড়ে গেছে তো। দেখেন নি?"

ডঃ হাজরা নিঃশব্দে মাথা নাড়ান। তারপর বলেন-"আচ্ছা যে রিসার্চ স্কালার গুলো আসছে তাদের ইন্টারভিউ কবে?"

ইলিয়ানা বলে-"এই তো পরের মাসে..."

******

'টু ডেজ'স ব্রেকিং নিউজ... মর্গ থেকে বডি বেপাত্তা হওয়ার ঘটনায় সারা শহরের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তে আরো উঠে আসছে, গত ছয়মাসে প্রায় পাঁচটি বডির পুলিশে খাতায় কলমে রেকর্ড থাকলেও, হসপিটালের রেকর্ডে গড় মিল। সরকারী নিয়মানুয়ী অসনাক্ত দেহ একটা সময় পর হসপিটালের মেডিক্যাল স্টাডিতে ব্যবহার হওয়াই উচিৎ। অথচ এই পাঁচটি দেহ কোথায় গেল এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় মর্গের অ্যাটেন্ডেন্ট লুসিফারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের সার্জেন্ট রেভারেন্ড মিস্নার রাশভারি মানুষ। বেশি কথা বলেন না, কাজ বেশি করেন। ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকেই গটগট করে এগিয়ে এসে লুসিফারের চোয়াল লক্ষ্য করে একটা সজোরে ঘুষি চালালেন। চেয়ারের পিছনে হাত বাঁধা অবস্থাতেই লুসিফার ছিটকে পড়ে- মেঝের উপর দিকে একটা ধাতব শব্দে কিছুটা দূরে চেয়ারটা গিয়ে থেমে যায়। রুমের অন্য দুজন কে মিস্নার ইশারা করতেই তারা গিয়ে চেয়ারটাকে আবার সোজা করে বসিয়ে দেয়। লুসিফার তখন চোখে অন্ধকার দেখছে আর ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্তের হালকা স্রোত দেখা দিয়েছে। মিস্নার পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতের রক্তটা মুছে নিয়ে এগিয়ে যায়। লুসিফারের মুখ থেকে গুঁজে রাখা কাপড়টা টেনে বের করে নেন।

চিবিয়ে চিবিয়ে মিস্নার বলে-"সময় কম। তাড়াতাড়ি বললে ভালো। না হলে অযথা তোরই কষ্ট।"

লুসিফার কোনোক্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল-"মরে যাব স্যার। মরে যাব। আমি কিছু জানি না। আমার কাছে একটা ফোণ নম্বর আছে। আমি সেটাই ফোন করে খবর দিয়ে দিই।"

-"কোথাকার ফোন নম্বর?"

-"তা জানি না স্যার..."লুসিফারের কথা শেষ হওয়ার আগেই মিস্নার আবার ঘুষি চালাতে উদ্যত হতেই, সে চেঁচিয়ে ওঠে-"স্যার...স্যার...স্যার। সত্যি বলছি স্যার। আমি শুধু ফোন করে বলি 'মিঃ জেমসের পার্সেল রেডি।' লোকটা ওটাই

বলতে বলেছিল। এর বেশি জানি না। ভালো টাকা দিতো। তাই আর কি...বিশ্বাস করুন স্যার। আই সয়র অন হোলি মাদার!"

-"নম্বরটা বল।"

লুসিফার একটা নম্বর দিতেই মিস্নারের পাশের লোক দুটো নোট করে নেয়। তিনজনে আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে যায়।"

******

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ রবার্টসনের মেয়ের দেহ প্রায় একমাস পরও বেপাত্তা। লোকটা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। ডঃ হাজরা প্রত্যেকদিন দেখেন, কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারে না। আজকাল ডঃ রবার্টসন আর ক্লাস বেশি নেন না। ল্যাবে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়ের ছবি হাতে নিয়ে বসে থাকেন। আর প্রত্যেকদিন লাঞ্চের পর থানায় একটা করে ফোণ করেন আর হতাশ হয়ে ফোণ রেখে দেন।

সেদিনও হতাশ হয়ে বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ডঃ হাজরা এসে বললেন-" সরি রবার্ট, বাট উই হ্যাভ ইন্টারভিউ টুমরো। এবছরের রিসার্চ স্কলারদের ইন্টারভিউ। কে কোন গাইডের আন্ডারে যাবে আর কে কি নিয়ে কাজ করতে চায় সেই ব্যাপারেই।"

ডঃ রবার্টসন মন দিয়ে শুনলেন কিনা বোঝা গেলো না। খুব হতাশ হয়ে বলল -"আমার মেয়েকে কি পাওয়া যাবে না, হাজরা? আমার মরা মেয়েটাকে ছাড়লো

না? এরকম পিশাচ মানুষ কী করে হয়? আচ্ছা হাজরা ঐ জেমস বলে লোকটা কেন আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলো?"

ডঃ হাজরা খুব বেশি কিছু এই মামলার ব্যাপারে জানেন না। তাই একটি অপরিচিত নাম শুনে বলল-"আজ্ঞে , জেমস কে?"

-"ও হ্যাঁ তুমি বা জানবে কি করে! পুলিশ একটা ফোন নম্বর পেয়েছিলো। একটা হাইস্কুলের ফোন নম্বর। খবর নিয়ে জানা যায় ঐ স্কুলের কেমিস্ট্রী টিচার, জেমসের জন্য ঐ মর্গের অ্যাটন্ডেন্ট ফোন করত। জেমসকে দেখেই মর্গের অ্যাটন্ডেন্ট চিনতে পারে। কিন্তু জেমস নামের লোকটা বড় ধুরন্ধর। সে মর্গের অ্যাটন্ডেন্টকে চিনতে অস্বীকার করে। পুলিশ অনেক খোঁজাখুজি করে দেখে জেমসের একটা ব্যবসা আছে। বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে সে অ্যানিম্যাল চারকোলের জন্য কাঁচামাল হিসেবে পশু হাড় সরবরাহ করে।"

ডঃ হাজরা কিছুটা আঁতকে ওঠেন-"তাহলে আর কি কিছু পাওয়া যাবে?" কথাটা বলেই নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলেন-"না, আমি সেভাবে বলতে চাইনি। মানে ঐ আর কি...তা জেমসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ?"

ডঃ রবার্টসন কপালে হাত দিতে টেবিলের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন-"ওখানেই তো সমস্যা হে। জেমস বলে লোকটা যখন যেখান থেকে যা যা মৃত পশুদের নিয়ে এসেছে, তাঁর রেকর্ড ক্লিন। এতদিন যেসব ফ্যাক্টরিতে সে কাঁচা মাল সরবরাহ করতো, সেখানের বিশেষজ্ঞদের সাথে পুলিশ কথা বলেছে। তারা পরিষ্কার জানিয়েছে, তাদের ওখানে কোনো মানুষের হাড় যায়নি। তারা যে কোনো

কাঁচামাল সরবরাহকারী থেকে মাল কেনার আগে ভালো করে দেখে নেয়, পরীক্ষা করে নেয়। তাই কোনো মানুষের হাড় থাকলে পুলিশকে তারাই খবর দিতো। জেমসের ফ্যাক্টরি থেকে বড় বড় ড্রাম থেকে অ্যাসিডে গলা চর্বি আর মাংস পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলোর যা অবস্থা তা থেকে সেগুলো কোনো মানুষের নাকি পশুর, তা আর ঠাহর করা যায় না।"

ডঃ হাজরা একটু চিন্তিতভাবে বললেন-"হয়তো কোথাও পুঁতে দিয়েছে।"

-"না হে। ওর বাড়ি ফ্যাক্টরি সম্ভব্য জায়গা সব পুলিশ খুঁড়েও কিছু পায়নি। আমার মেয়ের দেহটা যদি অ্যাসিডে গলিয়ে ফেলে, তাহলেও হাড়গুলো কি করলো বলো তো, হাজরা? শুধু আমার মেয়ে তো নয়, আরো পাঁচ জন।" রবার্টসন ছলছল চোখে হাজরার দিকে তাকায়, তারপর মাথা নামিয়ে নেয়-"পুলিশও বুঝতে পারছে, সব কিছুর মূলে জেমস কিন্তু আদালতে পেশ করার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

ডঃ হাজরা চুপ করে থাকেন। তিনি কি বলবেন কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না। তারপর বলল-" নো ওরি ররার্ট। কালকের ইন্টারভিউ আই শ্যাল টেক কেয়ার।"

রবার্ট মৃদু হেসে হাজরার কাঁধে হাত রাখেন-" ইউ আর আ গুড ম্যান, হাজরা।"

******

পরদিন সকালে ডিপার্টমেন্টে এক এক করে চারজনের ইন্টারভিউ শুরু করেছেন ডঃ হাজরা। ডঃ হাজরা বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা ছাত্রদের তুলায় যারা জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারে, তাদেরই নিজের আন্ডারে নিতে বেশি আগ্রহী। আর এভাবেই তো নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ডঃ হাজরা সামনে বসা প্রায়

ছয় ফুটের সুঠাম চব্বিশ বছরের যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন-"ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া। ইয়োর নেম, প্রখর রুদ্র। মাস্টার্সের পর মাঝে প্রায় দেড় বছর কোথাও কিছু করনি?"

সোজা হয়ে বসে ছেলেটি-"না স্যার। পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

-"হঠাৎ ফিরে এলে যে? পৃথিবী দেখা শেষ?"

-"আজ্ঞে না। ভাবলাম এবার পৃথিবীর জন্য যদি কিছু করতে পারি। আর সেই সঙ্গে এই দেশটাও দেখা হবে।"

-"তা তুমি কি নিয়ে কাজ করতে চাও?"

-"আমি মানুষের বয়স কেন বাড়ে আর সেটাকে কোনোভাবে আঁটকানো যায় কিনা সেটা নিয়েই কাজ করতে চাই?"

ডঃ হাজরা একটু ভ্রূঁ কুঁচকালেন-"তুমি কি জানো বলো দেখি?"

প্রখর রুদ্র হাতের ফাইল থেকে এক গাদা কাগজ বের করে সামনে রেখে বলতে শুরু করলো-" মানুষের বয়স যে কেন বাড়ে সেটার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কেউই খুব জোরালো কোনো কিছু বলতে পারেননি। তবে একটা থিওরি বলে DNA methylation স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেড়ে ওঠার বা শারীরিক বিকাশের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়া ক্রমেই আমাদের বয়স বাড়ার দিকে এগিয়ে দেয়। আরও একটা থিওরি আছে- দেহের স্বাভাবিক মেটাবলিজম প্রক্রিয়ার কারণে বা অন্য কোনো বাহ্যিক কারণে দেহে Reactive Oxygen Species (ROS) তৈরি হয়। এই ROS কোষে ডি এন এ অক্সিডেশন ঘটায়। এর ফলেও

বয়স বাড়ে।"

ডঃ হাজরা একটু বিব্রত হলেন-"তুমি কি জানো, যা তুমি বলছো তা এখনো গবেষণা লব্ধ নয়? দে আর জাস্ট থিওরি।"

প্রখর রুদ্রকে একটু বিচলিত দেখায়-"কিন্তু স্যার ১৯৩৪ সালের Calorie restriction রিসার্চ তো সত্যি? তাতে ইঁদুরদের জীবনকাল প্রলিম্বিত হয়েছিলো। আপনি তো জানবেন নিশ্চিয়ই?"

ডঃ হাজরা একটু ভাবলেন। ছেলেটির মধ্যে কিছু একটা নাছোড়বান্দা ভাব তো আছেই। একে যদি সঠিক ভাবে তৈরি করা যায়, হয়তো এই অ্যান্টি এজিং ফেজিং না হলেও ভালো কিছু হতেই পারে। একবার একটু এর ব্যবহারিক জ্ঞানের দৌড়টা দেখা যাক। আচ্ছা, এমন কিছু জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়, যার উত্তর কোথাও নেই? দেখাই যাক না। আফটার অল আইনস্টাইন বলে গেছেন-'Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.' ডঃ হাজরা এবার নামগুলো পরিবর্তন করে ডঃ রবার্টের মেয়ের পুরো ব্যাপারটা বলে জানতে চাইলেন-"এবার তুমি বল তোমার কি মনে হয়? হাড়গুলো পর্যন্ত কীভাবে পাওয়া যাচ্ছে না? হাড় তো এতো সহজে মাটিতেও মেশে না। তোমার কি মনে হয় লোকটা হাড়গুলো গুঁড়ো করে কোথাও নষ্ট করে ফেলেছে? হাড় কিন্তু পুরো পুড়িয়ে ছাই করাও সহজ কাজ নয়। কেউ না কেউ দেখতে পেত না কি?"

প্রখর রুদ্রের মুখে হালকা হাসি ফুটলো-" আপনি বোধহয় একমাস আগে নিউইয়র্ক হসপিটাল মর্গ থেকে উধাও হওয়া মৃতদেহের কথা বলছেন? সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত পাঁচটা লাশ মিসিং। আর যে ভদ্রলোকের কারণে এই ব্যাপারটা

প্রখর রুদ্র হেসে বলল-"ঐ যে স্যার দেশ দেখার নেশা। একমাস আগে এদেশে এসেছি। এসেই দেখলাম এই খবরে শহর ভরে গেছে। তাই ভাবলাম একটু খোঁজ খবর করা যাক আর সেই সঙ্গে দেশটাও দেখা হবে।"

ডঃ হাজরা কোনোক্রমে পাশে রাখা গ্লাস থেকে ঢকঢক করে জল খেলেন-"কিন্তু কোনো প্রমাণ না থাকলে যে লোকটি যে..."

-"এই ধরণের মানসিক রুগীরা নিজেদের সব শিকারের একটা চিহ্ন রেখে দেয়। মানে অনেকটা মেমেন্টোর মতো। আগের শহরগুলিতে কি হয়েছে জানি না, সেখানে তো তাঁকে চিহ্নিতই করা যায়নি। তবে এই পাঁচটির ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে জেমস স্যার তার শিকারের হাড়গুলোকে মেমেন্টো হিসেবে রেখে দিচ্ছেন।"

-"কিন্তু সে সব হাড় কোথায়? তার বাড়ি আর ফ্যাক্টরি খোঁজ করেও কিছু পাওয়া যায়নি।"

প্রখর রুদ্র এবার একটু চোখ বুজে যেন কি ভাবতে লাগলো-"একটা সম্ভবনা আছে। ঠিক কি ভুল সে একমাত্র পুলিশই খতিয়ে দেখতে পারেন। ছয় শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সারা রাত হাড় ভিজিয়ে রাখলে হাড়ের ক্যালসিয়াম অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে হাড় থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কিন্তু হাড় পুরোপরি গলবে না, কারণ হাড়ের পটাশিয়াম, ক্যালোজেন তখনও অক্ষতই থাকবে। তবে হাড়ের ক্যালসিয়াম পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে হাড় অনেক বেশি নমনীয় হয়ে যায় - অনেকটা স্পঞ্জের মতো বললেও খুব ভুল হবে না। তখন ভালো করে শুকিয়ে প্রিজারভেটিভ দিয়ে অনেকদিন ধরেই রেখে দেওয়া যায়। আর সব থেকে ভালো ব্যাপার, তারজন্য খুব বেশি জায়গা লাগে না।"

সামনে আসে, তাঁর নাম এম. রবার্টসন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক। পুলিশ জেমস নামে একজন সাসপেক্টকে ধরেছিল। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে হয়। কোনো মোটিভও কোর্টে দাঁড় করাতে পারেনি। তাই তো?"

ডঃ হাজরা কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকলেন। তারপর নিজের অবাক ভাবটাকে লুকিয়ে বললেন-"তা তোমার কি মনে হয়?"

-"স্যার এসব ব্যাপারে থিওরিতে কি হবে? দরকার তো তথ্য প্রমাণ। জেমস লোকটি আস্ত Necrophilia-এর রুগী। এই রোগে মানুষ মৃতদেহের প্রতি যৌন লালসা অনুভব করে। এই শহরে এসেছে আট মাস আগে। এর আগে ডালাসে শহরে ছিলো দুই বছর। সেখানেও এরকম চারটি ঘটনা ঘটে। কিন্তু সাসপেক্টকে গ্রেপ্তার করার আগেই সে পালায়। লোকটি গত সাত বছরে পাঁচবার শহর পরিবর্তন করেছে আর জন্মেছিলো নিউ জার্সির থেকে কিছুটা বাইরে একটা মফস্বলে। সেখানেই প্রথম তার এই রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। সেখানকার গ্রামের কবরখানা খুঁড়তে শুরু করে। গ্রামের লোক জেমসের এই ব্যাপারটিতে বিব্রত হয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। তারপর থেকেই সে কয়েক বছর অন্তর অন্তর শহর পরিবর্তন করেছে। যেখানে গেছে সেখানেই কোনো না হাসপাতাল থেকে লাশ চুরি যাওয়ার কেস আছে। কখনো নিজেই, কখনো পাহারাদারকে টাকা দিয়ে।"

ডঃ হাজরা চোখ বড় বড় করে শুনছিলেন। অবাক হয়ে বললেন-"তুমি এতো কিছু জানলে কি করে?"

কথাগুলো শুনতে শুনতে ডঃ হাজরা অলরেডি উঠে দাঁড়িয়েছেন। কোনোদিকে না তাকিয়ে বাইরের দিকে ছুটলেন। দরজার কাছে থেমে পিছন ফিরে বললেন- "ব্রেভো! সি ইউ ইন মাই ল্যাব নেক্সট মনডে।"

******

পরদিন সকালে পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রখর রুদ্র নিউজ পেপার স্ট্যান্ড থেকে সকালের নিউ ইয়র্ক পোস্ট খবরের কাগজটা তুলে নিলো। কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা-'Morgue Missing Body Case: Solved.' নিচে ছোটো ফন্টে লেখা-'Dr. Hazra showed the way to police.' সঙ্গে একটা ডঃ হাজরার ছবিও ছাপা হয়েছে। খবরের ভিতরের অংশে বলছে জেমসের বেসমেন্টে তিনটি পুরানো গদি ছিলো যেগুলো পুলিশ আগের বার খুব একটা সন্দেহের চোখে দেখেনি। এবার, সেগুলি কাটতেই সব মিলিয়ে পাঁচটা করোটি সহ প্রচুর হাড় পাওয়া গেছে। সব হাড় এখনো গুনে সনাক্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জেমস আগে যে শহরগুলোতে ছিলো সেখানেও একই রকম কেসগুলোর তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রখর রুদ্র মৃদু হেসে কাগজটা হাতে নিয়ে পোস্ট অফিসে ঢুকে যায়। ভারতে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। পোস্ট মাস্টার টম একবার মেসেজটায় চোখ বুলিয়ে নেয়-'Infiltrate Hazra's Lab. Mission in Progress.'

[সমাপ্ত]

ডঃ হাজরা সিরিজ



ও ডাক্তার !

দ্বিতীয় গল্প

free.banglapdf.net

/chitragupto

ও ডাক্তার!

সকালের রোদটা সবে জানালা দিয়ে এসে হসপিটালের বিছানার উপর পড়ে। ঘুম ভেঙে ওলাঙ্গা আশমোড়া দিয়ে ওঠে। সে একবার তার বিছানার পাশের টেবিলের উপর রাখা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকায়-১৯৮২, ৫ই জুন। হসপিটালের বাইরের দেওয়ালগুলোতে কিছু সাদা-কালো পোস্টার টানানো- বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্থকতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

ওলাঙ্গার বাবা-মা কেনিয়া থেকে একজন শ্রমিক হিসেবেই আমেরিকাতে এসেছিলেন। তারপর পাকাপাকি ভাবেই থেকে গেছেন এদেশে। তাদের অবস্থা কোনোদিনই আর্থিকভাবে খুব ভালো হয়নি। কিন্তু এই দেশটায় কোনো না কোনো কাজ ঠিক জুটে যায়; নাহলে কেনিয়ার অন্ধকারে হয় হাতির দাঁত, বনজ সম্পদের তস্করি আর না হলে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা! ওলাঙ্গা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ছাত্র। খুব কষ্ট করে স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে এসেছে এখানে সে। অনেক কষ্ট করে বাবা তাকে স্কুলে পাঠিয়েছিলো। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সে লড়ে যায়- পরিবারের সুদিন একদিন সে ফিরিয়ে আনবেই।

কয়েক সপ্তাহ হল, ওলাঙ্গা হসপিটালের বিছনায়। প্রথমে ঘুষঘুষে কাশি তার পর গলা দিয়ে রক্ত উঠতেই হসপিটালে গিয়ে জানতে পারলো, তার শরীরে মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে- টিউবারকলসিস। স্টেপ্টোমাইসিনের কড়া ডোজ তার শরীরকে দূর্বল করে দিয়েছে। আরো কিছু দিন থাকতে হবে এখানে, এখনো জীবন সংশয় কাটেনি তার। তবে আজ সকালে তার শরীরটা একটু ভালোই লাগছে। একটি নার্স এসে একবার ওলাঙ্গার রাতের ওষুধের ডোজগুলো চেক করতে থাকে। এর মধ্যে ওলঙ্গার ডায়েরিয়ার মত দেখা দিয়েছিলো, তাই কাল রাত থেকে

স্যালাইন চলছে।

একটি ডাক্তার রুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি চারিদিকে দেখলেন। নার্সটি ডাক্তারটিকে একবার ভ্রু কুঁচকে দেখে মাথা নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ডাক্তারটি চারিদিকে একবার দেখে নেয়- না, ঘরে কেউ দেখছে না। পকেট থেকে একটা ভায়োল বের করে ডাক্তারটি দ্রুত সিরিঞ্জ কিছুটা তরল ভরে নেয়। ওলাঙ্গার বিছানার পাশে এসে স্যালাইনের টিউবের মধ্যে দ্রুতহাতে সূঁচটা ফুটিয়ে দিয়ে, সিরিঞ্জের তরলটুকু টিউবে ভরে দেন। একটা গাঢ় বেগুনি বর্ণের তরল প্রায়-স্বচ্ছ স্যালাইনের মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে হালকা হতে থাকে। ডাক্তারটি স্যালাইন টিউবের রেগুলেটরটির গতি বাড়িয়ে দেন। ঘুরপাক খেতে খেতে হালকা গোলাপী হয়ে তরলটি স্যালাইনের সাথে ওলঙ্গার শিরায় ঢুকে পড়ে, তারপর উপশিরা হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ওলঙ্গা ভয় পেয়ে কিছু একটা বলতে চায়। ডাক্তারটি মাথা নিচু করে হাসিমুখে বলে-"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।" ডাক্তারটি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়।

******

ডাঃ মার্গারেট তার সারাদিনের ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরবেন বলে রেডি হচ্ছেন। অ্যাপ্রণটা খুলে একবার ভালো করে হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলেন। তারপর বাথরুমের আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে একবার মেকআপটা করে নেন। ঠোঁটের লিপস্টিকটা গাঢ় লাল, সোনালী কোঁকড়ানো চুল। হসপিটালে এই সন্ধ্যের দিকটা একটু ব্যস্ততা বেশিই। হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নেন

মার্গারেট- ১৭ই জুন, রাত আটটা। আর দেরি করা যায় না!

তাড়াহুড়োতে বেরিয়ে পড়েন কেবিন থেকে। যা লোকের ভিড়! কদিন ধরে একটা রোগীর মৃত্যু নিয়ে থানা পুলিশ যা তা অবস্থা। এখন কিছুটা ব্যাপারটা ঠাণ্ডা। না হলে আর নেওয়া যাচ্ছিলো না। এসব ভাবতে ভাবতেই ডাঃ মার্গারেট একটা লোকের সাথে ধাক্কা খায়। সে লোকটিকে দেখতে পায় না ভালো করে- তাড়াহুড়ো করে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেলো! মার্গারেটের মাথা গরম হয়ে যায়। একটা সামান্য ভদ্রতাবোধটুকু নেই। হঠাৎ-ই হাতে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। হাতের কনুয়ের কাছটা থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে।

এবার মার্গারেট আরো বিরক্ত হয়। একে লেট, তার উপর কোথায় ধাক্কা লাগলো কে জানে, কখন লাগলো তাও তো বোঝা গেলো না। যাক আর এসব ভেবে কাম নেই।তাড়াতাড়ি পা চালানো ভালো। মার্গারেট স্কার্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে রক্তটা মুছে নেয়।

******

ডঃ হাজরা ল্যাবে কাজে ব্যাস্ত। তাঁর ল্যাবে ইতিমধ্যেই একটি ভারতীয় ছাত্র যোগ দিয়েছে- প্রখর রুদ্র। ল্যাবের বাইরের সিঁড়িতে কারুর আসার শব্দ হয়। ডঃ হাজরা বরাবরের শার্লক হোমসের ভক্ত। তাই এতো দিনে একটা দেশের লোক পেয়ে মাঝে মাঝেই তিনি অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠেন। তিনি ল্যাবের চারিদিকে দেখে বললেন-"প্রখর, বলো তো হে কে আসছে?"

প্রখর রুদ্র হঠাৎ করেই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে-"আজ্ঞে, স্যার আমি কি করে জানবো?"

-"কেন? জেমস কে ধরলে যে...

-"সে তো স্যার লোকটার নাম পেপারে ছেপেছিলো। আমার হাতেও সময় ছিলো তাই লোকটার ইতিহাস খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম মিলে গেলো...

-"আমি সেটাকেই একটা প্রপার মেথডে শিখতে বলছি। প্রত্যেকবার তো আর অপরাধী সামনে থাকবে না। তার পর্যন্ত তো তোমাকেই পৌঁছাতে হবে।"

প্রখর হেসে ওঠে-"না স্যার ওসব গোয়েন্দাগিরি আমায় দিয়ে হবে না। আমি ঐ দেশ দেখতে, মানুষ দেখতে বেরিয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। আমার জন্য ওটাই ঠিক আছে।"

ডঃ হাজরা চোখ বড় বড় করে ওঠেন-"হোয়াই নট। ইউ আর ব্রাইট ইয়ং মাইন্ড। জীবনে নতুন কিছু ট্রাই করার থেকে কখনো ভয় পেয়ো না। জীবন একটাই। এবার ভালো করে শুনে বলো দেখি কে হতে পারে?"

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ কানখাড়া করে শোনে। না বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না। দুটো পায়ের শব্দ যেমন হয় ঠিক তেমনই হচ্ছে। এতে আর আলাদা করে কী বুঝবে! প্রখর ঠোঁট উল্টে দেয়। ডঃ হাজরা বললেন-"ভালো করে দুটো পায়ের আওয়াজ শোনো। একটার শব্দ অনেক বেশি স্পষ্ট, অন্যপায়ের শব্দ বেশ হালকা। এর থেকে কি অনুমান করতে পারো?"

প্রখর একটু দ্বিধা ভরে বলল-"একটা নেই? কাঠের পা?"

-"না। কাঠের পা হলে সেই পায়ের থেকে একটা ঘষটে চলার শব্দ হতো।

-"জনি না স্যার। কী জানি!"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"লোকটির একটি পা একটু ছোট। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাকে একটু ল্যাংচে চলতে হয়। কারণ, তার শরীর ভার সমান ভাবে দুই পায়ে বন্টন হয় না। তাই একপায়ের শব্দ জোরালো।"

এবার প্রখর রুদ্র মুচকি হেসে বলে উঠলো-"মনে হচ্ছে আমাদের মেডিকেল হোম ইনচার্জ মিঃ ওয়াটসন।" ডঃ হাজরা কোনো কথা না বলে মুচকি হেসে সম্মতিসূচক মাথা নড়ালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানপায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ধরে ঢুকলেন মিঃ ওয়াটসন-"ডঃ হাজরা। আজ হোস্টেলের একটি ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। টিবি হয়েছিলো। আজ তো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আসেননি। তাই বডিটা ছাড়ার আছে আপনার একটা সই লাগবে। ডেথ সার্টিফিকেট হয়ে গেছে। একবার দেখে সই করে দিন।"

ডঃ হাজরা কাগজটা নিয়ে নামটা দেখে একটু বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতের কলমটা নিয়ে সই করতে করতে বললেন-"ছেলেটা বড় ভালো ছিলো হে, ওয়াটসন। ওলঙ্গা ওর পরিবারের একমাত্র স্বপ্ন ছিলো। জানি না , ওর বাব-মা কি করে মেনে নেবেন। বিকালে কটার দিকে বডি দেওয়া হবে?"

-"ঐ তো চারটের দিকে।"

প্রখর রুদ্র প্রশ্ন করে ওঠে-"কী হয়েছিলো, স্যার?"

ডঃ হাজরাকে একটু অন্যমনস্ক দেখায়-"টিবি। খুবই খারাপ অবস্থায় ধরা

পড়েছিলো। ফুসফুসটা প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো। বাঁচানো সত্যি কষ্টকর ছিলো। তার উপর স্টেপ্টোমাইসিনেও ঠিক ঠাক রেসপন্স করছিলো না। ছেলেটির বাবা-মায়ের জন্যই বেশি দুঃখ হয়, বুঝলে? একমাত্র ছেলে। স্বপ্ন ছিলো বাবা মায়ের দুঃখ ঘোচাবে। কি থেকে যে কি হয়!"

******

বিকালে ডঃ হাজরা ও প্রখর রুদ্র হসপিটালে একবার ওলঙ্গাকে শেষ দেখা দেখতে গেলেন। একটা কফিনের মধ্যে ওলঙ্গার দেহ শায়িত রয়েছে। পরনে সেদিনের সকালে পরে থাকা হসপিটালের ঢলঢলে জামা আর প্যান্ট। ওলঙ্গার অনেক সহপাঠীরাও তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। সবার সাথে তারাও লাইনে দাঁড়ায়। কফিনের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে শতছিন্ন পোষাকে মধ্যবয়স্ক দুজন আফ্রিকান দম্পতি কেঁদে চলেছেন।

পায়ে পায়ে ডঃ হাজরা লাইনের প্রথমে চলে আসেন। লিলি ফুলের স্তবকটা সাবধানে ওলঙ্গার পায়ের দিকে রাখলেন। পায়ের পাতার দিকে একবার ডঃ হাজরার চোখ পড়তেই ভ্রুঁ কুঁচকে উঠলেন। বিড় বিড় করতে শুরু করেন-"নট পসিবিল। হাউ ইজ ইট পসিবিল?" ডঃ হাজরা প্রখর রুদ্রের হাতটা টেনে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন-"তাড়াতাড়ি এসো।

একজন নার্সকে দেখতে পেয়েই ওলঙ্গার কফিনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-"ছেলেটি কোন ডাক্তারের আন্ডারে ছিলেন?"

নার্স আপদমস্তক কিছুক্ষণ দেখে বললেন-"কেন? ডাক্তার মার্গারেট ক্রাউস।"

-"ওনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

-"সামনে গিয়ে ডানদিকে ওনার ঘর।"

ডঃ হাজরা আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। একজন কম বয়সী সোনালী চুলের মহিলা ডাক্তার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখছেন। ঘরে অপ্রত্যাশিত দুইজন পুরুষের প্রবেশে যেন একটু বিরক্ত। চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন-"ইয়েস?"

ডঃ হাজরা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন-"আপনার যে রোগীটি আজ সকালে মারা গেছে- ওলঙ্গা, তার ব্যাপারে আপনার কি মত?"

এবার ডাঃ মার্গারেট চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন-"মানে? টিবি হয়েছিলো। খুবই খারাপ অবস্থা চলছিলো। মারা গেছে। এ দেশে টিবিতে প্রত্যেক বছরই কয়েক হাজার মানুষ মারা যাচ্ছেন, তাতে আমি কি করতে পারি?"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"ওলঙ্গার কি পা ভেঙ্গেছিলো? পা চোট?"

-"আপনি কি পাগল হলেন। যা অবস্থায় ছিলো তাতে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। নার্সই ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেত আবার নিয়ে আসতো। ওলঙ্গা তো কোথাও ফুটবল খেলতে যায় নি যে পায়ে চোট লাগবে! এসব অদ্ভুত প্রশ্নের মানে কি?"

ডঃ হাজরা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন-"আপনি সিওর ছিলেন ওলঙ্গা মারা যাবে?"

এবার ডাঃ মার্গারেট আরো বিরক্ত হলেন-"আপনি কি পাগল? এভাবে কি

করে বলা যায়? প্রত্যেক বছর টিবি আক্রান্তদের আশি থেকে নব্বই শতাংশ বেঁচে যায়। বাকি দশ শতাংশ তো তাও মারা যাচ্ছে, নাকি? ওলঙ্গার ক্ষেত্রেও তাই। চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। তবে হ্যাঁ শেষ দুদিন মনে হচ্ছিলো একটু হলেও রেসপন্স দিচ্ছে। ভালোর দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে যে কি হল! সব তো আর ডাক্তারদের হাতে থাকে না।"

-"আপনি স্টেপ্টোমাইসিন ছাড়া আর কোনো কিছু?"

ডাঃ মার্গারেট আরো যেন বিরক্ত-"আপনি কে? এতো উত্তর কেন দেবো আমি? তাছাড়া ওলাঙ্গার দীর্ঘদিনের অপুষ্টির শরীর। অন্য কমপান্ড ড্রাগ হলে তার সাইড এফেক্ট ওর শরীর নিতে পারতো বলে আমার মনে হয়নি।"

-"আমি ওর কলেজের প্রফেসর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস কি করে হলো?"

মার্গারেট টেবিলের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন-"কী! ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস! আপনি কি করে জানছেন?"

-"কেন আপনি ওর ডানপা-টা দেখননি? ডান পা-টা ফুলেছে আর কেমন যেন ফ্যাকাশে হালকা নীল।"

এবার মার্গারেটকে অনেক নিশ্চিন্ত দেখায়। চেয়ারে বসে পড়েন-"সেই কোন সকালে মরেছে। পচে ফুলে উঠেছে হয়তো। আমার অযথা সময় নষ্ট না করে আপনি আসুন।"

ডঃ হাজরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন-"তাহলেও কি পায়ের পাতা নীলচে হয়ে যাবে? আচ্ছা ওর কি একটা পোস্ট মর্টেম করা যায়?"

ডাঃ মর্গারেট এবার রেগে উঠলেন-"রাউস...গেহ্ রাউস। হু এভার ইউ আর! আপনি আমাদের হসপিটালের বদনাম করছেন।"

ডঃ হাজরা আর কোনো কথা না বলে সোজা থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করলেন। যদিও থানার অফিসারও প্রথমে অভিযোগ নিতে রাজি হননি, যেখানে হসপিটাল থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে! কিন্তু অনেক করে বলার পর মিস্নার সাহেব মেনে নিলেন যে একবার পোস্ট মর্টেম করে সত্যি মিথ্যে যাচাই করে নেওয়া যেতেই পারে। এতে সমস্যা কিছু নেই।

******

বিকালেই হসপিটাল থেকে ওলঙ্গার দেহ নিয়ে এসে সরকারী ডাক্তারের হাতে মিস্নার সাহেব তুলে দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটির সবাই ডঃ হাজরার এই অদ্ভুত কান্ডে একটু বিরক্ত। ওলঙ্গার মা-বাবা এমনিতেই শোকে বিহ্বল, তাই তারা আলাদা করে কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।

রাতের দিকে পোস্ট মর্টেম এক্সপার্ট স্যাম নতমুখে মিস্নারের ঘরে ঢুকলেন। একটা চেয়ার টেনে বসে ডঃ হাজরার দিকে তাকিয়ে বললেন-"হি ওজ কারেক্ট। ওলঙ্গার শরীরে পালমোনারি এম্বোলিজম ও ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস দুয়েরই চিহ্ন আছে। আর পালমোনারি এম্বোলিজম ইজ দ্য কজ অফ ডেথ!"

মিস্নার ভ্রুঁ কুচকে বললেন-"এই যে কিসব থ্রম্বসিস আর এম্বলিজম বলছেন

এগুলো কি বস্তু?"

স্যাম হেসে ওঠে-"বস্তু না, সিমটম। ব্লাড ক্লথ হয়ে যাওয়া- রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া। প্রথমে হাতে পায়ের শিরাতে শুরু হয়। তারপর ফুসফুসেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমটাকে বলে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস আর পরেরটা পালমোনারি এম্বোলিজম। যেমন- সাপ কামড়ালে যেমন হয়। কিন্তু এরকম আমি এর আগে দেখিনি। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় লাগে পালমোনারি এম্বোলিজমে। এক্ষেত্রে বড্ড কম সময়েই পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেছে- মাত্র কয়েক ঘণ্টা হয়তো।"

এবার ডঃ হাজরা বলে ওঠে-"থ্রম্বোসিসের কারণ কিছু পেলেন?"

স্যাম মাথা নিচু করে-"না! ফরেন এলিমেন্ট বডিতে ঢুকেছিলো, এব্যাপারে নিশ্চিত। সারা শরীরের রক্তই কেমন যেন থকথকে হয়ে জমে এসেছিলো। সব থেকে মারত্মক হল রক্তের লোহিত কণিকাগুলো ভাঙতে শুরু করেছিলো। মানে সারাদেহে অক্সিজেনের সংবহনও ধীরে ধীরে কমছিল। কিন্তু ফরেন এলিমেন্টটা যে ঠিক কি সেটাই চিহ্নিত করতে পারিনি। নতুন ধরণের কোনো ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস কিনা জানি না। সেরকম হলে এবার সেটার জন্য আলাদা মেডিক্যাল রিসার্চার লাগবে। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সার্জেন্ট মিস্নার এবার ডঃ হাজরার দিকে তাকালেন। ডঃ হাজরা বললেন-"তার আর দরকার নেই। এবার ওলঙ্গার ফ্যামিলিকে বডি দিয়ে দেওয়াই ভালো। ওরা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন।"

মিস্নার বলে ওঠেন-"তাহলে তাহলে আপনি কি বলছেন? স্বাভাবিক? নাকি অস্বাভাবিক?"

ডঃ হাজরা বলেন-"এখনো অস্বাভাবিকই বলছি। কারণ, ওর যা ওষুধ চলছিলো তাতে ব্লাড ক্লথ হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। আর যদি সেরকম কোনো ছোঁয়াচে জল-হাওয়ায় বেঁচে থাকা নতুন ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস হত, তাহলে এরকম আরো কিছু কেস আগামী কয়েকদিনে আমাদের কাছে আসা উচিৎ।"

-"তাহলে আমি কি করবো? কেস কি ওপেন রাখবো?"

-"একটা জোরদার সন্দেহ তো আছেই।"

-"সেটা কি?"

ডঃ হাজরা প্রখর রুদ্রের দিকে তাকালেন। প্রখর রুদ্র বলতে শুরু করে- "আজ্ঞে, ওলাঙ্গা মারা যাওয়ার আগে ওর পাশে ওর মা ছিলেন। তার সাথে কথা বলছিলাম। উনি বলছিলেন ওলঙ্গার খুব শ্বাস কষ্ট হচ্ছিলো, কথা বলতে পাচ্ছিলো না। তাও খুব কষ্টে নাকি কিছু কথা বলেছিল। তার দুটি কথাই উনি বুঝতে পেরেছেন- এক, 'বেগুনি' আর দুই 'স্যালাইন টিউব'। আমার মনে হয় একবার স্যালাইন টিউবটা চেক করা যেতেই পারে।"

সার্জেন্ট মিস্নার টুপি পরে উঠে পড়লেন, পিছন পিছন ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্রও ফলো করলেন।

****

-"হ্যালো, ডঃ হাজরা, আমি সার্জেন্ট মিস্নার বলছি। ডাঃ হাজরা তো?"

-"হ্যাঁ হাজরা বলছি।"

উল্টোদিকে মিস্নারের চিন্তিত গলা শোনা গেলো-"এখনও যে তেমন কোনো প্রমাণ পেলাম না। ঐ একটি নার্সের বক্তব্য ছাড়া।"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"প্রমাণ বেশি কিছু পাবেন বলেও মনে হয়না। এইজন্যই যে মেডিকেল ক্রাইমকে ওয়ান অফটা সুইটেস্ট ফর্ম অফ ক্রাইম বলা হয়। সব বোঝা হয়তো অনেক সময়ই যায়, কিন্তু কোনো ভাবে প্রায় প্রমাণ করার জায়গা থাকে না, রোগীর মৃত্যু স্বাভাবিক, ভুল বশত নাকি ইচ্ছেকৃত।"

-"তাহলে আমি এখন কি করি?"

-"তুলে নিন সাসপেক্টকে। যা যা আমাদের হাতে আছে দেখা যাক জেরার মুখে যদি ভেঙে পড়ে। আর আমার ল্যাবের স্কালারটি বেশ কাজের। বেশ কিছু তথ্য জোগাড় হয়েছে, যার থেকে খুব বেশি কিছু হয়তো প্রমাণ হবে না। কিন্তু অপরাধী ভেঙে পড়তেই পারে। দেখা যাক।"

বিকালে ইন্টারোগেশন রুমে একজন মধ্যবয়স্ক লোকের উল্টোদিকে বসে সার্জেন্ট মিস্নার জিজ্ঞাসা করলেন-"ডাঃ বিল, ওলঙ্গাকে মারলেন কেন?"

ডাঃ বিলের মাথায় চুল কম, চোখে গোল রিমের সোনালী চশমা, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটা ফুলহাতা শার্ট আর হাত কাটা জ্যাকেট পরে বসে আছে লোকটি। মিস্নারের প্রশ্ন শুনে খুব শান্তভাবে উত্তর দিলো-"কে বলল আমি মেরেছি?"

মিস্নার স্যালাইনের নলটা সামনে রেখে বলল-"এটায় একটা ছোট্ট ছিদ্র আছে। সেটা বোধহয় সূঁচের কি বলেন?"

-"আমি কি করে জানবো?"

-"আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে কিন্তু...

ডাঃ বিল মাঝ পথেই থামিয়ে দেয়-"আমি ডাক্তার। রিমেম্বার? আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকতেই পারে।"

মিস্নার হেসে বলেন-"আর নার্স মারিয়া? সে বলেছে সেদিন সকালে আপনিই শেষ ঢুকেছিলেন ঐ ঘরে। তারপর আর কোনো ওষুধ দেওয়া হয়নি, কিচ্ছু না। হঠাৎ করেই রোগী খারাপের দিকে যেতেই ডাঃ মার্গারেট ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে। কি বলেন?"

ডাঃ বিলের মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে যায়, থমকে যান-"কিন্তু...না আমি গিয়েছিলাম। আমি কোনো কিছুই কাউকে দিইনি..."

পাশের একটি রোগীর বয়ানও আছে-"সেও দেখেছিলো আপনি ওলঙ্গার স্যালাইনের নল নিয়ে কিছু একটা করছিলেন। কিন্তু অত ভালো করে বুঝতে পারেনি।"

ডাঃ বিল যেন আরো একটু কুঁকড়ে যায়-"মোটেই না। আমি কিছু করিনি..."

আরো কিছুক্ষণ পর থেকে সার্জেন্ট মিস্নারের গাট ফিলিং বলল, ডাঃ বিলই আসলে কালপ্রিট। তিনি মচকাচ্ছেন কিন্তু ভাঙছেন না। মিস্নার বাইরে এসে ডঃ হাজরার দিকে ফিরে বললেন-"কী করা যায়? সবই তো শুনলেন।"

ডঃ হাজরা অবাক হয়ে বললেন-"কেন দুটো সাক্ষী আছে তো। তারা তো দেখেছে ডাঃ বিলকে কান্ডটা করতে।"

সার্জেন্ট মিস্নার অসহায়ভাবে হাসলেন-"মশাই, কেউ ওনাকে কিছু করতে দেখেনি। শুধু এক নার্স বলেছেন সকালে ওলঙ্গার বিছানার ঠিক করার সময়ে ডাঃ বিল এসেছিলো ঐ ঘরে। তারপর আর কেউ আসেনি। কিন্তু তার থেকে কি বা প্রমাণ হয়!"

-"আর অন্য যে রোগী?"

মিস্নার মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন-"আরে সে তো আমি গল্প দিয়েছিলাম। যদি লোকটা সত্যি বলে..."

ডঃ হাজরা ভ্রূঁ কুঁচকে বলেন-"একবার আমি কি কথা বলতে পারি?" মিস্নার নিঃশব্দে মাথা নাড়ালেন।

ডঃ হাজরার পাশে দাঁড়ানো প্রখর রুদ্রের হাত থেকে একটা মোটা ফাইল নিয়ে ইনটারোগেশন রুমে ঢুকে পড়লো-"গুড মনিং ডাঃ বিল। আমি ডঃ হাজরা, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির জীবন বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর। পুলিশের কাছে কিছু বলতে না চান ভালো কথা। কিন্তু একজন ডাক্তারের দায়িত্বটা পালন করে যান। ডাক্তারদের শপথ ভুলে গেলেন নাকি? "

ডাঃ বিল একবার মাথা তুলে দেখেন-"কী দায়িত্ব? কী শপথ?"

-"সব অবস্থাতেই রুগীর ভালো ভাবাই আপনার দায়িত্ব আর রোগীর প্রকৃত অবস্থা কখনোই না লুকানো আপনার শপথ। একটা পরিবার এক সপ্তাহ ধরে

ওয়েট করে আছে তাদের ছেলে ঠিক কিভাবে মারা গেছে জানার জন্য। আপনি কি তাদের হতাশ করেছেন না?"

ডাঃ বিল একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন। ডঃ হাজরা বলে ওঠেন- "এতোগুলো মানুষ মেরে আপনি পার পেয়ে যাবেন ভেবেছেন? এতো সহজে?"

-"এতোগুলো?"

ডঃ হাজরা হাতের ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রাখেন। আপনি এখন কাজ করছেন যে হসপিটালে তার নাম Pascack Valley Medical Center। তিন বছর ধরে হসপিটালটিতে বছরে গড়ে মৃত্যুর হার চল্লিশের কাছাকাছি। আপনি যোগ দিয়েছেন চার মাস আগে। আর এই চার মাসেই মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ। এখনো এই বছরটা শেষ হতে ছয়মাস বাকি। মানে একটা হসপিটালের গত দশ বছরের সব থেকে খারাপ বছর হতে চলেছে। এর আগের হসপিটালে সাত মাসে একই অবস্থা, মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। আপনি ছেড়ে দেওয়ার পর সেই মৃত্যুর হারও কমে গেছে বেশ অনেকটাই। তার আগে ফায়ার বিগ্রেডে কাজ করেছেন একবছর। সেখানে একই বছরে তিনবার বিষক্রিয়া হয়েছে খাবারে। সবটাই কি কাকতালীয় বলতে চান?"

ডাঃ বিল এবার চেয়ারে সোজার হয়ে বসেন। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন-"তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না ডঃ হাজরা।"

ডঃ হাজরা বিলের গলায় ঝুলতে থেকে ক্রসটা দেখে মোক্ষম দাঁওটা মারেন- "ডাক্তারির শপথ গুলো না হল ভুলে গেছেন, কিন্তু একজন খ্রীষ্টান হয়ে এতোগুলো মানুষের হত্যার পর প্রভু কি বেহেস্তের রাস্তায় আপনার সঙ্গী হবেন?"

/chitragupto
free.banglapdf.net

ডাঃ বিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর ভারি গলায় বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের মার্কের দশ নম্বর চ্যাপ্টারের পয়তাল্লিশ নম্বর ভার্স আবৃত্তি করে ওঠেন-"For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." ডাঃ বিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন-"কী বুঝলেন? সবাই বেহেস্তের পথ বাছে না ডঃ হাজরা। কাউকে না কাউকে তো ক্রুশ কাঁধে তুলে নিতেই হয়। ধরুন না হয় আমিই সেটা। প্রত্যেক দিন রক্তাক্ত হাত নিয়ে আমি গির্জায় গেছি। প্রভুর পায়ে নিজেকে সমর্পন করেছি। এমন অপরাধ করে চলেছি যার জন্য কনফেশন বক্সের সামনেও স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার প্রভু জানেন এই ক্রুশবৃদ্ধ জীবন আমার নিজের জন্য নয়। আমি একটা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি, ডঃ হাজরা। আমরা ক্রুশবৃদ্ধ পাপে ভরা জীবন সেই সুন্দর পৃথিবীর জন্য। ওলঙ্গা মারা যেতই আজ না হোক কাল। আমি শুধু ঐ মৃত্যুকে বৃথা হতে দিই নি ডঃ হাজরা।"

ডঃ হাজরা গলা খাঁখার দিয়ে ওঠেন-"পরিষ্কার করে বলবেন কি? যদি আপনার প্রভু ক্ষমা করে দেন। পৃথিবীর সব থেকে বড় কনফেশন বক্স জানেন তো কোথায়? আমাদের মনে।" ডঃ হাজরা নিউ টেস্টামেন্টের জনের প্রথম চ্যাপ্টারের নয় নম্বর ভার্সটি বলে ওঠেন-"If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness."

ডাঃ বিল মাথা নিচু করে নেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, তারপর ধীরে ধীরে শুরু করেন-"আমার একটা ভাই ছিলো। কম বয়সে ক্যান্সারে মারা গেলো।

সেই থেকে ক্যান্সারের প্রতিষেধক খুঁজছি। গিনিপিগ ইঁদুর এদের উপর কিভাবে টেস্ট করবো? এরা সাইড এফেক্টই হয়তো সহ্য করতে পারতো না। তাছাড়া ক্যান্সার রুগী ছাড়াই বা কি করে আমার ড্রাগ করে পরীক্ষা করতাম? তাই হসপিটালগুলোতে আসা রুগীদের উপরেই আমি আমার ড্রাগ টেস্ট করতাম। জানেন ডঃ হাজরা, এখনো সফল হইনি ঠিকই, কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি। যাঁরা এই কাজে এতো দূর আমাকে এগিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

ডঃ হাজরা কি বলবেন বুঝতে পারেন না-"কিন্তু এঁদের কেউই যে সদিচ্ছায় মরতে চাননি, ডাঃ বিল!"

ডাঃ বিল যেন তখন এক অন্যমানুষ। ডঃ হাজরার হাত ধরে আবেগেরুদ্ধ গলায় বললেন-"সেকি বলছেন আপনি! আপনি নিজে জীবন বিদ্যার প্রফেসার হয়ে এরকম বলছেন! আপনি ভালো মতোই জানেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া মানেই নব্বই ভাগ মৃত্যু নিশ্চিত। অঙ্গ বাদ দিলেও অনেকসময় তা ক্যান্সার ফিরে আসতে পারে। কেমোথেরাপিও কাজে দেয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আমি কেমোথেরাপিকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করছি ডঃ হাজরা। আর একাজে কিছু জীবন যাদের বৃথাই যাচ্ছিলো, তাদেরকেই আমি শুধুমাত্র ব্যবহার করেছি। তারা এমনিতেই যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে মারা যেত। আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি ডঃ হাজরা।"

-"কে বাঁচবে আর কে মরবে তা ঠিক করার দায়িত্ব আপনার নয় ডাঃ বিল। আর তা আপনার অধিকারের মধ্যেও পড়ে না।"

ডাঃ বিল যেন আরো বিহ্বল হয়ে ওঠেন-"আর এই যে এতো এতো গিনিপিগ, ইঁদুর আর ব্যাঙ আপনারা মারছেন, সে বেলা কিছু না? আপনারাই বা ঠিক করার কে কার জীবনের দাম বেশি আর কার কম। আসলে এটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য কাউকে না কাউকে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। কুরবানি দিতেই হয়, ডঃ হাজরা। কাল আমার ক্যান্সার হলে আমি পিছপা হব না নিজের উপর ঐ ওষুধ প্রয়োগ করতে। কাউকে না কাউকে তো ক্রুশে ঝুলতেই হতো।"

-"আর আপনার ফায়ার ব্রিগেডের বন্ধুদেরও কি...?"

ডাঃ বিল হেসে ওঠে-"না না। ওরা সুস্থ ছিলো। ওদের কি আমি ঐ ড্রাগ দিতে পারি। তাই ক্যান্সার যাতে হতে পারে এরকম একটা ফর্মূলা বানিয়েছিলাম। কিন্তু কাজই করলো না। শুধু শুধু বেচারাদের পেট খারাপ হল।"

ডঃ হাজরা আর কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। এতো বদ্ধ উন্মাদ! কখনো ক্যান্সার সারানোর জন্য কাজ করছে , কখনো আবার সুস্থ মানুষের ক্যান্সারের কারণ নিজেই তৈরি করছেন। ততক্ষণে সার্জেন্ট মিস্নার ঘরে ঢুকে পড়েছেন-"তাহলে ডাঃ বিল প্রভু আপনাকে তখনই ক্ষমা করবেন যখন আপনি সবার সামনে নিজের ভুল স্বীকার করবেন। এই রইলো কাগজ আর পেন। আশা করি, আপনি প্রভুর ক্ষমা নিশ্চয়ই পাবেন।"

ডাঃ বিল আর দেরি না করে খসখস করে নিজের অপরাধ সব স্বীকার করে নেন। ডঃ হাজরা বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ঘুরে দাঁড়ান-"এক মিনিট। ওয়েট। ডাঃ বিল আপনি ওলঙ্গাকে কেন মারলেন?"

ডাঃ বিল একটু বিরক্ত মুখে চাইলেন-"আপনি কি পাগল নাকি, মশাই। এতক্ষণ ধরে তো সবই বললাম। লিখেও তো দিলাম আর কি চাই?"

-"আপনি বলেছেন আপনি ক্যান্সারের প্রতিষেধক বানাচ্ছিলেন। তাই আপনার ক্যান্সার পেশেন্টদের উপর আপনার ড্রাগ প্রয়োগ করে দেখতে চেয়েছিলেন। তাহলে ওলঙ্গার উপরে কেন প্রয়োগ করলেন? ওর তো টিবি হয়েছিলো।"

ডাঃ বিল এবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন-"হতেই পারে না। আমি নিজে রাউন্ডে গিয়ে অনেকবার ওর ডেলি ওষুধের লিস্ট চেক করেছি। ওর লাং ক্যান্সার হয়েছিলো। বাঁচার কোনো চান্স ছিলো না। শ্বাস কষ্ট হতো, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতো।"

-"কিন্তু এসব কিছু টিবি হলেও হতে পারে..."

ডাঃ বিল মাঝপথে থামিয়ে দেয়-"সব বলার পরও আপনি ঠিক কি জানতে চাইছেন আমি বুঝছি না। আমি ওলঙ্গার রিপোর্টও দেখেছি। লাং ক্যান্সার। আমি এতো বড় ভুল করি না, ডঃ হাজরা। বিশ্বাস না হলে এই দেখুন," ডঃ বিল কোর্টে পকেট থেকে একটা মাঝারি সাইজের মোটা ডায়েরি বের করে টেবিলে রাখে-"এতে এখনো পর্যন্ত যত জনের উপরে আমি আমার ড্রাগ প্রয়োগ করেছি, তাদের মেডিকেল কন্ডিশন ও ড্রাগ দেওয়ার পরের অবস্থা সব লেখা আছে। আমার নিজের নেওয়া নোট। আমি যেকোনো পেশেন্টের রিপোর্ট, ওষুধ ভালো করে চেক করি, ডঃ হাজরা। আমি জানি আমার পাপের ক্ষমা নেই, তাই কোনো সুস্থ মানুষকে বা ক্যান্সার হয়নি এমন মানুষকে আমার প্রয়োগের জন্য কখনোই ব্যবহার করি না।"

সার্জেন্ট মিস্নার এতো বড় প্রমাণটা দেখে আর হাত ছাড়া করতে রাজি হলেন না। নিজেই টুক করে তুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেললেন। যাক একটা বিরাট প্রমাণ পাওয়া গেলো, কোর্টে এবার একে অপরাধী প্রমাণ ঠেকায় কে!

******

বেশ অনেকটা সন্ধ্যে নেমেছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির শতাব্দী প্রাচীন সুউচ্চ পাথুরে দেওয়ালগুলো বেয়ে। জীববিদ্যা বিভাগের ল্যাবের মধ্যে দুটি প্রাণী- ডঃ হাজরা ও প্রখর রুদ্র। প্রথমজন অস্থির ও অন্যজন ততধিক শান্ত। ডঃ হাজরা একটু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন-"বলি প্রখর, ছাড়ো। আজ আমার আর সময় নেই। বুঝলে? কাল দেখবোখন। আমাকে একটু বের হতে হবে।"

প্রখর রুদ্র ফিরে তাকায়-"ওকে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে চলুন আমিও আপনার সাথে বের হই।"

ডঃ হাজরা যেন প্রমাদ গোনেন-"না...না। আরে আমি আমার একটা দরকারি কাজে যাচ্ছি। আমার সাথে যেতে হবে না। তুমি হোস্টেলে যাও।"

প্রখর রুদ্র আর কোনো কথা বাড়ায় না। ডঃ হাজরা ল্যাব থেকে বের হওয়ার আগে চুপিচুপি একটা কাঁচের টিউব নিয়ে নেন। ডঃ হাজরা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেন। সিটের উপরে একটা ফাইল আর কিছু কাগজপত্র। নিশ্চিন্তে একবার হাতের মধ্যে কাঁচের টিউবটা দেখে নেন- একটা স্বচ্ছ বর্ণহীন তরলের মধ্যে লাল উজ্জ্বলবর্ণের কিসব যেন জ্বলছে।

একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামে। ডঃ হাজরা কলিং বেল বাজাতেই একজন মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ায়। কিছু কুশল বিনিময়ের পরে মহিলাটি ডঃ হাজরাকে ভিতরে ডেকে নেন। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। পায়ে পায়ে প্রখর রুদ্র এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। দরজার বাইরে নেমপ্লেটটা দেখে প্রখর রুদ্র একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যায়-'মার্গারেট ক্রাউস'। জানালায় চোখ রাখে প্রখর রুদ্র।

একটা টেবিলের দুইদিকে মুখোমুখি দুজন বসে- ডাঃ মার্গারেট আর ডঃ হাজরা। ডাঃ মার্গারেট বলে ওঠেন-"বলুন, কী বলতে চান?"

ডঃ হাজরা একটা বুক ভরা দম নেন-"বেশি সময় নষ্ট না করাই ভালো। ওলঙ্গাকে মারলেন কেন?"

মার্গারেট একটু চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন-"আমি মারিনি। ডাঃ বিল অলরেডি ধরা পড়ে গেছেন। তিনি স্বীকারও করেছেন। আপনিই তাকে ধরেছেন। রিমেম্বার?"

-"ডাঃ বিল শুধু তার ড্রাগ টেস্টের জন্য ক্যান্সারের রুগীদেরই বাছতেন। ওলঙ্গার ক্যান্সার হয়নি, টিবি হয়েছিলো।"

-"সে আমি কি জানি! ডাঃ বিল হয়তো জানতেন না। ভুল হতেই পারে।"

-"আমিও তাই ভেবেছিলাম, যতক্ষণ না আমি ডাঃ বিলের ডায়েরিটা দেখেছিলাম। প্রত্যেকটা রুগীর ডিটেল নোটস নেওয়া। এখনো পর্যন্ত সাতাশ জন গিনিপিগকে তিনি বেছেছিলেন। কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো তাদের প্রত্যেকদিনের খাবার, কেমোর ডোজ, স্বাস্থ্যের অবনতি সব কিছু বিস্তারিত

লেখা। আমি নিজে খবর নিয়ে দেখেছি ঐ ওলঙ্গাকে বাদ দিলে সবারই ক্যান্সার হয়েছিলো।" ডাঃ মার্গারেট চুপ করে থাকেন। ডঃ হাজরা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন-"আমার একটা থিওরি বলি? কেউ জেনে শুনেই ওলঙ্গাকে ডাঃ বিলের জন্য মরতে ছেড়ে দিয়েছিলো। জেনেশুনেই ডাঃ বিলের ডিইটি আওয়ারসে ওলঙ্গার আসল রিপোর্টের জায়গায় একজন ক্যান্সার পেসেন্টের ভুয়ো রিপোর্ট ওলঙ্গার নামে ঝুলিয়ে রাখা হতো, তার টেবিলে।"

ডঃ হাজরা একটা ফাইল খুলে এগিয়ে দেন-"গত তিন বছরে আপনার পেশেন্টদের একটা লিস্ট। সব মিলিয়ে প্রায় একশো বাইশ জন ক্রিটিক্যাল কেস। তারমধ্যে সাতাশজন এশিয়ান ও আফ্রিকান। দুর্ভাগ্য হল এই সব কালো চামড়ার লোকগুলোর কেউ বাঁচেন নি। অনেক রিপোর্টেই ভালো হওয়ার দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ করেই মারা গেছেন। ডাঃ বিল নিজের গবেষণার জন্য ক্যান্সার আক্রান্তদের হত্যা করছিলেন। আর আপনি আপনার ব্যক্তিগত রাগ চরিতার্থ করতে। বস্তুত আপনারা দুজনেই নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে চলেছেন।"

ডাঃ মার্গারেট একটা ঠান্ডা হাসি হাসেন-"আপনি ঠিক। কিন্তু কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। কি কারণে খুন করেছি? মোটিভটাই তো দাঁড়াবে না।"

ডঃ হাজরা ঠোঁট চেপে হেসে উঠলেন-" রাউস...গেহ্ রাউস। গেট আউট। জার্মান। সেদিন রাগের মাথায় জার্মান না বললে আমিও বুঝতে পারতাম না, হয়তো। আপনার বাবা জার্মান নাৎসি ক্যাম্পের ডাক্তার ছিলেন। গ্যাস চেম্বারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশে এসে মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করে এদেশেই রয়ে গেলেন। আর তার লিগ্যাসি দিয়ে

দিয়ে গেলেন আপনাকে। আপনার কাছে গ্যাস চেম্বার নেই, কিন্তু কালোচামড়ার মানুষগুলোকে দেখলেই আপনার হাত নিশপিশ করে ওঠে!"

ডাঃ মার্গারেট এবার একটু চেঁচিয়ে ওঠে-"বেশ করি। সবকটা জানোয়ারের বাচ্চা। কোনো শিক্ষা নেই, সহবত নেই। আমি চার মাস আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ক্যান্সার রুগীরা অস্বাভাবিক ভাবে মারা যাচ্ছেন। আমিও গোপনে নজর রাখতে শুরু করি। ডাঃ বিলকে আমি অবশেষে পেয়ে গেলামই। তাই ভাবলাম আর কেন এই কালো চামড়ার লোকগুলোকে নিজে হাতে হত্যা করা। টোপ ঝুলিয়ে দিলে অন্যজন যখন সেই গিলবেই। ওলঙ্গার ক্ষেত্রে তাই করলাম। ইউরোপ, আমেরিকা সব জায়গায় এই লোকগুলো ঢুকে পড়ে নোংরা করছে। বেশ করেছি মেরেছি।"

ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-"আমেরিকা কাদের দেশ ছিলো জানেন তো? ইউরোপ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন কলম্বাস। মাত্র পাঁচ বছরে লক্ষাধিক অমেরিকার আদিম অধিবাসীদের হত্যা করা হল, দাস বানিয়ে ইউরোপে বিক্রি করে দেওয়া হল। আর আজকে আপনি বলছেন এই লোকগুলো নোংরা করছে।"

-"ডঃ হাজরা আপনার সাথে তর্ক করতে চাইছি না। আপনি কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবেন না। আপনি এখন আসতে পারেন।"

ডঃ হাজরা মৃদ্যু হাসেন-"আমি জানি আমি আপনার কিছু করতে পারবো না। কিন্তু আপনাকে খোলা ছেড়ে যাওয়া মানে আরো মৃত্যু।" ডঃ হাজরা পকেট থেকে কাঁচের নলটা টেবিলে রাখেন আর একটা ইনজেকশন সিরিঞ্জ-"গত ১৭ই জুন

হসপিটাল থেকে বের হওয়ার আগে একটি লোকের সাথে ধাক্কা লেগে আপনার হাত কেটে যায়। ওটা আমিই ছিলাম, মার্গারেট। একটা এইচ আই ভি পজেটিভ লোকের সূঁচের ছোট্ট ছোঁয়া।" মার্গারেটের মুখ চোখ ভয়ে শুকিয়ে যায়। ডঃ হাজরা বলে চলেন-"আমি রিসার্চ করছি। এই হল আমার অ্যান্টিডোট। কাজ করবে কিনা জানি না। তবে ডাঃ বিল যাওয়ার আগে আমায় একটা বিরাট রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। যারা এই পৃথিবীর কীট তাদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাই যায়। তবে এটায় আপনার একটা সুবিধা আছে। যদি আপনি বেঁচে যান আর আমার অ্যান্টিডোট কাজ করে যায়, তাহলে আর্ধেক কৃতিত্ব আপনার। দেখুন, আপনার সামনে আর কোনো রাস্তাই খোলা নেই। আপনি আজ আমার অ্যান্টিডোট না নিলেও খুব তাড়াতাড়ি মারা যাচ্ছেনই।"

ডঃ হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে পাশের টেবিলের কাছে চলে যান। টেবিলের উপরের একটা মিউজিক প্লেয়ার চালু করে দেন। সাঁ সাঁ শব্দ করতে করতে বেজে ওঠে- 'Doctor doctor tell me if you can/ What is wrong with me...' ডঃ হাজরা মাথা দুলিয়ে গানের তালে কোমর দোলাতে থাকেন। ডাঃ মার্গারেট কিছুক্ষণ হতাশ হয়ে অপেক্ষা করেন, তারপর হাতে সিরিঞ্জ আর নলটা তুলে নেন। সিরিঞ্জে তরলটা ভরে নিজের শিরায় ঢেলে দেন। ডঃ হাজরা এগিয়ে এসে সিরিঞ্জ আর নলটা তুলে নেন-"গুড বাই, ডাঃ মার্গারেট। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।"

******

ডঃ হাজরা সিরিজ

ক্যান্ডেল লাইট ডিনার

তৃতীয় গল্প

free.banglapdf.net

/chitragupto

ক্যান্ডেল লাইট ডিনার

কালো জ্যাকেট, কালো প্যান্ট, কালো বো-টাই আর সাদা জামা পরা ওয়েটার একহাতে প্লেট, অন্যহাতে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে টেবিল নম্বর সিক্সের সামনে দাঁড়ায়-"হেয়ার ইজ ইয়োর অর্ডার স্যার, 'পাড-ক্রপো-মু-শাপ'।" শ্যাম্পেনের বোতলটি খুলে দুটি কাঁচের গ্লাসে ঢেলে দেয়। সোনালী স্বচ্ছ তরল কিছু বুদবুদ নিয়ে গ্লাসের মধ্যে ফেনিয়ে ওঠে। ওয়েটারটি দুটি গ্লাস টেবিলে রেখে মাথা নত করে-"এনজয় দ্য ইভিনিং, ম্যাম।"

টেবিলে বসা দম্পতি শ্যাম্পেনের গ্লাস দুটি নিয়ে একে অন্যকে অভিনন্দন জানায়, আজ তাদের বিবাহের এক বছর পূর্তি। ফিলাডেলফিয়ার বেশ অভিজাত কন্টিনেন্টাল রেস্তরাঁ, চারিদিকে সাজানো গোছানো। কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে ব্যস্ত রাস্তার সন্ধ্যের জীবন যাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে- কিছু গাড়ী দুলকি চালে চলেছে। রাস্তার ওপাশে একটা চীনা অ্যান্টিকের দোকান। তার সামনেই একটা পাগল-পাগল লোক বসে, তার হাতে একটা প্লাকেট-'আই অ্যাম হোমলেস। প্লিজ হেল্প।'

-"অ্যাই কি হলো?" স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায় জনসন।

জনসন তার স্ত্রীর দিকে ফিরে মুচকি হাসেন। স্ত্রীর হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন-"আমি খুব লাকি। দেরি করে হলেও তোমার মত জীবন সঙ্গী আমি খুঁজে পেয়েছি।"

জনসন এক চামচ খাবার নিয়ে ভেরোনিকার মুখে দেন। ভেরোনিকা হাত দিয়ে টেবিল ন্যাপকিন তুলতে গিয়ে জনসনের গ্লাসটি উল্টে পড়ে যায়। সোনালী

শ্যাম্পেন টেবিলের উপর দিয়ে গড়িয়ে জনসনের গায়ে গিয়ে পড়ে। একজন ওয়েটার ছুটে আসে। ভেরোনিকার চোখে মুখে একটা অপরাধবোধ। জনসন যদিও খুব একটা বিরক্ত হয় না। এরকম তো হতেই পারে। সে তাড়াতাড়ি ওয়াশবেসিনের দিকে যায়।

ফিরে এসে জনসন কথা বলতে বলতে খেতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জনসনের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, ঘাড়ের কাছটা চুলকাতে থাকে আর শ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে। একবার জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। মুখ থুবড়ে টেবিলের উপর পড়ে যায়। চারপাশের লোকজন ছুটে আসে।

******

১৯৮২, জুলাই মাস। মেইন গেটের সামনে প্রখর রুদ্র এসে একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ডঃ হাজরা তার ছোট্ট মতন অলিভ গ্রিন সেকেন্ড হ্যান্ড হোন্ডা জেড গাড়িটা নিয়ে এসে থামেন। গাড়ির বেশকিছু জায়গায় রঙ চটে গেছে। ডঃ হাজরাই ব্যবহার করছেন গত পাঁচ বছর ধরে। ডঃ হাজরা ইশারা করতেই প্রখর রুদ্র গাড়িতে উঠে বসে।

প্রখর রুদ্র আর আগ্রহ ধরে রাখতে পারে না-"স্যার, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

ডঃ হাজরা যেন তখনও অন্যমনস্ক-"হুম...হ্যাঁ বলা হয়নি না? আমরা যাচ্ছি জনসন সল্কের বাড়ি। ফিলাডেলফিয়া।"

-"তিনি কে, স্যার?"

-"আমেরিকার একটি বড় ওষুধ তৈরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। একসময়ে আমার কাজে গাইড করেছিলেন। আমার রিসার্চকে ফান্ড দিয়েছিলেন। জনসন নিজের কোম্পানির বিরাট একটা লভ্যাংশ নতুন নতুন ওষুধের সন্ধানে লেগে থাকা বিজ্ঞানীদের পিছনে ব্যয় করতেন। ওঁর মূল লক্ষ্য ছিলো, কম মূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ওষুধ উপলব্ধ করা। কিন্তু ১৯৮০ এর পর থেকে সব পাল্টে গেলো..."

-"কেন স্যার? ১৯৮০ তে কি হয়েছিলো?"

ডঃ হাজরা স্টিয়ারিং-এর উপর একহাত রেখে আর একহাত দিয়ে লাইটার বের করে সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। গাড়ীর গতির সাথে পাল্লা দিয়ে সে ধোঁয়া জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো। দুপাশে খোলা সবুজ মাঠ, মাঝে মাঝে কিছু ছোট ছোট গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। কয়েক কিলোমিটার অন্তর অন্তর কিছু একতলা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভুট্টার খেত।

ডঃ হাজরা জোরে একটা সিগারে টান দিলেন-"ডঃ আনন্দ মোহন চক্রবর্তীর নাম শুনেছো?"

প্রখর রুদ্র একটু ভেবে বলে ওঠে-"সালটা সম্ভবত ১৯৭০ কি ১৯৭১। ডঃ আনন্দ মোহন চক্রবর্তী ল্যাবে নতুন ওয়েল ইটিং ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দিলেন। এর আগে পর্যন্ত ওয়েল-মেটাবোলাইজিং ব্যাকটেরিয়ার চারটি আলাদা স্পিসিজ ছিলো, কিন্তু সবকটার ব্যবহারিক দিকে সমস্যা ছিলো। ডঃ চক্রবর্তী জেনেটিক ক্রস লিঙ্কিং -এর নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে চারটির পরিবর্তে একটি নতুন ব্যাকটেরিয়ার

জন্ম দিলেন, যা সমুদ্রের উপরে ভেসে থাকা তেলের অণুগুলোকে আরো কম সময়ে ভেঙে দিয়ে সমুদ্রের সারফেসকে তেলমুক্ত করতে অনেক বেশি সক্ষম । জীব বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক মাইল ফলক। ছোটবেলায় পেপারে আমি পড়েছি ওনার কথা কোলকাতায় বসে। কিন্তু তাতে কি?"

ডঃ হাজরা একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন-"ঠিক যতটা এটা একটা মাইল ফলক ঠিক ততটাই এটা একটা অভিষাপ। চিকিৎসার বিজ্ঞানের অভিষাপ!"

-"কেন?"

-"আমেরিকার পেটেন্ট ল অনুয়ায়ী কোনো জীবিত প্রাণী বা ব্যাকটেরিয়ার পেটেন্ট নেওয়া যেত না। তাই চক্রবর্তীর দাবি প্রথমে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চক্রবর্তী বনাম ডায়মন্ড কেসে ১৯৮০ সালে সুপ্রিম কোর্টে ৫-৪ ভোটে আনন্দ মোহন জিতে গেলেন আর এই ব্যাক্টেরিয়াটিই হল পৃথিবীর প্রথম পেটেন্ট করা কোনো জীবিত জীব।"

প্রখর রুদ্র একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল-"তাতে সমস্যা কি? উনি আবিষ্কার করেছেন যখন পেটেন্ট নেবেন তাতে সমস্যা কি?"

-"পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এই একটি ফাংগাস থেকে কত রকমের অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়েছে তুমি নিশ্চিত জানো। পেনিসিলিয়াম যদিও প্রকৃতিতে থেকেই প্রাপ্ত, ল্যাবে কৃত্রিমভাবে উদ্ভাবন করা নয়। কিন্তু ভেবে দেখো আলেকজান্ডার ফ্লেমিং বা কোনো কোম্পানি যদি পেটেন্ট করে নিতো, তাহলে কি

সে নিয়ে এতো গবেষণার সুযোগ থাকতো? তখন কি একটি মাত্র ফাংগাস থেকে এতো রকম অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হত? হত না। আর ঠিক এখানেই সমস্যাটা। ১৯৮০তে আইন পাশ হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার লিভিং অ্যারগানিজমের পেটেন্ট বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিগুলো করিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে যে শুধু ব্যাক্টেরিয়া বা ভাইরাস আছে সেটা ভাবা ভুল। মানুষের বিশেষ টিস্যু থেকে শুরু করে এমনকি বিশেষ জিন বা রক্ত কোষিকাও আছে। অর্থাৎ এই জিনিসগুলোর কোনোটাতেই যে কেউ আর আগের মতো স্বাধীনভাবে গবেষণা করতে পারবে না।"

প্রখর রুদ্র মাথা নামিয়ে বলল-" বুঝলাম। আগে যে জীব বিদ্যার বিরাট একটা গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ইউনিভার্সিটিগুলোর রিসার্চ প্রোগ্রাম থেকে প্রায় বিনামূল্যে আসতো সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল?"

ডঃ হাজরা গাড়ীর অক্সিলারেটরে চাপ বাড়ালেন-"একদম। একটা নতুন প্রতিষেধক তো আর একদিনে তৈরি হয় না। সেটা নিয়ে অনেকদিন ধরে অনেক লোক রিসার্চ করে। সেসব পরীক্ষা ব্যর্থ হলেও জনগণকে তার টাকা দিতে হয় না। কিন্তু এখন? এখন ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের ব্যর্থ হওয়া ট্রায়ালগুলোর আর্থিক ক্ষতি ওষুধের দামের সাথে যোগ করবে। আমি ভবিষ্যতে এরকম দিন দেখতে পাচ্ছি প্রখর, যখন মানুষকে সোনার দামের সমান দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। আর কেই বা বলতে পারে যে সব ব্যাকটেরিয়ার পেটেন্ট নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে তাদের কোনোটায় মারণ রোগগুলোর প্রতিষেধক লুকিয়ে নেই? কিন্তু আইনত ওগুলো ঐ কোম্পানিগুলি ছাড়া আর কেউই কাজ করতে পারবে না। গত দুবছরে

আমেরিকায় ওষুধের দাম বেড়ে গেছে বেশ অনেকটাই। ভবিষ্যতে কোনো তৃতীয় বিশ্বের দেশ ওষুধ তৈরির পদ্ধতি জানলেও কম খরচায় বানাতে পারবে না, এই কোম্পানিগুলো থেকে চড়া দামে কিনতে হবে। চিকিৎসা পদ্ধতি দিনকে দিন খরচবহুল হয়ে উঠবে। আর এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই জনসন একবছর ধরে ক্যাম্পেন করছে। এবছর কোর্টেও যাবে ঠিক করেছিলো।

প্রখর রুদ্র একটু আশ্চর্য হয়-"সরি, আমি বুঝলাম না। জনসন তো বললেন ওষুধ কোম্পানির মালিক। তাহলে সে পেটেন্ট আঁটকাতে কেন চাইবে। এতে তো তার আরো ক্ষতি। তাই নয় কি?"

ডঃ হাজরা মুখের সিগারে একটা শেষ টান দিয়ে বাইরে ফেলে দেন। একটু মুচকি হেসে বলেন-"জনসনকে তুমি চেন না। তার কাছে ব্যবসার থেকে মানব কল্যাণই বড় কথা। আর জনসনের পদবিটা খেয়াল করনি বোধহয়? জোনস সল্কের বংশধর। সেই জোনস সল্ক যিনি পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছেন। তিনিও তো চাইলে পেটেন্ট নিয়ে টাকা ইনকাম করতেই পারতেন। তা কিন্তু তিনি করলেন না। তার কাছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। জনসনও একই রকম। নিজের ওষুধের কোম্পানির লভ্যাংশ ব্যয় করতেন নতুন গবেষণার কাজে। তার কোম্পানিও যদিও শেষ দুবছরে বেশ কিছু পেটেন্ট নিয়েছে। কিন্তু ব্যাক্তিগতভাবে সে এসবের বিরুদ্ধে। কিন্তু একজনের কথায় তো আর এতো বড় কোম্পানি চলে না!"

প্রখর রুদ্র চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দেশে এখনো কত মানুষ পোলিও আক্রান্ত হয়, তাদের সারাটা জীবন পঙ্গু হয়েই কাটিয়ে দিতে হয়। খোলা চোখে সে স্বপ্ন দেখে জোনাস সল্কের আবিষ্কার একদিন তার দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দেবে। রারিতান নদীর উপরের বাসিলোন ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে। সামনের নীল আকাশে সাদা মেঘেদের জমা হয়েছে।

ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-"ব্রীজটা পার হলে তোমার পালা হে। আমি বেশিক্ষণ গাড়ি চালাতে পারি না একটানা । সেইজন্যই তোমাকে নিয়ে আসা!"

******

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ডঃ হাজরার সবুজ গাড়িটা একটা বড় হসপিটালের সামনে থামে। ইতিমধ্যেই হসপিটালের বাইরে বেশ ভিড়। ডঃ হাজরা এগিয়ে যেতেই একজন পুলিশ বাধা দেয়-"ভিতরে যাওয়া যাবে না।"

ডঃ হাজরা তার আই-কার্ডটা বের করে দেখান-"ডঃ হাজরা। প্রফেসর, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি। জনসনের সেক্রেটারি মিচেল আমায় কল করেছিলেন।"

পুলিশটি বলে-"আসুন স্যার, এদিকে।"

সামনের রিসেপশানটা বাঁ হাতে রেখে ডানদিকে ঝকঝকে সিঁড়ি দিয়ে তিনজন উঠে যায়। দুতলায় একটা লম্বা প্যাসেজ আর দুই দিকে সারি সারি রুগীদের কেবিন। প্যাসেজ দিয়ে নার্স আর কেয়ার টেকাররা ঘোরা ফেরা করছে। কিছু ডাক্তার এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকের একটা কেবিনের সামনে বেশ জটলা। পুলিশটি নিচু স্বরে বলল-"জনসন সাহেব ওখানেই...মানে আর কি মারা গেছেন।"

/chitragupto

ডঃ হাজরা ওদিকে পা বাড়াতেই পুলিশটি তার হাত ধরে টেনে বাম দিকে টেনে নেয়-"আজ্ঞে, মিচেল এদিকে..." ডঃ হাজরা ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারে না। পুলিশটি তাদের একটা ডাক্তারের কেবিনের সামনে নিয়ে আসে। ঘরে মধ্যে এক অনুর্ধ তেইশ দীর্ঘাঙ্গী মহিলা দরজার দিকে মুখ করেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। তিনজনকে ঘরের মধ্যে দেখতেই ইশারায় পুলিশটিকে বাইরে যেতে বলল-"যতক্ষণ আমরা কথা বলছি কেউ যেন ভিতরে না আসে।" পুলিশটি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। মহিলা দরজাটি একবার ভালো করে পরীক্ষা করে নেয়- না, ভালোভাবেই আঁটকানো আছে।

মহিলাটি টেবিলের উপর নিতম্বে ভর দিয়ে ডঃ হাজরার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। প্রখর রুদ্র এবার মহিলাটিকে ভালো করে দেখে- হাঁটু পর্যন্ত শ্যাওলা রঙের স্কার্ট, ঘিয়ে রঙের সিল্কের ফুল শার্ট, গলা থেকে খাঁটো করে বাঁধা কালো টাই, সোনালী কোঁকড়ানো চুল, পুরু লাল ঠোঁট। মহিলার পায়ের পাতা পর্যন্ত কালো স্টোকিং আর পায়ে লাল হিল জুতো। একবারে দেখলে চোখ ফিরানো মুশকিল। তবে এখন মহিলার চোখগুলো যেন বড় বেশি অস্থির।

মহিলাটি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ডঃ হাজরার দিকে অফার করলেন। কিন্তু ডঃ হাজরা প্রত্যাখ্যান করলেন। মহিলাটি সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটের কোনায় রাখলেন-"আমি মিচেল। জনসনের সেক্রেটারি। আজ সাত সকালে ফোন করে এভাবে আপনাকে এখানে ডেকে আনার জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত ডঃ হাজরা।"

/chitragupto
free.banglapdf.net

-"আপনি না ডাকলেও আমি আসতাম, মিচেল। জনসন খারাপ সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিয়েছে। আমাদের বয়সের ফারাক হয়তো বেশ অনেকটা, প্রায় কুড়ি। কিন্তু তাও জনসনের মতো মানুষের মৃত্যু খবর পেয়ে আসবো না তাকি হয়? আমরা কি এবার জনসনকে দেখতে যেতে পারি?"

মিচেলকে আরো বেশি চিন্তিত দেখায়, সিগারেটের ছাইটা অ্যাশট্রে তে ফেলে দুই আঙুলের ফাঁকে রেখে উঁচু করে ধরে-"হ্যাঁ। মৃত্যু। জনসন যে আপনাকে কতটা বিশ্বাস করতেন সে আপনি না বললেও আমি শেষের দিনগুলো তে বুঝতে পারছিলাম।"

-"মানে?"

-"মানেটা খুঁজতেই তো এখানে আপনাকে ডাকা ডঃ হাজরা। তার আগে একটা ছোট্ট কাজ বাকি।ছয় মাস আগে একটা উইল বানিয়েছিলেন উনি। তাতে ওনার ব্যাঙ্কের বিরাট একটা টাকার সুদ আপনি পাবেন। শর্ত একটাই- তা আপনি আপনার রিসার্চের কাজে লাগাবেন আর রিসার্চ সাকসেসফুল হলে আপনি সেটা পেটেন্ট করবেন না।"

ডঃ হাজরা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কি বলবেন বুঝতে পারেন না। তারপর আমতা আমতা করে বলেন-"শেষের শর্তটা জনসন না রাখলেও পারতো। এতোদিন ধরে ওনাকে চিনতাম, উনি না বললেও ওনার টাকায় রিসার্চ করে নিজের নামে পেটেন্ট করাতাম না!"

মিচেল বলল-"আইনের ব্যাপারগুলো মিটলে আপনি আপনার এবছরের ফান্ড পেয়ে যাবেন। এবার যে কারণে আপনাকে এখানে ডাকা," মিচেল সিগারেটের ফিল্টারটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দেয়-"মাস খানেক ধরেই ওনার কাছে হুমকির ফোন আসছিলো। আপনি হয়তো জানবেন, মিঃ জনসন অনেক পাবলিক ফোরামেই, টিভি, সংবাদ পত্রে লিভিং অর্গানিজমের পেটেন্টের বিরোধী কথা বার্তা বেশ জোরালো ভাবেই বলছিলেন। পরের মাসেই কোর্টে এই সব পেটেন্টের দাবি খারিচ করতে কেস করবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন। অনেকেই ব্যাপারটা ভালো চোখে নিচ্ছিলো না।"

ডঃ হাজরা বাধা দিয়ে ওঠেন-"কোনো প্রতিপক্ষ ওষুধ কোম্পানি?"

মিচেল যেন একটু বিরক্ত হল-"নিজের ঘরে শত্রু থাকতে আর বাইরে থেকে কারুর কি দরকার! বোর্ড অফ ডিরেক্টরস সবাই ওনার বিপক্ষে। নিতান্ত ওনার বংশ পরিচয় আর কোম্পানির একটা সিংহভাগ অংশিদারিত্ব ওনার নামেই বলে, কেউ সরাসরি কিছু বলতে পারে না। সেটা স্যারও জানতেন। তাই তো বলেছিলেন, হঠাৎ করে যদি উনি মারা যান, তা সে যত স্বাভাবিকই হোক না কেন, আপনাকে যেন আমি খবর দিই। আপনার আসার আগে যেন আমি কোনো ভাবেই ওনার দেহ সমাধিস্থ হতে না দিই। সেই কারণেই আপনাকে ডাকা।"

মিচেলের একের পর এক কথা শুনে ডঃ হাজরা একরকম হতবাক। প্রথমে রিসার্চের টাকা এবার অস্বাবিক মৃত্যুর আশঙ্কা! ডঃ হাজরার যেন সব কিছু কিরকম গুলিয়ে যেতে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন-

-"এখানে আমি কি করতে পারি, সেটাই যে আমি বুঝলাম না।"

-"সেটা আমি জানি না ডঃ হাজরা! মিঃ জনসন বলেছিলেন হঠাৎ করে মারা গেলে আপনাকে একটা খবর দিতে। উনি বলেছিলেন, আপনার নাকি মেডিকেল ড্রাগ আর জীববিদ্যায় অসম্ভব জ্ঞান। তাই স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও যেন আপনাকে ডেকে পাঠাই সেই নির্দেশ ছিলো। এবার আপনি যা বোঝেন, বেশি সময় নেই।"

এতক্ষণ প্রখর রুদ্র চুপ ছিলো। এবার সে একটা প্রশ্ন কিছুতেই না জিজ্ঞাসা করে পারেনা-"জনসন কি শেষের দিকে কাউকে বিশ্বাস করতেন না?"

মিচেল একটা দায়সারাভাবেই উত্তর দিলো-"হ্যাঁ, তেমন কাউকেই করতেন। ওনার স্ত্রী আর আমাকে ছাড়া আর কাউকেই তেমনই বিশ্বাস করতেন না। আসলে হুমকির বেনামী চিঠিগুলো আর কি..."

প্রখর রুদ্র মাঝপথে থামিয়ে দিলেন-"স্ত্রীকে বিশ্বাসের কারণটা বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে বিশ্বাসের কারণটা বুঝলাম না তো? আপনি তো অফিসের সেক্রেটারি ছিলেন?"

মিচেল যেন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সে টেবিলটা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়-"কী...ক...ই... বলতে চাইছেন আপনি। ড্যা...স্যার ইউজড টু বিলিভ মি। আমাকে বিশ্বাস করতেন, তো করতেন।" মিচেল এবার ডঃ হাজরার দিকে ফিরে বললেন-"দেখুন, আর বেশি দেরি করা যাবে না। আপনি তাড়াতাড়ি দেখে নিন।" মিচেল দরজাটা খুলে বাইরের দিকে নির্দেশ করলো।

তিনজন দরজা দিয়ে বেরিয়ে উল্টো দিকের কেবিনটার দিকে চলে যায় –

যেখানে ভিড়ের একটা জটলা দেখা যাচ্ছিলো। ডঃ হাজরা ঘরে ঢোকার মুখে কয়েকজন পারিবারিক বন্ধুদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখলেন বেডের উপর জনসনের নিথর দেহটা শোয়ানো আছে। পাশেই একটা চেয়ারে বসে একজন বছর ত্রিশের ভদ্রমহিলা কেঁদে চলেছেন। কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল হয়ে গেছে। পরণে একটা দামী কালো সোল্ডার প্যাড ড্রেস, হাঁটু পর্যন্ত চাপা কালো স্কার্ট, গলায় দামী মুক্তার মালা। পাশে একজন লোক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মিচেল গলা নামিয়ে বলল-"স্যারের বৌ।"

ডঃ হাজরা আরো গলা নামিয়ে প্রখর রুদ্রের কানের কাছে গলা নামিয়ে বলল- "গতবছর শুনেছিলাম জনসন একজন কম বয়সী মহিলাকে বিবাহ করেছে। কিন্তু তা বলে এতো বয়সের ফারাক ভাবিনি!"

জনসনের অফিসের কয়েকজন আশেপাশেই ঘোরা ফেরা করছে। মৃতদেহে রাইগার মর্টিস ধরে গেছে অনেকক্ষণ হয়েছে। জনসনের বুকের উপর তিনখানা লিলি ফুলের স্তবক রাখা। ডঃ হাজরা মিচেলকে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন-"কী হয়েছিল?"

মিচেল বাইরের দিকে নির্দেশ করলো। বাইরে এসে সে বলতে শুরু করে- "কাল ওনার প্রথম বিবাহ বার্ষিকী ছিলো। কাল রাতে এখানকার বিখ্যাত থাই রেস্টুরেন্ট '(জ্যা)আহান-থি-ডি'তে ডিনার করতে যান। সেখানেই ওনার হঠাৎ করে Anaphylaxis অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয়। ওনার পি-নাটে অ্যালার্জি ছিলো। রেস্টুরেন্টের খাবারের থেকেই আর কি অ্যাটাকটা হয়। ওখানেই মাথা ঘুরে পড়ে যান, শ্বাস কষ্ট তীব্র হয়ে ওঠে আর সারা গায়ে হাতে র‍্যাশ বেরিয়ে যায়।

ভেরোনিকাই তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে নিয়ে আসে। আমি তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছাই। আমি এসে দেখি তখনও উনি বেঁচে। কিন্তু যেন শ্বাস কষ্ট চরমে, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠে আর যেন ঘেমে যাচ্ছিলেন। ডাক্তাররা ব্লাড প্রেশার মেপেছিলেন। বলছিলেন খুব বেশি। কৃত্রিম শ্বাস যন্ত্রের ব্যবস্থা করছিলেন কিন্তু তার আগেই..."

ডঃ হাজরা একটু চিন্তিত মুখে বলল-"হুম। অস্বাভাবিক তো কিছুই বুঝছি না। দুর্ঘটনা ঘটে গেছে একটা। আসলে অনেক থাই ফুডেই পি-নাট ব্যবহৃত হয়। জনসনের সাবধান হওয়া উচিৎ ছিলো। একবার এখানকার ডাক্তারের সাথে কথা বলা যায়?"

মিচেল কিছুটা পথ দেখিয়ে একটা কেবিনের সামনে দাঁড়ায়। দরজার বাইরে লেখা –'ডাঃ এম. উইলসন'।ভীতরে ঢুকেই মিচেল বলে-"ডাঃ উইলসন, উনি মিঃ জনসনের পুরানো বন্ধু। মিঃ জনসনের শেষ সময়ে আপনিই পাশে ছিলেন, তাই উনি আরকি কিছু জানতে চান।"

ডাঃ উইলসন সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকান-"কেন? কী দরকার?"

ডঃ হাজরা বলেন-"ডাক্তারবাবু, জনসনকে শেষ দেখাটাও দেখতে পেলাম না। বেচারা জনসন। কতবার পই-পই করে বলেছিলাম বাইরের জিনিস খাবি না। কে শোনে কার কথা! দেখুন দেখি এবার বিপদখানা।" মাথায় দুই হাত দিয়ে ডঃ হাজরা টেবিলে বসে প্রলাপ বকতে থাকেন। মিচেল হঠাৎ করে ডঃ হাজরার এহেন পরিবর্তনে একটু অবাক হয়। প্রখর রুদ্র যদিও বুঝতে পারে, ডঃ হাজরা আসলে

আসলে ডাঃ উইলসনের থেকে গায়ে পড়ে সহানুভূতি পেতে চাইছেন।

ডঃ হাজরা বলে চলেন-"দেখুন দেখি শেষমেষ কিনা লোকটা অ্যালার্জির অ্যাটাকে মারা পড়লো!"

ডাঃ উইলসন একটু থমথমে মুখে বললেন-"কী আর করবেন বলুন! ওনার একটু সাবধানী হয়ে খাওয়া উচিৎ ছিলো। বাদামে যখন এতোটা মারত্মক অ্যালার্জি তখন..."

ডঃ হাজরা মাঝপথেই কেঁদে ডাঃ উইলসনের হাত জড়িয়ে ধরলেন-"আচ্ছা, ও যখন এসেছিলো তখনও কি কথা বলতে পারছিলো?"

-"না। শ্বাস কষ্টে অবস্থা খারাপ। চোখ মুখ লাল হয়েছিলো। রক্তচাপ খুব বেশি ছিলো। নাড়ীর গতি দ্রুত ও অনিয়মিত ছিলো। আর খুব ঘামছিলেন।"

ডঃ হাজরা গলা তুলে কাঁদতে শুরু করলেন-"বেচারা জনসন, সময় মতো অ্যাড্রিনালিন পেলো না , না হলে বেঁচে থাকতো আজ সে।"

ডাঃ উইলসন ডঃ হাজরার হাতের উপর হাত রেখে বললেন-"বিশ্বাস করুন, আপনার বন্ধুকে বাঁচানোর সব চেষ্টা আমি করেছি। উনি আসার সাথে সাথেই আমি এপিনেফ্রিন দিয়েছিলাম।কিন্তু..."

ডঃ হাজরা সটান উঠে দাঁড়ালেন, তার গলার কান্নাকান্না ভাবটা কেটে গিয়ে এখন গলা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ-"ইন দ্যাট কেস ডাঃ উইলসন উই ওয়ান্ট অ্যা পোস্ট মর্টেম।"

ডাঃ উইলসন একটু থতমত খেয়ে গেলেন-"কেন? কেন? ডেথ

সার্টিফিকেট তো দিয়ে দিয়েছি।"

ডঃ হাজরা মৃদ্যু হেসে বলল-"আপনার এপিনেফ্রিন কেন কাজ করেনি সেটা জানতে হবে না?"

-"কী বলতে চান কী আপনি? আমি মিথ্যে বলছি? আমি এপিনেফ্রিন জেনে বুঝে দিইনি বলতে চান?"

ডঃ হাজরা টেবিলের উপর চাপড় দিয়ে ওঠেন-"না, ডাঃ উইলসন। আমার ধারণা মিঃ জনসন অ্যালার্জি অ্যাটাকে মারা যাননি, মারা গেছেন এপিনেফ্রিনের ওভার ডোজের কারণে!"

-"কী যাতা বলছেন?

-"আপনিও জানেন আমিও জানি; এপিনেফ্রিন যদি দিয়েই থাকেন, তাহলে আর যাই হোক শ্বাসকষ্ট জনিত অ্যার্জিক অ্যাটাকে কেউ মারা যাবে না। দেন দেয়ার ইজ ওয়ানলি ওয়াল পসিবিলিটি! দেখুন ডাঃ উইলসন পোর্ট মর্টেম হচ্ছেই। আপনি সে যাই করুন।" ডঃ হাজরা মিচেলের দিকে ফিরে বলেন-"মিচেল, প্লিজ কল দ্য কপ।"

ডাঃ উইলসন ততক্ষণে ঘেমে উঠেছেন। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে বললেন-"দেখুন, আপনি ভুল বুঝছেন। এটা জাস্ট একটা এক্সিডেন্ট। এরকম হাইপার অ্যালার্জিক অ্যাটাকে মাঝে মাঝে এক আধটা কেসে এপিনেফ্রিনের ওভারডোজ হয়ে যায়। এটা ইচ্ছাকৃত নয়। কম বয়সী হলে তাও ধাক্কাটা সামলে নেয়, কিন্তু বেশি বয়সী হার্টে পেসেন্ট হলে রিস্ক হয়েই যায়। আর মিঃ জনসনের মেডিকেল হিস্ট্রি

বলছে ওনার হার্টের সমস্যা ছিলোই। তাই তো হার্ট ফেল করে দুর্ঘটনাটা...”

মিচেল এবার চেঁচিয়ে ওঠে-“ইউ স্‌ইন, হার্ট ফেল করে যদি মারা গিয়ে থাকে ডেথ সার্টিফিকেটে অ্যালার্জিক অ্যাটাক লিখলেন কেন? আর কোনো কথা শুনতে চাই না। দুর্ঘটনা কি খুন সেটা পুলিশই খুঁজে দেখবে।”

ততক্ষণে বাইরে থেকে দুজন পুলিশ চ্যাঁচামেচি শুনে ভিতরে আসতেই মিচেল তাদের পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ডাঃ উইলসনকে গ্রেপ্তার করে। জনসনের দেহ কফিনে করে হসপিটাল থেকে সরকারী মর্গের দিকে রহনা দেয়। বাইরে ততক্ষণে ভিড় উপচে পড়ছে। বিভিন্ন খবরের ও টিভির চ্যানেলের রিপোর্টাররা জমা হয়েছে। সবাই মিচেল ও ভেরোনিকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে শুধু একটা বাইট পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোম্পানির প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডরা কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয় না। ভেরোনিকা, মিচেল আর কিছু পারিবারিক বন্ধুরা পর পর কয়েকটা গাড়ীতে উঠে পড়লেন; প্রখর রুদ্র আর ডঃ হাজরা নিজেদের সবুজ হোন্ডা জেড গাড়ীতে চেপে বসলেন।

******

পরের প্রায় একমাসে খবরের কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে জনসনের মৃত্যুর ব্যাপারে ছাপা হতে থাকে। এরমধ্যে বেশ কিছু লোকজনই জনসনের সমর্থনে রাস্তায় নেমে পেটেন্টের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। যদিও বেশিরভাগ সাধারণ নাগরিকেরই এই পেটেন্ট ল-এর ফলে আগামী বিশ্বে ওষুধ ও চিকিৎসা কি বিপুল ব্যয় বহুল হতে চলেছে তার কোনো ধারণা নেই বলেই হয়তো ভীড় কোথাও জনা দুইশোর বেশি ছাড়ায়নি। বেশ কিছু ডাক্তাররা যদিও জনমানসে সচেতনা বৃদ্ধি

করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই সুদূরের ভবিষ্যৎ দেখতে অক্ষম বলেই বোধহয় ধীরে ধীরে প্রতিবাদও স্তিমিত হয়ে পড়ছে।

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে প্রামাণিত হয়েছে এপিনেফ্রিনের ওভার ডোজের জন্যই মিঃ জনসনের হৃদস্পন্দন অনিয়মিত ও দ্রুত হয়ে পড়ে। আর জনসনের মত একজন হার্ট পেসেন্টের পক্ষে সেটা সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। কোর্টে এই ভুল যে ইচ্ছাকৃত তা প্রমাণ হয়নি, তাই ডাঃ উইলসনের ডাক্তারি ডিগ্রীটুকুই বাতিল করে তাকে ছেড়ে দিয়েছে কোর্ট। ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্র আরো কিছু দিন ফিলাডেলফিয়াতে থেকে যায়- সব কিছু মিটে রিসার্চের ফান্ডটা পেতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। সেটা নিয়েই তিনি ফিরবেন। জনসনের কোম্পানির অংশিদারিত্বের সমান দুই ভাগ করে একভাগ ভেরোনিকা ও অন্যটা মিচেলকে দিয়ে গেছেন।

এর মধ্যে মিচেল আর প্রখর রুদ্রের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ সন্ধ্যেবেলাতে প্রখর রুদ্র মিচেলকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেছে। তারা আজকে সেই একই থাই রেস্টুরেন্ট '(জ্যা)আহান-থি-ডি'তে খেতে এসেছে। প্রখর রুদ্র একবার মিচেলের দিকে চোখ তুলে দেখে- না, আজ তাকে আর বিধস্ত লাগছে না; আজ অনেক হাসিখুশি। প্রখর রুদ্র জিজ্ঞাসা করে-"তাহলে কি অর্ডার দেওয়া যায়?"

মিচেল মুচকি হেসে বলে-"পাড-ক্রপো-মু-শাপ"

-"এটাই তো রিপোর্টে লেখা ছিলো মিঃ জনসনও খেয়েছিলেন?"

-"সেইজন্যই তো খেতে চাই,"মিচেল একটু সতর্ক হয়ে বলে-"আপনার কি বাদামে অ্যালার্জি আছে? তাহলে না হয় অন্য কিছু বলি?"

প্রখর রুদ্র হেসে বলে-"না, আমার এসব কিছু নেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলে দুপ্লেট পাড-ক্রুপো-মু-শাপ এসে যায়। দুজনে খেতে শুরু করে- আহা! স্বর্গীয় সে স্বাদ! প্রখর রুদ্র একটু চোখ তুলে দেখে-"মিচেন, ইউ আর রিয়েলি স্ট্রোং ওম্যান।"

-"কেন?"মিচেলের দ্রুত প্রশ্ন।

-"খুব কম মেয়েই বোধহয় আছে যে তার বাবার মৃত্যুতেও না কেঁদে থাকতে পারে!"

মিচেলর গলায় চিকেনের গ্রেভি আঁটকে যায়, সে কাশতে শুরু করে-"হোয়াট ডু ইউ মিন?"

প্রখর রুদ্র জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়-"মিঃ জনসনের চোখের রঙ সবুজ, তোমারও তাই; কানের লতির শেষ অংশ দুজনেরই বেশ লম্বাটে। মনে আছে মিঃ জনসনের অফিসে ওনার কম বয়সের ছবি আপনি দেখিয়েছিলেন? সেই কম বয়সের ছবি দেখলে দুজনের মুখের মিলও ভীষণ কাছাকাছি, সেটা ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। যে অনাথ আশ্রমে আপনি বড় হয়েছেন সেখানে মিঃ জনসন ফান্ড দিয়েছেন নিয়মিত। আপনি সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি চলে যেতেই, অনাথ আশ্রমের জন্য মিঃ জনসনের ফান্ডও হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়। আমি কারুর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে চাইনা! কিন্তু এতো লুকোছাপা কেন সেটাই জানার ইচ্ছে ছিলো? সেই জন্যই প্রথমদিন উত্তেজনায় 'ড্যাড' বলতে গিয়েও থেমে যান?

মিচেল চামচ নামিয়ে রাখে, রুমাল দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নেয়। কিছুটা ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে-"আমার মা প্রথম জীবনে মিঃ জনসনের সাথে বেশ কিছু দিন ছিলেন। তারপর ড্যাড পড়াশুনা করতে যখন ইউরোপ চলে যান, তখন আমি মায়ের পেটে। আমার জন্মের পরে মায়ের জীবন আরো দূর্বিষহ হয়ে ওঠে! আমাকে বাঁচাতে মাকে দেহ ব্যবসায় নামতে হয়। মায়ের দেহে জমা হতে থাকে একের পর এক জটিল যৌনরোগ। ড্যাড যখন ইউরোপ থেকে ফিরলেন তখন মা মৃত্যু শয্যায়। ড্যাড আমার কথা আগে জানতেন না। ফিরে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, কিন্তু যৌনকর্মীর মেয়েকে নিজের নাম দিতে চাইলেন না। কিন্তু বাবার দায়িত্ব এড়ালেন না। প্রথমে অনাথ আশ্রমে তারপর ইউনিভার্সিটি। গত বছর বাবা ভেরোনিকাকে বিবাহ করলেন, ওঁরা কোনো একটা মেডিকেল কনফারেন্সে একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়েছিলন। আমি ড্যাডের সমস্যা বাড়াতে চাইনি বলেই ইউনিভার্সিটির পর লস এঞ্জেলসে চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ড্যাড চাননি তাই সেক্রেটারি পদে যোগ দিতে বলেছিলেন। অগত্যা...

মিচেলের চোখ বেয়ে বেয়ে বড় বড় অশ্রু কণা ঝরে পড়তে থাকে। প্রখর রুদ্র বলে ওঠে-"আপনি কি জানেন ডঃ হাজরা কি নিয়ে রিসার্চ করছেন?"

এবার মিচেলের গলা দৃঢ় হয়, চোখ মুছে নেয়-"ধরুন জানি। আমি একজন বায়োকেমিস্ট, সেটা ভুলে যাবেন না। আর ধরুন জানি বলেই ড্যাডকে রাজি করিয়েছিলাম যাতে ডঃ হাজরার ফান্ডের কোনো সমস্যা না হয়। চলুন ওঠা যাক।"

দুজনে বিল মিটিয়ে বেরানোর আগে প্রখর রুদ্র ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করে-

-"আপনাদের ডিসটা অসাধারণ ছিল। একবার শেফের সাথে দেখা করা যায়?" ওয়েটারটি মৃদ্যু হেসে শেফকে ডেকে আনলেন। এক মোটাসোটা থাই ভদ্রলোক, টানা-টানা চোখ; এসে হাসি মুখে দাঁড়ালেন। প্রখর রুদ্র হাসি মুখে করমর্দন করে বললেন-"বাদাম জিনিসটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। সেটা নিয়ে এতো সুন্দর একটা ডিস...আমি তো বাদামের স্বাদই পেলাম না।"

থাই শেফের হাসিটা উধাও হয়ে গেলো-"বাদাম? নো, নো। ইউ মাস্ট বি রং। ঐ ডিসে বাদাম দেওয়াই হয় না। ওটা একটা পুরানো থাই ক্লাসিক রান্না। ফিউশন করলে করার যায়। কিন্তু আমরা ক্লাসিক থাই ডিসই খাওয়াতে পছন্দ করি ।"

প্রখর রুদ্রের চোয়াল শক্ত হল-"কোনোদিনই বাদাম ইউজ হয়নি? যেদিন ঐ ভদ্রলোক অসুস্থ হলেন?"

শেফ আরো বিরক্ত হলেন-"খামোখা আমার রেস্টুরেন্টের নাম খারাপ করতে কেন যাবো! আমি ঐ ডিসে কোনোদিন বাদাম দিই নি।"

এবার পিছন থেকে ওয়েটারটি এগিয়ে আসে-"না স্যার। শেফ ঠিক বলছেন। সেদিন অর্ডার দেওয়ার সময়ে ঐ ভদ্রলোক তিনবার আমাকে বলেছিলেন কোনো খাবারে যেন বাদাম বা বাদামের তেল না থাকে। সেইজন্য তো তিন তিন বার অর্ডার চেঞ্জ হল। সেদিন কোনো খাবারে বাদাম ছিলো না, স্যার। আমি অর্ডার নেওয়ার সময়ও লিখে নিয়ে কিচেনে দিয়েছিলাম।"

প্রখর রুদ্র মিচেলের দিকে ঘুরে দাঁড়ান-"মিস্টেক! হিউজ মিস্টেক মিচেল।

এক্ষুনি থানায় যেতে হবে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখা দরকার। কিন্তু তার আগে দরকার ডঃ হাজরাকে।"

******

পরদিন সকালে পুলিশ নিয়ে মিচেল, ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্র হাজির হন জনসনের প্রাসাদসম ভিলাতে।বাড়িতে তখন ভেরোনিকা একাই আর কিছু চাকর বাকর। ভোরোনিকা একটা পাতলা মখমলে হাউজকোর্ট পরে বসার ঘরে আসেন-"কী ব্যাপার, আপনারা?"

ডঃ হাজরা যেন ভিতরে ভিতরে রাগে ফুঁসছিলেন-"সেটা তো আপনি বলবেন মিসেস ভেরোনিকা!"

-"মানে?"

-"মানে , সেদিন রেস্টুরেন্টে মিঃ জনসন বারবার খাবারে বাদাম দিতে বারণ করেছিলেন। তারপরও তার খাবারে বাদাম কিভাবে এলো?"

-"তা আমি কি করে জানবো? রেস্টুরেন্টে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন," ভেরোনিকা পায়ের উপর পা তুলে একটা নরম সোফার উপর বসে পড়ে।

-"গ্রেট। দেন লেট মি টেল ইউ। রেস্টুরেন্টের থেকে আমরা জিজ্ঞাসা করেই আসছি। ঐ দিন কেন, কোনো দিনই ঐ ডিসে কোনো বাদাম ব্যবহার হয়নি। নাও লেট মি গেস, আপনিই সুযোগ বুঝে খাবারে বাদাম মিশিয়েছিলেন। হ্যাঁ, অনেক থাই রান্নাতেই বাদাম একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকারণ, কিন্তু জনসন যেটা অর্ডার

দিয়েছিলেন এটায় নয়। আপনি চাইছিলেন যে জনসনের Anaphylaxis অ্যাটাকটা হোক! রাইট মিসেস সঙ্ক?"

ভেরোনিকা তাচ্ছিল্য ভরে বলল-"ইউ মাস্ট মি ম্যাড! পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট? রিমেম্বার? Anaphylaxis জন্য জনসন মারা যায়নি। গেছেন এপিনেফ্রিন ওভারডোজের কারণে।"

ডঃ হাজরা একটা চেয়ার টেনে ভেরোনিকার সামনে এসে বসলেন-"ইউ আর রাইট। অ্যান্ড আই মাস্ট সে দ্যাট ওজ এ মাস্টার স্ট্রোক! আপনার মতো মেডিকেল রিসার্চার ভালোমতই জানেন আমেরিকায় প্রত্যেক বছর বেশ কিছু লোক এপিনেফ্রিন ওভারডোজের জন্য মারা যায়ই, বিশেষ করে রুগী যদি হয় চেন স্মোকার, হার্ট পেসেন্ট। জনসন এই সবকিছুই ছিলো। তাই আপনিও এমন প্ল্যান বানালেন, যাতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ সামনে এলেও যেন আপনার নাম কখনই না আসে। ওয়েল প্লেড," ডঃ হাজরা ভেরোনিকার দিকে ঝুঁকে পড়ে-"ডাঃ উইলসন থেকে নার্স সবার সাথে কাল রাতে কথা হয়ে গেছে। হসপিটালে জনসনকে একটাই এপিনেফ্রিন শট দেওয়া হয়েছিলো। নাও প্লিজ এক্সপ্লেন জনসনের থাইতে দুটো ইঞ্জেকশনের সূঁচের ছিদ্র কি ভাবে এলো?"

ভেরোনিকা কিছুক্ষণের জন্য একটু থমকে যায়-"মা...মানে... আ ...আমি কিভাবে জানবো? হয়তো ডাঃ উইলসন মিথ্যা বলছেন!"

ডঃ হাজরা জোরে হেসে ওঠেন-"ডাঃ উইলসন অলরেডি শাস্তি পেয়ে গেছেন, তাই তার আর মিথ্যে বলার লজিক্যাল কোনো কারণ নেই। দুজন নার্সও কনফার্ম

কনফার্ম করেছেন। তা ছাড়া জনসনের মেডিকেশন চার্টও তাই বলছে। আমি বলি? প্রথম শটটা আপনি দিয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্সে বসে, যখন একা ছিলেন- সেই সুযোগে! আর দ্বিতীয় শটটা হসপিটালে ডাঃ উইলসন দিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় শটটার প্রয়োজন ছিলো না, আর ডাঃ উইলসনও জানতেন না প্রথম শটের কথা। বলা ভালো আপনিই জেনে বুঝে জানতে দেননি। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। কি বলেন?"

ভেরোনিকা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে যায়, তার কথা আঁটকে যায়-"আপনার কাছে...কি প্রমাণ আছে...আমার মোটিভ কি?"

ডঃ হাজরা থমথমে মুখে বলেন-"সরাসরি কোনো প্রমাণ নেই ঠিকই। কিন্তু মিঃ জনসন যখন হসপিটালে পৌঁছেছিলেন, ওনার বাম উরুর বাইরের দিকের প্যান্টে একটা শার্প কাট ছিলো। মানে আপনাকে ঠিকঠাক ইঞ্জকেশন দিতে হলে কাটতেই হতো। আপনার মতো একজন এটা ভালো ভাবেই জানেন এপিনেপ্রিন শিরায় বা মাসেলের মাঝে দিলে ঠিকঠাক কাজ করে না। বরং সেটা থাইয়ের মাংসল অংশেই দিলে কার্যকরী হয়। তাই সেই রিস্কটা আপনাকে নিতেই হতো। পুলিশের কাছে সেই প্যান্ট এখনো আছে। আর মোটিভ? বরং বলুন প্ল্যান! আপনাকে মিঃ জনসনের জীবনে জেনে বুঝেই পাঠানো হয়েছিলো। আমেরিকার অন্য একটি ওষুধ কোম্পানির থেকে। আপনি প্রত্যেক মাসেই কয়েকশ ডলার করে পাচ্ছেন, সেটা আজ সকালে আপনার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট চেক করেই পরিষ্কার। বাকি টা আপনি বলবেন? এবার আপনি একা জেলে যাবেন নাকি বাকিদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবেন সেটা আপনার উপর ছাড়লাম।"

ভেরোনিকা মাথা চেপে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ চুপ করে বলেন-"হ্যাঁ, একটি কোম্পানি আমাকে পাঠিয়েছিলো। ওরা গত দুই বছরে প্রায় সাড়ে তিনশো পেটেন্ট নিয়েছিলো। মিঃ জনসন যদি কোর্টে পেটেন্ট ল খারিচ করতে সমর্থ হতেন, তাহলে ওদের কোম্পানি একটা বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তো। সেই জন্যই একবছর আগে আমায় পাঠায়। একবছর ওয়েট করে ছিলাম ওর বিশ্বাস জেতার জন্য। শুধু ওদের দেওয়া কটা টাকায় তো আর সারা জীবন চলতে পারে না, তাই চাইছিলাম জনসনের কোম্পানির শেয়ারও যেন আমার নামে হয়ে যায়। তাই ওর উইল করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম।"

পিছনের পুলিশটা সমানে এগিয়ে আসেন-"মার্ডার উইপনটা?"

ভেরোনিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। প্রখর রুদ্র ভেরোনিকার দিকে ফিরে বলে ওঠে-"কথা বলার সময় আপনি তিনবার বেডরুমের দিকে তাকালেন, আপনার দৃষ্টি চকিত ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন। সঙ্গে দুবার বার ঢোঁক গিললেন। আই থিঙ্ক ওটা আপনার বেডরুমেই। কি বলেন?" পুলিশকে নিয়ে প্রখর রুদ্র ভেরোনিকার বেডরুমের দিকে চলে যায়। আলমারির মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ উদ্ধায় হয়।

******

চারদিন পর প্রখর রুদ্র ও ডঃ হাজরা ফেরার তড়জোড় করতে থাকে। মিচেলও ওদের ছাড়তে আসে। মিচেল ডঃ হাজরাকে ধন্যবাদ জানান আর তার গবেষণার ফান্ডের ব্যাপারটাও মনে করিয়ে দেন। গাড়ীতে ওঠার আগে

প্রখর রুদ্র দেখে রাস্তার পাশের দোকানগুলোর বাইরে খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা-"Dr. Hazra solved the mystery again!"

বিদায়ের পূর্বে মিচেল করমর্দন করার সময়ে প্রখর রুদ্রের হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট ধরিয়ে দেয়। ডঃ হাজরা নিউ ইয়র্কে অভিমুখে গাড়ী ছোটান। প্রখর রুদ্র রাস্তার দুপাশে দেখতে থাকে। সবুজ গাছগুলো হাওয়াতে মাথা দোলাচ্ছে। হাওয়াতে তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মিচেলের চিরকুটটা সে আস্তে করে খুলে দেখে। তাতে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা-"My past is dirty. But I wish for a great future with a partner like you. What do you think?"

[সমাপ্ত]

ডঃ হাজরা সিরিজ

দুধতিনা



চতুর্থ গল্প

free.banglapdf.net

/chitragupto

দুর্ঘটনা

-"আমি আলেকজান্ডার। আজ আমি পৃথিবী জয় করবো!" লোকটা চীৎকার করতে করতে বারান্দার একদম শেষ ঘরটা পেরিয়ে বাইরের গেটটার সামনে চলে আসে। গেটটায় তালা দেওয়া। লোকটা রেগে যায়-"আলেকজান্ডারকে কেউ আঁটকে রাখতে পারবে না।" লোকটা মাথাটা ঝাঁকিয়ে গেট ধরে জোরে জোরে নাড়া দিতে থাকে।

পাশের অফিসে থেকে একজন ডাক্তার বেরিয়ে আসেন। লোকটিকে দেখে বিরক্ত মুখে নিজের চেম্বারে ঢুকে যান। হাতে একটা ভায়োল আর ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বারান্দার দুদিকে তাকান। দূরে একটা লোক মেঝে মুছছিলো। তাকে দেখে ডাক্তার জোরে চেঁচিয়ে উঠল-"হে জুনেইদ, পাগলটার আবার প্রকোপ বেড়েছে। ওষুধ দিতে হবে। তাড়াতাড়ি এসো।"

জুনেইদ আরো একজনকে সঙ্গে করে এনে গেটের সামনের লোকটাকে চেপে ধরে। লোকটা লাফালাফি করতে থাকে। ডাক্তারটি কোনোমতে তার বাহুমূলের কাছে ইঞ্জেকশনটা দিয়েই একটা স্বস্তির শ্বাস নেয়। লোকটাও ঝিমিয়ে পড়ে। জুনেইদ টানতে টানতে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বেডের উপর যত্নে শুইয়ে দেয় লোকটাকে।

এই মানসিক হাসপাতালটা বেশি বড় না। সব মিলিয়ে জনা বারোজন রুগী আর ডাক্তার, নার্স, কাজের লোক মিলিয়ে আরো পাঁচজন। হসপিটালটার অবস্থা যদিও পরিষ্কার ভাবেই বলে দেয়, খুবই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে। জায়গায় জায়গায় মেঝের থেকে চোখলা উঠে গেছে, দেওয়ালের চুনকাম খসে

পড়ছে। রুগীদের ঘরগুলোতেও ঝুল-কালি মাখা মাখি, কোনো কোনো বেডের চাদরে কত দিনের পুরানো খাবারের হলদে-বাদামী দাগ- কে জানে! ঐ মাসে একবার সব বিছানার চাদর একবারে জুনেইদ একটা বড় বালতিতে ব্লিচিং পাউডার ঢেলে সব একসাথে দিয়ে দেয়- মানে চাদর পরিষ্কার হোক বা না হোক সেটা উদ্দেশ্য নয়, মোটামুটি জীবাণুমুক্ত হলেই যথেষ্ট। চিকিৎসার সরঞ্জামগুলোর জন্যও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য। সেই জন্যই সব সময় হসপিটালটায় একটা ঝাঁঝালো ক্লোরিনের গন্ধ থাকে, সব হাসপাতালেই ঠিক যেমনটা হয়। সেটা বোধহয় ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সব কিছু মোছার জন্যই।

******

১৯৮২এর জুলাইয়ের এক সকাল। মিচেলের থেকে বিদায় নিয়ে ডঃ হাজরা ফিলাডেলফিয়া থেকে বেরিয়ে বড় মসৃণ রাস্তা ধরে জোরে তার হোণ্ডা জেড ছোটাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে প্রখর রুদ্রের কেমন যেন রাস্তাটা অচেনা মনে হয় -"আচ্ছা স্যার, আমরা কি ঠিক রাস্তায় আছি?"

ডঃ হাজরা একমুখ হেসে বলেন-"রাস্তা ঠিক আছে কিন্তু গন্তব্য অন্য।"

-"মানে?"

-"মানে আমরা আজ নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি পেন্সিলভেনিয়া। এখান থেকে ঘণ্টা চারেকের রাস্তা।"

প্রখর রদ্র একটু অবাক হয়ে তাকায়-"হঠাৎ?"

-"আসলে সেরকম ছুটি-ছাটা পাই না। তার উপর ভালো সঙ্গীও জোটে না

বলে আর বেরানো হয় না। ভাবলাম তুমি সঙ্গে যখন আছই একবার পোকোনো মাউন্টেইনটা হয়েই আসি।"

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ ভেবে বলল-"পোকোনো মাউন্টেইন। মানে পোকোনস? শুনেছি বেশ কিছু নদী আর জলপ্রপাত আছে।"

ডঃ হাজরা একটা সন্তুষ্টির হাসি হাসেন-"শুধু কি তাই আরও অনেক কিছু। ছোট ছোট কটেজে দারুণ থাকার ব্যবস্থা। রাতের দিকটা যদিও একটু নিশ্চুপ হয়ে যায় সব!"

রাস্তার দুপাশে গাছেদের সংখ্যা বেড়েছে। গাড়িটাও যেন সমতল ছেড়ে একটু উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। ডঃ হাজরা একটা সিগার নিয়ে ঠোঁটের কোনায় কামড়ে ধরেন। সঙ্গে আনা একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডারের প্লে বোতামটা টিপে দেন। সাঁ সাঁ করতে করতে বেজে ওঠে-'Ah keep your eyes on the road/ Your hands upon the wheel/ Keep your eyes on the road / Your hands upon the wheel / Yeah, we're going to the road-house/ Gonna have a real good-time'। ডঃ হাজরা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়ির গতিবাড়ান।

এই জায়গায় রাস্তার অনেকটা প্রশস্ত, রাস্তার দুই ধারে মাঝারি সাইজের ঘন গাছের সরি। গাছগুলোর কান্ড বেশ সরুই বলা যায়। গাছগুলো লম্বা হয়ে উঠে গেছে একদম মাথার দিকে ডালপালা ছড়িয়েছে। কিছু কিছু গাছে পাতা নেই। সকালের রোদ এসে গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। বেশিরভাগ গাছের পাতা ঠিক সবুজ নয়, হয় শ্যাওলা রঙের না হলে খইয়েরি-হলদে।

সকালের হাওয়াটা একটু শির শিরানি ভাব দিচ্ছে।

সামনে কিছু লোকের জটলা দেখে না চাইতেও থামতে হলো। কিছু লোক গাড়ি থামিয়ে রাস্তার উপর নেমে পড়েছে। একটা পুলিশের গাড়িও দাঁড়িয়ে। ডঃ হাজরাও গাড়িটা রাস্তার একদিকে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেলেন। সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন-"হোয়াট হ্যাপেড?"

মধ্যবয়স্ক মোটা ভদ্রলোকটি মুখটা ব্যাজার করে বললেন-"আ লড, সো প্যাথেটিক! বাস এক্সিডেন্ট। কাল ভোর রাতে হয়েছে, আই থিঙ্ক। পুলিশ তাই বলছে। বাসটা উপরের ঐ রাস্তা দিয়ে পোকোনসের দিকে যাচ্ছিলো। কোনোভাবে অন্য কোনো গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে স্লাইড করে নিচে এসে পড়ে। মনে হয় পড়ার সময় কয়েকবার উল্টে ডিগবাজি খেয়েছিলো। অবস্থা দেখছেন না?"

প্রখর রুদ্র বাসটার দিকে ভালো করে দেখে। বাসটা উল্টে এসে রাস্তার উপরে পড়ে আছে- চাকাগুলো উপর দিকে। বাসের জানলাগুলোর কাঁচ ভেঙে রাস্তার উপরে পড়েছে, জায়গায় জায়গায় থুবড়ে গেছে আর রং ঘষটে গেছে। একটু উপরে তাকাতেই দেখতে পাওয়া যায় প্রায় ত্রিশ ফুট উপর দিয়ে একটি রাস্তা উপর দিকে উঠে গেছে। সেটার বাইরের দিকের রেলিংটা ভাঙা। আর এই দুই রাস্তার মাঝের যে একটা স্লাইডিং অংশ রয়েছে সেখানকার ছোট ঘাস, ঝোপঝাড়গুলোর অবস্থা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাসটা উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়েছে। বাসের মধ্যে থেকে জানলা দিয়ে কয়েকটা হাত বেরিয়ে এসে ঝুলছে।

ডঃ হাজরা বাসটার একটু কাছাকাছি গিয়ে নিচু হয়ে বাসের মধ্যে দেখার চেষ্টা করতে থাকলেন। পিছন থেকে একজন পুলিশ এসে বলল-"বেশি কাছে

যাবেন না, স্যার। প্লিজ এখান থেকে সরে যান।"

ডঃ হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশটির দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন-"হাই, আমি ডঃ হাজরা কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।"

হঠাৎ করেই পুলিশটির মুখের ভাব পাল্টে যায়। গাড়ির দিকে ছুটে যায়, সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে ফিরে এসে নিচের দিকের জনসন সঙ্কের মৃত্যু খবরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে-"ইজ দ্যাট ইউ? সেম হাজরা?"

ডঃ হাজরা একটু হেসে বলেন-"ইয়েস!"

পুলিশটি এবার করমর্দন করে বলেন-"নাইস টু মিট ইউ। দেখুন কি বাজে ব্যাপার সকাল সকাল। ব্রেকফাস্টটাও ঠিক ঠাক করা হয় নি।"

ডঃ হাজরা বললেন-"তা কখন হল? সবাই কি ডেড?"

-"দেখে তো মনে হচ্ছে ভোর রাতের দিকে। আমরা যখন ফোন পেয়ে এলাম, তখন কেউ বেঁচে নেই। সব রাইগার মর্টিস ধরে গেছে। সেই জন্যই মনে হচ্ছে যে সবাই মোটামুটি দূর্ঘটনা ঘটার পর পরই মারা গেছিলো।"

-"বডিগুলো বের করার কোনো ব্যবস্থা?"

-"লোক বলেছি। আসছে," পুলিশটি অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক পুলিশটির দিকে দেখিয়ে বলল-"টমসন, ভিতরে ঢুকেছিল যদি কেউ বেঁচে থাকে। কেউ বেঁচে নেই দেখেই আমি বললাম আর কষ্ট করে টানা-হাঁচড়া করে লাভ নেই। মর্গে খবর পাঠিয়েছি, ওরাই এসে যা করার করবেখন।"

ডঃ হাজরা একটা সিগার ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন-"তা এরা কারা জানা গেলো কিছু?"

টমসন এগিয়ে আসে-"এখান থেকে কিলোমিটার ষাট-সত্তর দূরে একটা মানসিক হাসপাতাল আছে। মনে হচ্ছে সেখানকার রুগীরা। এই যে একটা ফাইল পাওয়া গেছে, তাতে সবার নামের লিস্টি মিলিয়ে দেখছি ১২জন। আর ড্রাইভার! এই দেখুন," টমসন একটা ফাইল থেকে একটা নামের লিস্টি দেখায়। ফাইলের মধ্যে আরো কিছু ওষুধপত্রের বিস্তারিত নির্দেশিকা, প্রেসক্রিপশন ছিল। টমসন একটু দম নিয়ে বলেন-"গাড়ীর ভিতরে কিছু ওষুধ পত্রের একটা বক্স, ইঞ্জেকশন, ওষুধের ভাঙা ভয়োল পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে হয়তো একদিনের জন্য এদেরকে ঘুরতে পোকোনস নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ঐ মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধার আরকি। তার মধ্যে পথে এই ব্যাপার!"

ডঃ হাজরা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-"আর ড্রাইভার?"

-"হ্যাঁ সেও মারা গেছে। স্টিয়ারিং-এ ধাক্কা খেয়ে মাথায় ফেতেছে। অনেকটা রক্তপাত, সম্ভবত ইন্টারন্যাল হেমারেজ।"

এরমধ্যেই মর্গের গাড়ি এসে গেছে আরও কিছু পুলিশের গাড়ী। মৃতদেহগুলো বের করার আগে বাসটাকে সোজা করা দরকার। পুলিশ আর কিছু লোক মিলে হাত লাগালো, সঙ্গে প্রখর রুদ্র আর ডঃ হাজরাও হাত লাগালেন। বাসটা সোজা হতেই এক এক করে মৃতদেহগুলো বের করে গাড়ীতে তোলা হল।

বাসটা নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ছোটখাটো ক্রেন কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে

যাবে বলে টমসন জানিয়েছে। ডঃ হাজরা ততক্ষণে একবার বাসে উঠে দেখতে চাইলে টমসন আর অন্য পুলিশ কর্মীটি আপত্তি করেনি। বাসের ভিতরটা তখনও ভাঙা কাঁচে ভরা। পিছনের সিটগুলোর দু-একটা উপড়ে উঠে এসেছে, উপরের ছাদটা বেশ কয়েক জায়গায় থুবড়ে গেছে। বেশ কিছু ওষুধপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। বাসের সামনে ড্রাইভারের সিটের জায়গাটায় চাপ-চাপ রক্ত। পিছনে যদিও সেরকম রক্তের বিশেষ ছড়াছড়ি নেই।

ডঃ হাজরা বাস থেকে নেমে সিনিয়র পুলিশ কর্মীটির এগিয়ে গেলেন-"মিঃ রাউল, তাহলে আপনারা তদন্ত করতে ঐ মানসিক হাসপাতালটাতে কখন যাচ্ছেন?"

সার্জেন্ট রাউল একটু আড়মোড়া ভেঙ্গেই বলল-"কি আর তদন্ত করার আছে! ব্যস, গিয়ে কতগুলো ফর্মালিটি। রেকর্ড চেক করা এটুকুই। না হলে দূর্ঘটনায় কি বা করার!"

ডঃ হাজরাকে যেন একটু বিচলিত দেখায়-"বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ... মরা মানুষ কি আবার করে মারা যেত পারে?"

এবার রাউল আর টমসন একসাথে বলে ওঠে-"মানে?"

ডঃ হাজরা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা মৃতদেহের চাদর সরিয়ে দিলেন। কোনোটার ঘাড় মটকে গেছে, কোনোটার মাথার পাশে থেঁতলে গেছে, কোনোটার হাতে-পায়ের মাংস ছিঁড়ে কেটে হাড় বেরিয়ে এসেছে। টমসন ও রাউল ডঃ হাজরার দিকে তাকালেন। ডঃ হাজরা এবার তাদেরকে ইশারা করে বাসের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সিটগুলোর দিকে মুখ করে বললেন-"ভালো করে খেয়াল

করুন। এতো বড় একটা এক্সিডেন্ট- কারুর হাত ভেঙেছে, কেটেছে কারুর পা; কিন্তু বাসের মধ্যে কোথাও খুব বেশি রক্ত দেখতে পাচ্ছেন?" দুজনেই নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লো। এবার ডঃ হাজরা পিছনে ফিরে ড্রাইভারে সিটের কাছে এলেন। সামনের স্টিয়ারিংটার উপরে বেশ কিছুটা রক্তের দাগ আর চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেশ কিছুটা গাঢ় লাল রক্ত ড্রাইভারের সিটের সামনেটায় পড়ে আছে। ডঃ হাজরা বললেন-"এবার এখানে দেখুন। ড্রাইভারের মাথায় চোট লেগে মাথা ফেটে গেছে তাতেই এতোটা রক্ত! অথচ রোগীদের এতো বড় চোট আঘাতের পরও সেরকম রক্তের দাগই নেই। আর এই সব কিছু একটাই জিনিস প্রমাণ করে। রোগীরা প্রায় হয়তো সবাই অনেক আগেই মারা গিয়েছিলো। ড্রাইভার বেঁচেছিলো। একমাত্র ড্রাইভারেরই মৃত্যু হয়েছে দূর্ঘটনায় বাকিরা আগে থেকেই...

রাউলকে এবার চিন্তিত দেখালো-"আপনি তো মশাই চিন্তায় ফেলে দিলেন। যদি এই রোগীদের সবাই মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাদের নিয়েই বাসটা বা যাচ্ছিলো কোথায়!"

ডঃ হাজরা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-"আর এতোজন রোগীর মৃত্যু একসাথে মোটেই স্বাভাবিক লাগছে না। আর আমার মনে হয় পোস্ট মর্টেম হলে একটা জিনিস বোঝা যাবে। ড্রাইভারের মৃত্যু থেকে কত ঘণ্টা আগে রোগীদের মৃত্যু হয়েছে জানা গেলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

রাউল টমসনকে বলল-"তাড়াতাড়ি তুমি বডি পোস্ট মর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মানসিক হাসপাতালটায় যাচ্ছি।" টমসন 'ওকে স্যার' বলে গাড়ী

থেকে নেমে গেলো। ডঃ হাজরার দিকে ফিরে রাউল বলল-"যদি সঙ্গে আসতেন তাহলে খুব ভালো হতো। মানে এটা আমার একটা অনুরোধ আর কি।"

******

ঘটনাস্থল থেকে মানসিক হাসপাতাল পৌঁছাতে প্রায় ঘণ্টা দেড় দুই লাগলো। খুব বড় হসপিটাল নয়- একতলা, জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের রং উঠে গেছে। গেটের সামনের সাইন বোর্ডটাও ভেঙে একদিকে ঝুলে পড়েছে। হাসপাতালে ঢুকতেই একটা তীব্র ক্লোরিনের গন্ধে প্রখর রুদ্রের নাকটা তেতে উঠলো।

তিনজনে সামনে গিয়েই বাম দিকে অফিস রুমে ঢুকলেন। একজন ডাক্তার চেয়ারে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছেন। টেবিলের উপরে একটা নেমপ্লেট- ডাঃ মোয়াং কাই! রাউল ঢুকেই বলল-"ডাঃ মোয়াং?"

ডাক্তারটিকে দেখে জাপানিজ বা চাইনিজ বলেই মনে হয়, পরিষ্কার ইংলিশেই বললেন-"ইয়েস, টেল মি হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?"

রাউল কোনো রাখঢাক না করেই কড়া স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনাদের রুগীরা কোথায়?"

ডাঃ মোয়াংকে একটু চিন্তিত দেখালো-"রুগী? কেন তারা তো সকাল বেলাতেই পোকোনস বেড়াতে গেছে।"

এবার রাউল কোমরে দুই হাত রেখে বলল-"রাস্তায় একটা দূর্ঘটনা ঘটেছে। সেটা জানেন কি?"

ডাঃ মোয়াং একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন-"হ্যাঁ, হ্যাঁ। না মানে, কী করে? কোথায়?" সবাই কি মারা গেছে?"

রাউল বললেন-"খুবই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি কেউই বেঁচে নেই।"

ডঃ মোয়াং যেন একটু দুঃখ পেলেন-"সেকি বলছেন? সব্বাই? তা ওদের বডি কবে পাব?"

-"পোস্ট মর্টেম হলেই...

মাঝপথেই ডাঃ মোয়াং থামিয়ে দিলেন-"কেন? কেন? পোস্ট মর্টেম কি দরকার? ওরা তো এমনিতেই দূর্ঘটনায় মারা গেছে।"

ডঃ হাজরা এবার বলে উঠলেন-"সত্যি কি তাই?"

ডাঃ মোয়াং এবার একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন-"কী...কী বলতে চান আপনি? আপনি কে?"

-"আমি কে ওসব ছাড়ুন। এই রোগীদের আত্মীয়দের একটা খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

ডাঃ মোয়াং একটু ব্যাজার মুখ করে বললেন-"এঁদের আত্মীয়রা থাকলে কি আর এঁরা এরকম একটা ভাঙাচোরা হসপিটালে পড়ে আছে? এঁদের সবাইকে কোনো না কোনো সংস্থা রাস্তা বা অন্য কোথাও থেকে এনে এখানে রেখে গেছে। নামমাত্র কিছু বেসরকারি অনুদান আসে বছরে, তাতে কোনো মতে রোগীদের খাওয়া-পরাটুকু চলে যায়। তাও ভালো আমাদের মাইনেটা সরকার থেকে আসে,

না হলে কবেই এই হসপিটাল বন্ধ হয়ে যেত।"

ডঃ হাজরা ডাঃ মোয়াং-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল-"তাহলে আপনি বলতে চাইছেন এই রোগীরা ঘুরতে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে কোন ডাক্তার বা নার্স ছিল না? আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, তাহলে এদের খেয়াল কে রাখতো?"

ডাঃ মোয়াং একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন-"না...না, মানে আমাদের একজন ডাক্তার কাল রাতেই ইমারজেন্সি দরকারে বাড়ি চলে গেছে। সকালে আমার হাতের কাজ মিটিয়ে আর এক-দু ঘন্টার মধ্যেই আমি বের হতাম।আসলে বুঝতেই পারছেন বেশ কিছু কাজ মেটানোর থাকে অফিসে, যেগুলো আমাকেই দেখতে হয়।"

ডাঃ হাজরা ঝুঁকে পড়লেন-"তা এই রোগীরা ঠিক কত দিনের জন্য ঘুরতে যাচ্ছিলেন?"

-"আজ্ঞে দিন দুয়েক। আজ থেকে কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসতো সবাই।"

-"খুব ভালো কথা। কিন্তু সঙ্গে কারুর কোনো পোশাকের ব্যাগ ছিল না। একজনেরও না। পাশে তো অন্তত পাওয়া যায়। বুঝিয়ে বলবেন কি কিভাবে ওরা এক পোষাকে একরাত ওখানে থাকতেন?"

ডাঃ মোয়াং চারদিকে তাকাতে লাগলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন-"পোশাক বলতে সে রকম আর কি... এই তো আমি যাচ্ছিলাম, আমিই নিয়ে যেতাম।"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"ও আচ্ছা তাই বুঝি? ওরকম একটা হালকা ঠান্ডা-

-ঠান্ডা জায়গা। ওদের গায়েও কোনো গরম পোশাক প্রায় না থাকার মতোই। তা আপনি ঠিক কখন নিয়ে যেতেন?"

ডাঃ মোয়াং একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো-"আপনি মশাই বৃথা আমার উপর চটছেন। দুর্ঘটনাটা কি আমি ঘটিয়েছি? যখন হয়েছে তখন তো আমি ওখানে ছিলামই না।"

ডঃ হাজরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর ভর দিয়ে হেসে উঠলেন - "পোক্ত অ্যালিবাই! আপনিও জানেন আমিও জানি ওই বারোজন রোগীর কেউই জীবিত ছিল না। অন্তত দূর্ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন তো নয়ই। হ্যাঁ একমাত্র ড্রাইভার বেঁচে ছিল বটে। পোস্টমর্টেম সে কথা বলবেই। তাই ভালো হয় যদি আপনি আগে থেকে স্বীকার করে পুলিশকে সাহায্য করেন। তাতে আইন হয়তো আপনাকে একটু কৃপা দৃষ্টিতে দেখবে। লাভটা আপনারই।"

ডাঃ মোয়াং এবার তোতলাতে শুরু করলেন-"আপনি যা হোক কিছু একটা বললেই হলো?? আমি এসবের কিছুই জানি না। কিছুই করিনি।"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"হাসপাতালের এতো খারাপ অবস্থা। অনুদান নেই। তারপরও এই ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এতো টাকা কোথা থেকে হঠাৎ করে এলো বলবেন কি?"

ডাঃ মোয়াং চোখের থেকে চশমা খুলে চোখ মুছতে শুরু করলেন-"টাকা...সে আমি দিয়েছি। রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য...

ডঃ হাজরা থামিয়ে দিলেন-"ওকে। যখন প্রমাণ হয়েই যাবে একটা বাসে করে বারোজন মৃত রোগীকে বসানো হয়েছিল আর তাদের দুর্ঘটনার একটা

ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল তখন কিন্তু আইনের কোনো ফাঁকফোকরই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না। তার থেকে সত্যিটা বলে নিজেকে কিছুটা সেফ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি তো বৌদ্ধ?"

ডাঃ মোয়াং কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেন-"আপনি কি করে জানলেন?"

প্রখর রুদ্র যদিও ততক্ষনে ঘরের চারপাশটা দেখে বুঝে ফেলেছে। ডাঃ মোয়াং-এর টেবিলের উপরে একটা ছোট্ট বৌদ্ধ মূর্তি বসানো আর কাগজপত্রে নিচে থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা বৌদ্ধ জপমালা। ডঃ হাজরা বললেন-"বুদ্ধদেব কি বলেছে জানেন তো? সূর্য, চন্দ্র ও সত্যকে বেশি দিন লুকিয়ে রাখা যায় না। তা একদিন প্রকাশ হবেই। আপনি নিজেও জানেন ওই বারোজন রোগীর কেউই জীবিত ছিল না।"

ডঃ মোয়াং দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। চোখ দুটো দিয়ে টপ টপ করে দুফোঁটা জল টেবিলের উপর ঝরে পরলো-"ঈশ্বর আমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবেন না। এতগুলো মানুষের মৃত্যু আমার হাতে কিভাবে হতে পারে আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না। প্রত্যেক দিনের মতোই কাল রাতে ওদের ঘুম পাড়ানোর একটা হালকা ডোজের ইনজেকশন দিই। প্রত্যেক দিনই এটা দিই। ওরাও একটু শান্তিতে ঘুমায় আর আমাদের কাজ কিছুটা কম হয়ে যায়। আমরা পাঁচজন মোটে লোক- দুজন ডাক্তার একজন নার্স আর দুজন এটেনডেন্ট স্টাফ। কালকে রাতে সবাইকে ইঞ্জেকশন দিয়ে আমার ডিনার করছি ঠিক সেই সময় জুনেইদ এসে বলল বারোজন রোগী নাকি কেমন শ্বাসকষ্ট আর হাঁপানির মতো করছে। আমি খাওয়া ফেলে দিয়ে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম সবার হাত পা কেমন

কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে আসছে, ওরা দম নিতে পারছে না। এখানে এতগুলো যন্ত্রপাতি ছিলো না। তাও তিনজন কে অক্সিজেন মাস্ক দিয়েছিলাম। তারা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য ছিল। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই বারোজন পরপর চোখের সামনে মারা গেল। আমার কিছু করার ছিল না। এরকম ঘটনা উপর তলাকে জানালে আমার চাকরি চলে যেত। এতগুলো রোগী একসাথে মারা যাওয়া যেকোনো ডাক্তারের কেরিয়ারের দ্য এন্ড। ভয়ে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে কি করবো কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কেন মারা গেল তাও জানিনা। একই সাথে হাসপাতালে বাকি স্টাফেরাও ভয় পেয়ে গেল। কারণ তাদের জন্যও এটা একটা বিরাট কালো দাগ। সরকারি চাকরি চলে যেত, সেটাই স্বাভাবিক। কি করব যখন কিছুই বুঝতে পারছি না, জুনেইদই পথ দেখালো। ওই রাতে একটা বাসের ব্যবস্থা করল। ভোর রাতে বারোটা বডি একটা বাসে ভরে দেওয়া হলো। ড্রাইভার এর হাতে টাকা গুঁজে জুনেইদ বলে দিয়েছিল ফাঁকা রাস্তা দেখে এক্সিডেন্টটা করিয়ে দিতে। যাতে দেখে মনে হয় দূর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু ড্রাইভারটিও যে মারা যাবে সেটা বোধহয় জুনেইদও আশা করেনি।

ডাঃ মোয়াং উঠে দাঁড়ালেন তারপর ধীর পায়ে সার্জেন্ট রাউলের দিকে এগিয়ে এলেন-" চলুন কোথায় যেতে হবে। কাল রাত থেকে ঘুমাতে পারিনি। বারোটা মুখ শুধু যেন আমার চারপাশে বিচার চেয়েছে। আমার শাস্তিই আমার মুক্তি। চলুন যাওয়া যাক।"

সার্জেন্ট রাউল ডাঃ মোয়াং-কে নিয়ে বাইরের দিকে চলতে শুরু করলেন।

প্রখর রুদ্র একবার ভালো করে ঘরের চারিদিকে দেখল। টেবিলের উপরে দুপাশে একটার উপর আর একটা করে সাজানো তিনটে বই, টেবিলের একপাশে একটা পেন স্ট্যান্ড, তাতে দুটো পেন। টেবিলের মাঝখানে প্রেসক্রিপশন প্যাড এর উপর চাপা দেওয়া একটা কাচের পেপার ওয়েট। ডাঃ মোয়াং যে চেয়ারে বসে ছিলেন তার ঠিক পিছনের দেওয়ালে জানলার উপরে বুদ্ধের একটা ছবি। বাঁ পাশের দেওয়ালে একটা পরিষ্কার ওয়াশ বেসিন আর সামনে ঝকঝকে আয়না। উল্টো দিকের দেওয়ালে একটা বুক স্ট্যান্ড, তাতে থরে থরে সুচারু ভাবে সাজানো পুরানো রেকর্ড আর কিছু বই।

প্রখর রুদ্র বাইরে এসে দেখল ডাক্তার মোয়াং তার কালো বুট জুতো পড়ছে।

এরপরে ডঃ হাজরা ও প্রখর রুদ্র ভদ্রতার খাতিরেই সার্জেন্টের সাথে থানায় গিয়েছিলো। রোগীদের মৃত্যুগুলো আকস্মিক দুর্ঘটনা হলেও সেগুলো কে চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা ষড়যন্ত্র কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তাই সার্জেন্টে রাউল ডাক্তার মোয়াং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। বাকি স্টাফদের জন্যও আরেস্ট ওয়ারেন্টের চেয়ে পাঠিয়েছেন।

এই ঘটনার দুদিন পরে সার্জেন্ট একদিন বিকালে ডঃ হাজরার সাথে দেখা করতে রিসর্টে আসেন-“ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি না থাকলে সত্যিটা উদঘাটন হতো না।”

রিসর্টের সামনে বসে ডঃ হাজরা সার্জেন্টের দিকে এক কাপ কফি বাড়িয়ে দিলেন-“ছাড়ুন তো। আমি যা দেখি আমি শুধু সেইটুকুই বলি। তুমি কি বলো হে প্রখর?”

প্রখর রুদ্র বলে উঠলো-"সবই ঠিক আছে কিন্তু এখনো কোথাও যেন একটা আমার খটকা আছে।"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"তোমার আবার কিসের খটকা হে?"

-"ডাঃ মোয়াং মত একজন, এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কি হতে পারে? আমার সেটাই একটু খটকা লাগছে।"

ডঃ হাজরা বলে উঠলো-"কি বলতে চাইছে একটু ঝেড়ে কাশো তো..."

প্রখর রুদ্র হাতে কফি নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করল- "সেদিন যখন ডাঃ মোয়াং থানার জন্য বের হচ্ছিলেন ভালো করে খেয়াল করেছিলেন? উনি বাঁ পায়ের শু-এর দড়ি দু-দুবার বেঁধেছিলেন। মানে প্রথমবার বেঁধে আবার খুলে আবার বেঁধেছিলেন।"

সার্জেন্টে হতভম্ব ভাবে জিজ্ঞেস করল- "তাতে কি হলো?"

-"একটা মানুষের কিছু বিহেভিয়ার রিফ্লেক্স থাকে যেগুলো সে তার নিজের অজান্তেই রিপিট করতে থাকে। ডাঃ মোয়াং সব ব্যাপারেই ভীষণ প্রিসাইজ এবং সিমেট্রি মেন্টেন করতে পছন্দ করেন। ওনার ঘরে টেবিলের উপর দুপাশে কতগুলো বই সাজানো ছিল।দুইদিকের বই এর উচ্চতা প্রায়-সমান। টেবিল এর মাঝে ওনার প্রেসক্রিপশন প্যাড ছিল। প্রেসক্রিপশন প্যাড এর থেকে দুপাশে রাখা বইগুলোর দূরত্ব প্রায় সমান। প্যাড এর মাঝামাঝি একটা কাঁচের পেপার ওয়েট ছিল, সেটাও ওই প্যাডের মধ্যবিন্দুতে। ঘরের মধ্যে সবকিছু একটা নির্দিষ্ট এলাইনমেন্টে রাখা। বুক শেলফে সব বই থেকে পুরানো রেকর্ড বাম দিকে হেলানো। সবগুলোই মোটামুটি খালি চোখে দেখলে একি অ্যাঙ্গেলে

হেলানো। তার মানে এই লোকটি ভীষণ প্রিসাইজ। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের কাজে যথেষ্ট দায়িত্ববান হয়। তাই সে এমন কোন ভুল করবে যে একসাথে বারোজন রোগীর জীবনহানি ঘটাতে পারে, এটা এখনো আমার কাছে অবিশ্বাস্য।"

সার্জেন্টে বলে উঠলো-"সে হয়তো কোন কারনে ভুল করে ফেলেছে। জুতোর ব্যাপারে কি বলছিলেন, সেটা?

প্রখর রুদ্র চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল-"হ্যাঁ জুতো। প্রথমবার দড়ি বাধার পরে উনি দেখলেন একটা লুপ ছোট অন্যটা বড় হয়ে গেছে। জুতোর দড়ি খুলে আবার দুটো লুপ সমান করে জুতো বাঁধলেন।

ডঃ হাজরা চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন-"এটা আমি খেয়াল করিনি ঠিকই কিন্তু তোমার যুক্তি ফেলে দেওয়ারও নয়। আচ্ছা, পোস্টমর্টেম কি বলছে?"

সার্জেন্টে রাউল বলে উঠলো-"ড্রাইভারের মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধ হয়ে। আর বাকি সবার ব্লাড হিমোলাইসিস। মানের রক্তের লোহিত কণিকাগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেহে অতিরিক্ত মাত্রায় Lactate dehydrogenase পাওয়া গিয়েছে। যার ফলেই ব্লাড হিমোলাইসিস। তবে ড্রাইভার আর বাকিদের মৃত্যুর মধ্যে প্রায় চার ঘণ্টার গ্যাপ ছিলো। যেটা আপনিও প্রথমিকভাবে অনুমান করেছিলেন।"

প্রখর রুদ্র হাতের কাপটা টেবিলের রেখেই বললেন-"এক্ষুনি একবার থানায় যেতে হবে তাড়াতাড়ি।" ডঃ হাজরা যেন একটু অবাক হলেন। তাও কিছু বললেন

না। ঘর থেকে একটা জ্যাকেট নিয়ে এসে গায়ে চাপিয়ে গাড়িতে চেপে বসলেন।

তিনজনে থানায় আসতেই ডাঃ মোয়াং-এর সেলে গিয়ে প্রখর রুদ্র বলল-"সেদিন যে ঘুমের ওষুধ আপনি দিয়েছিলেন সেগুলো কত দিনের পুরানো?"

ডাঃ মোয়াং এই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে তাকালেন, বললেন-"পুরানো হতে যাবে কেন? কয়েক মাস আগেই তো এসেছে।"

প্রখর রুদ্র বললেন-"ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ গুলো?"

-"ওগুলোও নতুন। চার দিন আগেই এসেছে। লগবুকে এন্ট্রি আছে।"

-"আপনি নিজেই র‍্যাপার খুলে সূঁচ লাগিয়েছিলেন?"

ডঃ মোয়াং একটু ভেবে বলল-"না। প্রত্যেক দিনের মতোই জুনেইদ-ই সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে এনেছিল। প্রত্যেকদিন রাতের বেলা করে ওই নিয়ে আসে। আমি একবার সিরিঞ্জে কোনো বায়ু বুদবুদ আছে কিনা দেখে নিয়ে দিয়ে দিই।" ডঃ মোয়াং এবার একটু অবাক মুখে বললেন-"কেন বলুন তো?"

প্রখর রুদ্র বলল-"মৃত রোগীদের দেহে এল ডি এইচ পাওয়া গেছে। এরফলেই ব্লাড হিমোলাইসিস হয়ে রোগীদের মৃত্যু ঘটেছে।"

ডাঃ মোয়াং একটু চমকে উঠলেন বিড়বিড় করে বলে উঠলেন-"এল ডি এইচ? কিন্তু হাসপাতলে কোথা থেকে ও ভাবে সিরিঞ্জে কি মিশলো সেটা বুঝতে পারছি না।"

প্রখর রুদ্র বলল-"আমার স্ট্রং অনুমান হলো ব্লিচিং পাউডার। কিন্তু সেটা কিভাবে মিশলো সেটাই প্রশ্ন।"

প্রখর রুদ্র দ্রুত পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো। সার্জেন্ট দিকে ফিরে বললো -"হসপিটাল, এক্ষুনি!"

সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী রেডি করে তিন জনকে নিয়ে চেপে বসলো। হাসপাতালে এসেই তিনজনে প্রথমে লগবুক চেক করলো। তারপর নার্সের সাথেও কিছুক্ষণ কথা বলে জুনেইদের কোয়াটারে গেলো। অসময়ে পুলিশ দেখে সে যেন একটু চমকে উঠলো।

সার্জেন্ট রাউল বেশি কথা বলার লোক নয়, তিনি জুনইদের গলার কলার চেপে ধরল-" সেদিন ডাঃ মোয়াং-কে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে দিয়েছিলি। সেগুলোতে ব্লিচিং কি করে এলো?"

জুনেদ যেন এই প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না। সে বলে উঠলো-"না স্যার ব্লিচিং কোত্থেকে আসবে। হতেই পারে না। আমি তো স্যার সব নতুন সিরিঞ্জ স্যারকে দিয়েছি।"

প্রখর রুদ্র বলল-"মিথ্যে বলে লাভ নেই জুনেইদ। আমরা হসপিটাল থেকে হয়েই আসছি। চার দিন আগে হসপিটালে ৩৬০ খানা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ এসেছে। লগবুকে তার এন্ট্রি আছে। ডাঃ মোয়াং-এর সই আছে। কিন্তু স্টোররুমে মাত্র ৬৪ টা সিরিন্স পড়ে আছে। এই চার দিনে বারজন রোগীর জন্য প্রত্যেকদিন একটা করে সিরিঞ্জ হলে সব মিলিয়ে ৪৮ টা সিরিজ ব্যবহার হওয়ার কথা। তার মানে সব মিলিয়ে দাঁড়ালো ১১২ খানা। চার পাঁচটা আরো এদিক ওদিক ব্যবহার হয়েছে হ্যতো,আমরা ধরলাম ১২০ খানাই। তার মানে মিসিং সিরিঞ্জের সংখ্যা

২৪০। এই ২৪০ খানা সিরিঞ্জ ঠিক কোথায় গেল, জুনেইদ? স্টোর রুমের দায়িত্ব তোমার। চাবি তোমার কাছেই থাকে।"

জুনেইদ বেশ কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল, সে যেন কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না-"মানে... মানে কোথায় গেল আমি ঠিক জানিনা। ওখানেই আছে তাই হবে হয়তো ভালো করে দেখতে হবে।"

এবার সার্জেন্ট রাউল চেঁচিয়ে উঠলেন-"ইউ বাস্টার্ড, মস্করা করা হচ্ছে। আমরা ভালোমতোই স্টোর রুম চেক করে দেখেছি। ফালতু বলে লাভ নেই।"

জুনেইদ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সার্জেন্ট ঘুরিয়ে সপাটে একটা চড় মারলেন। জুনেইদ কিছু বোঝার আগেই মাথা ঘুরে কাটা কলাগাছের মত টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। সার্জেন্ট রাউল জুনেইদকে তুলে আরো পরপর দুটো চড় মারতে লাগলেন। জুনেইদ এক সময় সহ্য করতে না পেরে সার্জেন্টের পা ধরে বলে উঠলো-"বলছি, স্যার সব বলছি। আর মারবেন না স্যার।"

সার্জেন্ট জুনেইদকে কলার ধরে নিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসিয়ে দিল। সে বেচারার চোখের নিচে কালসিটে পড়ে গেছে আর ঠোঁটের কোণ ফেটে রক্ত পড়ছে। রাউল আরো একবার কড়া ধমকানি দিতেই জুনেইদ শুরু করলো-"স্যার, ওই হসপিটালে অল্প কটা টাকা পাই। ওই মাইনেতে চলে না। ৫ জন স্টাফ। কেউ এত খেয়াল রাখে না। তাই আমি রোগীদের জন্য আসা বেশিরভাগ ইক্যুপমেন্টগুলো বাইরের বাজারে ভালো দামে বেঁচে দিতাম। রোগীদের জন্য আসা পোশাক বিছানার চাদর খাবার দাবার এগুলোর অর্ধেকই আমি বাইরেই বিক্রি করে দিতাম। সেরকম ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ প্রত্যেকবার আসার পরে বেশিরভাগটাই আমি বাইরে বেচে দিতাম।

রাতেরবেলা ওষুধ ভরার দায়িত্বটা আমারই থাকে। তাই আমিও পুরানো ব্যবহার করা সিরিঞ্জগুলোই নতুন বলে চালিয়ে দিই। কেউ অত খেয়াল করে না। তবে যাতে সংক্রমণ না হয় তাই সিরিঞ্জগুলো ব্লিচিং সলিউশনে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নিই। মোয়াং স্যার একবার বলেছিলেন ব্লিচিং জীবানুনাশক, তাই আরকি! সেদিন সকালেও ব্লিচিং সলিউশনে ডুবিয়ে সিরিঞ্জগুলো ধুচ্ছিলাম। তখন একটা বদ্ধ উন্মাদ নিজেকে আলেকজান্ডার বলে ছোটাছুটি করতে শুরু করল আর আমিও সিরিঞ্জগুলো কে জলে ফুটাতে ভুলে গেলাম। রাতে ডাক্তার বাবু সিরিঞ্জ চাইতেই আমার মনে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম এমন কি আর হবে! বড় জোর রোগীগুলো একটু বমি পায়খানা করবে তারপর ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যে সবাই মারা যাবে আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি। আমাকে ক্ষমা করে দিন স্যার। আমার ভুল হয়ে গেছে।"

প্রখর রুদ্র জুনেদের সামনে এসে দাঁড়ায়, দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে-" তুমি যেভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছো তা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নয়। দ্বিতীয় কথা, ড্রাইভারটি মোটেই দুর্ঘটনাতে মারা যাননি। তাকে তো তুমি খুন করেছো জুনেইদ। তুমি জানতে, সে ধরা পড়লে আজ না হোক কাল মুখ খুলতই। তাই তার পিছু ধাওয়া করলে। রাস্তায় দুর্ঘটনা হওয়ার পর তার মাথায় চোট লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু জ্ঞান ছিল; সে হয়তো বেঁচেও যেত। শ্বাস আটকে মারা গেছে লোকটা। অ্যাক্সিডেন্ট হলে চালক কি করে শ্বাস আটকে মধ্যে মারা যেতে পারে? অনেক ভেবেছি জুনেইদ। কোন উত্তর নেই। হসপিটালে এসে উত্তরটা পেলাম যখন নার্স বলল সে রাত্রে বাস ছেড়ে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তুমিও বাইক নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলে। রাস্তায় একটা পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল

ভরতে হয়েছিলো। টমসনের টিম সেখানে তোমার ছবি দেখাতেই তারা তোমাকে সনাক্ত করেছে। তাই হয়তো তুমি এই বারোজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে মারো নি ঠিকই। কিন্তু বাস চালককে তুমি জেনেশুনেই মেরেছ খুন করেছো।"

কিছু না বলে নিশ্চুপ মাথা নামিয়ে নেয় সে। সার্জেন্ট রাউলের বুঝতে অসুবিধা হয় না বাকিটা। সার্জেন্ট জুনেইদকে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গাড়িতে তোলে। পেন্সিলভেনিয়ার মধ্য গগনে সূর্যটা উঠতে শুরু করেছে তবে চারদিকে ঠান্ডা আমেজটা এখনো আছে। প্রখর রুদ্র আড়মোড়া ভেঙে মিঠে রোদে ডঃ হাজরার সাথে হাঁটতে থাকে। ডঃ হাজরা চুপচাপ হেঁটে চলেন। কি যেন ভেবে চলেছেন। কিছু মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের ভালোথাকার দায়িত্ব যাদের হাতে তারাই যদি দুর্নীতি পরায়ণ হয়, তাহলে মানুষগুলোর বেঁচে থাকাই যে দায়! দিন দিন চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে আর এই বাজারে কিছু লোক ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইবে। যারা নিজেদের বিশ্বাস বন্ধক দিয়ে হাসপাতালে আসছেন, তারা জানেনও না তাদের জন্য কি বিপদ ওৎ পেতে বসে আছে। মুহূর্তের সামান্য ভুল কিম্বা লালসার মরীচিকা জীবন নিয়ে নিতে পারে এমন কিছু মানুষের যারা আপাতভাবে নিরীহ ও নিরপরাধ। সব সময় রোগী মৃত্যু ডাক্তারের গাফিলতিতে হয় না, কখনও কখনও হয় এক অদৃশ্য লোভের করাল আঁচড়ে যা বাইরে থেকে হয়তো দৃশ্যত অদৃশ্য।

এর কিছু দিন পর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ল্যাবে বসে খবরের কাগজে ডাঃ মোয়াং-এর খবর দেখে ডঃ হাজরা বেশ খুশিই হন। জুনেইদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁর জরিমানা হয়েছে, আর শাস্তি হিসেবে একবছরের জন্য তার সব

প্রাকটিসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে খুশির খবর, তিনি একটি বই লিখছেন। একজন ডাক্তার ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় যুক্ত মানুষজনের সব সময় কি কি খেয়াল রাখা উচিৎ, যাতে এই ধরণের অসাবধানবশত হওয়া মৃত্যু কমানো যায়। বইটি তিনি নাকি ডঃ হাজরাকে উৎসর্গ করছেন।

******

ঘড়িতে সকাল নটা, এখনো সবাই আসতে বেশ কিছুটা দেরি আছে। প্রখর রুদ্র ল্যাবের একটা পাশে রাখা একটা মাঝারি সাইজের লোহার লকারের সামনে গিয়ে লকারের উপরে, একটার উপরে আর একটা চারটে সমকেন্দ্রিক ইস্পাতের চাকতি আছে। প্রত্যেকটার উপরে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে। ঐ চারটে চাকতি ঘুরিয়ে সঠিক কম্বিনেশন লাগাতে পারলেই...

প্রখর রুদ্র একবার তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ব্যাগ থেকে একটা স্টেথোস্কোপ বের করে কানে লাগায় আর অন্যপ্রান্তটা লকারের হাতলটার কাছে রাখে। মনোযোগ দিয়ে সে শুনতে থাকে ভিতরে লোহাদের খুটখাট আর বাইরে চাকতিগুলো ঘুরিয়ে চলে। বুক ভরে সে একটা নিঃশ্বাস নেয়, দুটো মনে হচ্ছে খুলে গেছে; আর দুটো নম্বর ঠিক হলেই কেল্লাফলে।

বাইরে ভারী বুটের আওয়াজ পেয়েই প্রখর রুদ্রের মনোযোগ ব্যাহত হয়। তাড়াতাড়ি সে ব্যাগের মধ্যে স্টেথোস্কোপটা ঢুকিয়ে নেয়। দরজা দিয়ে ডঃ হাজরা ঢুকেই অবাক হয়ে যান-"একি প্রখর, এতো সকালে?"

[সমাপ্ত]

ডঃ হাজরা সিরিজ



মৃত্যুর দিকে আর এক পা

পঞ্চম গল্প

free.banglapdf.net

/chitragupto

মৃত্যুর দিকে আর এক পা

-"Patient is losing consciousness... তাড়তাড়ি নার্স..."

অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে অচেতন এক রুগী। দুজন ডাক্তার আর তিনজন নার্স চেষ্টা। একজন নার্স বলে উঠে-"ব্লাড প্রেসার আরও কম হচ্ছে ডাক্তার!"

-"কটন, আরো কটন..."

অপারেশন টেবিলের চারেপাশে রক্তে লাল হয়ে উঠছে, পাশের ট্রেতে লাল হয়ে ওঠা তুলোগুলো চুপসে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। ডাক্তাররা চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু একটা সময় পর অপারেশন টেবিলের পাশের মেশিনটা থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর একটানা 'বিইইইইপপপ...' শব্দ ভেসে ওঠে আর স্ক্রীনের উপর দিয়ে একটা সবুজ সরলরেখা চলে যেতে থাকে। পাশের একটি ডাক্তার কৃত্রিমভাবে হৃদযন্ত্র চালু করার জন্য ইলেকট্রিক শক দিতে থাকলেন...একবার... দুবার...তিনবার। না, আর কোনো স্পন্দন নেই। সিনিয়র ডাক্তারটি বুঝলেন আর কোনো আশা নেই। ধীরে ধীরে নতমুখে হাতে থেকে স্ক্যালপেল নামিয়ে রাখলেন, মুখের মাস্কটাও নামিয়ে দিলেন। দুজন নার্স হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। সিনিয়র ডাক্তার, জেসন নিঃশব্দে মাথা নাড়েন।

বাইরে এসে একজন নার্স রোগীর আত্মীয়দের খারাপ খবরটা দিতেই তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডাঃ জেসন মাথা নামিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা অশান্ত ঝড় বয়ে চলে। তাঁর পনেরো বছরের অভিজ্ঞতার হিসেবে এরকম তো হওয়ার ছিলো না। একটা কিডনি স্টোনের অপারেশন! একটা সুস্থ স্বাভাবিক রুগী, অথচ অপারেশন টেবিলে শুধুমাত্র

/chitragupto
free.banglapdf.net

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সেন্স চলে গেলো তারপর... ডাঃ জেসন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেবিলের ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির দিকে দেখলেন- ২৮শে আগষ্ট ১৯৮২, সন্ধ্যে ৭টা ১৫ মিনিট। পনেরো বছরে এই প্রথম ডঃ জেসনকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হচ্ছে। সব থেকে বেশি নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছে, একটা সুস্থ মধ্যবয়স্কের মৃত্যুর জন্য- যার কোনো রকম কোনো শারীরিক সমস্যা ছিলো না। অপারেশনের সময় কি যে হল, রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হল না।

একটি কম বয়সী ছেলে দ্রুত ডাঃ জেসনের কেবিনের ঢুকে উদ্ধত আর ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে টেবিলের উপরে একটা ঘুষি মেরে বলল-"আপনি যে বলেছিলেন ছোট্ট একটা অপারেশন। তিন-চার দিনের মধ্যে আমার বাবা ছাড়া পেয়ে যাবে। আর আজ আপনারা বলছেন আমার বাবা মারা গেছে!"

ডাঃ জেসন গলাটা শক্ত করেন-"দেখুন, এরকম কেস রেয়ার। কিন্তু কিছু করার ছিলো না। আপনার বাবার রক্ত বন্ধ হচ্ছিলো না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই...

ডাঃ জেসনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছেলেটি ডাক্তারের অ্যাপ্রণের কলারটা চেপে ধরে-"ইয়ার্কি হচ্ছে! আপনি ডাক্তার না মোক্তার! আমার বাবাকে মেরে দিয়ে এখন আমায় ভুলভাল বোঝাতে চাচ্ছেন? আমি কিছু বুঝি না ভেবেছেন!"

ডাঃ জেসন নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেন-"আপনি ভুল বুঝছেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু..." ছেলেটি আরো জোরে ডাঃ জেসনের কলার চেপে ধরলে বাইরে থেকে দুজন অ্যাটেন্ডেন্ট এসে ছেলেটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ছেলেটি রাগে

ফুঁসতে থাকে-"তোকে দেখে নেবো।"

******

ঘড়িতে সকাল নটা, এখনো সবাই আসতে বেশ কিছুটা দেরি আছে। প্রখর রুদ্র ল্যাবের একটা পাশে রাখা একটা মাঝারি সাইজের লোহার লকারের সামনে গিয়ে লকারের উপরে, একটার উপরে আর একটা চারটে সমকেন্দ্রিক ইস্পাতের চাকতি আছে। প্রত্যেকটার উপরে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে। ঐ চারটে চাকতি ঘুরিয়ে সঠিক কম্বিনেশন লাগাতে পারলেই...

প্রখর রুদ্র একবার তাড়াতাড়ি চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। ব্যাগ থেকে একটা স্টেথোস্কোপ বের করে কানে লাগায় আর অন্যপ্রান্তটা লকারের হাতলটার কাছে রাখে। মনোযোগ দিয়ে সে শুনতে থাকে ভিতরে লোহাদের খুটখাট আর বাইরে চাকতিগুলো ঘুরিয়ে চলে। বুক ভরে সে একটা নিঃশ্বাস নেয়, দুটো মনে হচ্ছে খুলে গেছে; আর দুটো নম্বর ঠিক হলেই কেল্লাফলে।

বাইরে ভারী বুটের আওয়াজ পেয়েই প্রখর রুদ্রের মনোযোগ ব্যাহত হয়। তাড়াতাড়ি সে ব্যাগের মধ্যে স্টেথোস্কোপটা ঢুকিয়ে নেয়। দরজা দিয়ে ডঃ হাজরা ঢুকেই অবাক হয়ে যান-"একি প্রখর, এতো সকালে?"

প্রখর রুদ্র একটু তোতলাতে থাকে-"না...না। মানে স্যার কাল রাতে একটা ব্যাক্টেরিয়া কালচার করতে দেওয়া ছিলো। গ্রোথটা চেক করতেই সকাল সকাল আসা।"

ডঃ হাজরা মুচকি হেসে বলেন-"সে তো পরেও করতে পারতে। একটু ঘোরা

ফেরা করো। সব সময় কি যে এতো ল্যাবে পড়ে থাকো তুমি! আরে বাবা পড়াশুনা হয়ে যাবে। এতো ভেবো না।" ডঃ হাজরা কথা বলতে বলতে কোনোদিকে আর খেয়াল না করেই লকারটা খুলে একটা ফাইল বের করে বললেন-"আমারও এইচ আই ভি এর উপরের রিসার্চের নোটগুলো চেক করতে হবে বুঝলে। এতো দিন কাজটা টাকার জন্য আঁটকে ছিলো। জনসন যখন টাকাগুলো দিয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার হোক। আজ আমার অনেক কাজ। তুমি ল্যাবে থাকতে চাইলে কাজ করো, কিন্তু আজ আর আমি তোমায় সময় দিতে পারছি না"

ডঃ হাজরা হাতে একটা হলদে মোটা ফাইল আর একটা ল্যাব নোটবুক নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রখর রুদ্র একটু হতাশ হয়ে পড়ে। যে ফাইলটার জন্য সে এতো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে মাত্র ২ মিনিটের দেরি হওয়ায় সেটা ফস্কালো। ডঃ হাজরা বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ-ই তার কিছু মনে পড়ে, মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

দ্রুত পায়ে সে পোস্ট অফিস গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে-"Better plan. Let him complete research. " প্রখর রুদ্র কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই একটা লম্বা কালো কোট পরা লোক এগিয়ে আসে, নিচু স্বরে পোস্ট মাস্টারকে কিছু বলতে থাকে আর একটা এক ডলারের নোট এগিয়ে দেয়।

******

-"বুঝলে হে হাজরা, আজ মনটা এক্কেবারে ভালো নেই," ডাঃ জেসন হাতে একটা স্কচের গ্লাস নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লেন। জেসন আর ডঃ

হাজরা পাঁচ বছর ধরে প্রতিবেশি। দুজনের বয়সের ফারাকও বিস্তর। জেসনের বয়স পঁয়তাল্লিশ, সেখানে হাজরা সবে ত্রিশ। দুজনের কেউই বিয়ে করেননি এখনও। মাঝে মাঝে একে অন্যের বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসেন। একজন মেডিকেল ফিল্ডে রিসার্চের গল্প করেন , অন্যজন প্রত্যেকদিনে দেখা অদ্ভুত সব মেডিকেল কেসের কথা বলেন।

ডঃ হাজরা স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন-"কেন কি হল হে?"

-"আজ পনেরো বছরে প্রথম মনে হল, আমি হেরে গেছি। একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ চোখের সামনে অপারেশন টেবিলে মারা গেলো। এতোটাই হঠাৎ আর দ্রুত ব্যাপারটা হল, বাঁচানোর সুযোগই পেলাম না।" ডাঃ জেসন চোখ বুজে মাথাটা সোফা থেকে ঝুলিয়ে দিলেন।

-"দেখো, অঘটন তো ঘটতেই পারে...তা কি ভাবে হল?"

-"সত্যিই অঘটন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে লোকটা মারা গেলো। অথচ একদিন আগেও টেস্ট করেছিলাম। ব্লাড প্রেসার থেকে হার্টরেট সব নর্মাল ছিলো," ডাঃ জেসন ঝটকা মেরে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে পড়লেন-"জানো হাজরা, ডেড বডি হ্যান্ড ওভারের পরেরও আমি লোকটার গত চব্বিশ ঘণ্টার ডায়েট চার্ট আর মেডিকেশন রিপোর্ট সব দেখেছি। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। অথচ কিছুতেই যে কেন অপারেশন টেবিলে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছিলো না..." ডাঃ জেসনের কথাগুলো জড়িয়ে আসে-"মৃত্যু আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু নিজেকে এতো অসহায়ভাবে কোনো দিনও পাইনি। টানা তিন ঘণ্টার চেষ্টার পরেও যখন অসহায়ভাবে লোকটাকে সংজ্ঞাহীন হতে দেখছিলাম, তখন নিজেরই নিজের উপর একটা রাগ

আর ঘৃণা হচ্ছিলো।"

ডঃ হাজরা জেসনের কাঁধে হাত রাখে-"অনেকেরই ব্লাড ক্লথিং-এর জেনেটিক্যাল ডিসওর্ডার থাকে। হয়তো সে কারণেই...

ডাঃ জেসনকে আরো অসহায় দেখায়-"কী জানি। তবে আমার বোধহয় আরো যত্নবান হতে হতো। একটার জায়গায় তিনট ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা রাখতে হতো। না হে হাজরা, আমি ঠিক করে নিয়েছি- আমি ডাক্তারি ছেড়ে দেবো।"

ডঃ হাজরা মুচকি হেসে ওঠে-"জেসন তোমার নেশা হয়ে গেছে। তোমার মত এত ভালো একজন সার্জন যদি কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে আরো কতজন বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবেছো?"

জেসনের কথা আরো জড়িয়ে যায়-"আমি ভালো ডাক্তার নি হে। না হলে কি আর একটা মানুষ আমার হাতেই প্রায় এভাবে মারা যায়," জেসন জোরে জোরে মাথা নাড়ে-"আমি ভালো ডাক্তার না...আমি একটা ছোট্ট অপারেশনই করতে পারছি না... আমি ভালো সার্জন না।"

ডাঃ হাজরা জেসনের হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে বলেন-"ঠিক আছে আমরা কাল সকালে এ নিয়ে কথা বলবো। তুমি না হয় এখনেই থেকে যাও আজ রাতটা।"

জেসন টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ায়-"না হে হাজরা। আজ যেতে হবে। কেবিনে ঐ লোকটার ছেলে এসে ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় গালিগালাজ করছিলো। বিশ্বাস করো, আমার একটুও খারাপ লাগে নি। ছেলেটাই ঠিক...আমি ভালো ডাক্তার নই। আজ আসি। গুড নাইট।"

জেসন কাঁধের উপর তার কোটটা ফেলে টলমল পায়ে ডঃ হাজরার কম্পাউন্ড পার হয়ে যান। ডঃ হাজরা দেখতে থাকে। তিনি জানেন রাস্তার ওপাশের বাড়িটাতে জেসনের পৌঁছাতে কোনো অসুবিধাই হবে না। তাও তাকিয়ে থাকেন, হয়তো আজকে জেসনকে একটু বিচলিত দেখেই। রাস্তার লাইটগুলো জ্বলছে। আর ঠিক তখনই রাস্তার একদিক থেকে একটা বাইক হাই স্পীডে এসে থামে। বাইক আরোহী হেলমেটের সামনের কাঁচ তুলতেই জেসন যেন একটু কারুণার হাসি হাসে। ডাঃ হাজরা জেসনের মুখের হাসিটাই দেখতে পেলেন, ছেলেটার মুখ নয়। ছেলেটা দ্রুত কোমরে গোঁজা একটা ধারলো ছুরি বের করে এলো পাথাড়ি ডাঃ জেসনের গলা লক্ষ্য করে চালালো। ডঃ হাজরা মুহূর্তের আকস্মিকতা হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপরই চীৎকার করে রাস্তার দিকে ছুটলেন। ছেলেটি চীৎকার শুনে ডঃ হাজরা দিকে একবার দেখেই গাড়িতে স্টার্ট দিলো। দূরের অন্ধকারে ছেলেটি মিশে গেলো। আর জেসন তখন রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে।

******

প্রায় সপ্তাহ তিন পরে ডঃ হাজরার কেবিনের দরজা ঠেলে একজন উকিল ঘরে ঢুকে এলেন; সঙ্গে একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গা লোক, নাক টিকালো। মুখ দেখে যদিও প্রায় পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকটি জেসনের ভাই ছাড়া আর কেউ হতেই পারেনা। কম বয়সী লোকটি ঢুকে ডঃ হাজরার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়- "হ্যালো, আমার নাম জেস্যুস। জেসনের ভাই।" ডঃ হাজরা মুচকি হাসেন। জেস্যুস বলে চলে-"আমার দাদার খুনির আপনিই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। আপনি থানাতেও দোষী সনাক্ত করেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি থাকি ওশিংটনে।

দাদার মৃত্যুর পর থেকে এইসবের চক্করে এ শহরে আছি। পরশু কোর্টে ট্রায়াল শুরু হচ্ছে। আপনাকেও ডাকা হয়েছে, নিশ্চিত। আমি শুধু আপনার থেকে সহযোগিতাটুকুই প্রার্থনা করতে এসেছি। কোনোরকম আবেগে প্লিজ ভেসে যাবেন না।

ডঃ হাজরা ভ্রু কুঁচকে তাকান-"মানে?"

জেস্যুস উকিলটিকে ইশারা করতেই উকিলটি এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে-"দেখুন ডঃ হাজরা। আপনি ভালো করেই জানেন আততায়ী, মিলার আসলে যে রুগীটি ঘটনার দিন সকালে মারা গিয়েছিলো তার ছেলে। এখন কোর্টে অভিযুক্ত পক্ষের উকিল প্রামাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে ডাঃ জেসনের ভুল চিকিৎসার জন্য মিলারের বাবা মারা গেছে। তাই মিলার নিজের মেজাজ হারিয়ে মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ ছিলো। খুনটা ঝোঁকের মাথায় অনিচ্ছাকৃত। মানে আর কি সাজাটা কমিয়ে আনার জন্যই এসব আর কি! এখন আপনিও যেন আবেগে বয়ে যাবেন না। এটুকুই অনুরোধ।"

ডঃ হাজরা টেবিলের উপর থেকে একটা বাক্স থেকে সিগার বের করে ঠোঁটের কোণে রাখেন-"এতদূর এসব বলতে না এলেও পারতেন। আমি যা জানি তাই সত্যি বলবো। কিন্তু ডাঃ জেসন যে কোনো ভুল করেননি, সেটাই বা আপনারা সিওর হচ্ছেন কি করে?"

জেস্যুস এগিয়ে আসে-"একই বলছেন আপনি? আমি দাদাকে এতো বছর ধরে চিনি। উনি জেনে বুঝে কোনো ভুল করতেই পারে না।

ডঃ হাজরা মুচকি হাসেন-"আর না জেনে , ভুল?"

জ্যেসুস বলে চলে-"আপনি বিশ্বাস করুন। আমার দাদা এরকম করতেই পারে না।"

-"এবার কি তুমি আবেগী হয়ে পড়ছো না? কোর্টে কিন্তু এসবের কিছু ধোপে টিকবে না। সলিড প্রমাণ চাই। মিলারের কঠোর সাজা নিশ্চিত করতে গেলে ডাঃ জেসনকে নির্দোষ প্রমাণ করাটাও দরকারি।"

উকিলের মুখে একটু উদ্বেগের কালো মেঘ দেখা দিলো-"তাহলে?"

ডাঃ হাজরা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-"তোমরা পরশুর জন্য তৈরি হও। এই চব্বিশ ঘণ্টা দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। পরশু কোর্টে আমি সামনের রো-তে বসবো। যখন প্রয়োজন হবে আমি আপনাকে যেভাবে হোক সাহায্য করবো।" উকিলটি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

দুজনে দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগেই ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-" চিন্তা করোনা জেস্যুস। দোষী শাস্তি পাবেই। জেসন আমার ভালো বন্ধু ছিলো। বাই জ্যেস্যুস"

জেস্যুস চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ডঃ হাজরা সিগারটি অ্যাশ ট্রেতে চেপে নিভিয়ে দেয়। তারপর জোরে হাঁক পাড়ে-" প্রখর..."

প্রখর রুদ্র সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রখর রুদ্র গত কদিন ধরেই সব জানে মোটামুটি। ডাঃ হাজরা মুচকি হাসে-" কতগুলো খবর জোগাড় করে আনতে হবে।

মিলার ও তার বাড়ির লোকজন, হাসপাতালে ডাঃ জেসনের সাথে কারো ঝগড়া আছে কিনা, ভাইয়ে-ভাইয়ে বনিবনা কেমন এসব। আর ঐ দিনে রোগীর সারাদিনের ডায়েট চার্ট থেকে শুরু করে মেডিকেশন ডিটেলস, কারা কারা দেখা করতে এসেছিলেন- সব জোগাড় করবে হসপিটাল থেকে। রোগীর আত্মীয়দের থেকেও জানবে রোগীর সারাদিনের কাজ-কর্ম ও খাওয়া দাওয়া। দেখা যাক আমরা কিছু পাই কিনা। দরকারে সব নোট নেবে। প্রখর রুদ্র আর বেশি কিছু না বলে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে বের হয়ে যায়।

******

দুদিন পরের কোর্ট রুম। বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে কোর্টরুমে। ডাঃ জেসনের হাসপাতালের বেশ কিছু ডাক্তার এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে প্লাকার্ড নিয়ে আদালতে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। তারা যদিও বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের প্রতিবাদ জারি রেখেছে। কাঠগড়ায় একটি বছর বাইশের ছেলে দাঁড়িয়ে। ডাঃ হাজরা ছেলেটির দিকে তাকাতেই তাঁর চোখের সামনে সেদিনের সন্ধ্যের ঘটনাটা আরো একবার ভেসে ওঠে। আজ ছেলেটি যেন বড্ড অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে, দেখে মায়া লাগেই। কিন্তু সেদিনের কথা ভেবে ডঃ হাজরা চোয়াল শক্ত করেন-সেদিন ছেলেটির চোখে কি প্রতিহিংসাই না ছিলো!

জাজ এসে কোর্টের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে অভিযুক্ত পক্ষের উকিল সওয়াল শুরু করেন। কাঠগড়ায় ডেকে নেওয়া হয় নার্স মারিয়াকে। উকিল তার প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন-"সিস্টার মারিয়া, ২৮শে আগষ্ট ১৯৮২ তারিখ আপনি দুপুর সাড়ে

চারটে থেকে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?"

মারিয়া একবার চোখ তুলে চারিদিকে দেখে নেয়-"আজ্ঞে, অপারেশন থিয়েটারে। ডাঃ জেসন একজন রুগীর সার্জারী করছিলেন। সেখানেই।"

-"সেই রুগীর নাম?"

-"এমারেল্ড পিটারসন।"

-"ঠিক কি হয়েছিলো এমারেল্ডের?"

-"কিডনি স্টোন ছিলো। সেটারই অপারেশন ছিলো।"

-"অপারেশনটার রিস্ক ফাক্টর কতটা ছিলো?"

মারিয়া যেন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে-"আমি একজন নার্স। আমার কাজ ডাক্তারদের কাজে সহয়তা করা। এসব আমি জানি না।"

অভিযুক্ত পক্ষের উকিল, বিলিয়াস হেসে ওঠে-"আপনি প্রায় সাত বছর ধরে এই পেশায় আছেন। তারপরও বলছেন এই অপারেশনের রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে আপনার কোনো মতামত নেই! ভারি আশ্চর্য।"

মারিয়া বুকের সামনে দুটো হাত একটা আর একটার উপরে রাখলো-"যেটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে তা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

পীড়িত পক্ষের উকিল, নিকোল বলে ওঠেন-"মাই লর্ড, এখানে ডাঃ জেসন হত্যাকান্ডে মামলা চলছে। এখানে এমারেল্ড কিভাবে মারা গেছে কি দরকার?"

বিলিয়াস বলে ওঠে-"আছে মাই লর্ড। কোনো অপরাধই বিনা কারণে সংঘঠিত

হয় না। তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। যেটাকে খুব সহজ ভাষায় মোটিভ বলে। আমার বন্ধুবরটি বোধহয় আইনের সহজপাঠ ভুলে যাচ্ছেন। আদালতের সামনে মোটিভটি পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন আছে।"

জাজ সম্মতি দিলে বিলিয়াস তার প্রশ্নপর্ব শাণিত করে-"ওকে মিসেস মারিয়া। রিস্ক ফ্যাক্টর ছাড়ুন। এই ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখুন। পরিষ্কার লেখা আছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য প্রথমে এমারেন্ড রেসপন্স করা বন্ধ করে দেয়, ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। যখন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো তখন আপনারা ঠিক করেছিলেন?"

নার্স মারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে-"অপারেশনের সময়ে ফ্লুইড আর ব্লাড দেওয়া হয়েছিলো। অপারেশনও ভালো চলছিলো কিন্তু যত সময় যেতে লাগলো রক্তক্ষরণ বাড়তে লাগলো। কিছুতেই ব্লাড ক্লথ করছিলো না।"

-"ব্লাড ক্লথ?"

-"জমাট বাঁধছিলো না রক্ত কিছুতেই। শেষে ডাঃ জেসন Cauterization করেন কিন্তু ততক্ষণে এমারেন্ড প্রায় রেসপন্স করছিলো না।"

বিলিয়াস গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, ততক্ষণে এমারেন্ড আর রেন্সপন্স করছিলো না। মানে অর্ধমৃত ধরে নিতে পারি আমরা। এখানে কোর্টের সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি Cauterization হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাগৈতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলোর একটি। কোনো ক্ষতের সংক্রমণ বন্ধ করতে সেই জায়গাটি পুরানোদিনে তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সেটাকেই Cauterization-এর রূপ দিয়েছে। সংক্রমণ ছাড়াও রক্তপাত বন্ধের জন্য যে

ধমনী থেকে রক্তপাত হচ্ছে সেটাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল- মারিয়া, রিপোর্টে যা দেখা যাচ্ছে তাতে আপনাদের সেদিন এক ইউনিট রক্ত ছিলো। কেন আরো বেশি ইউনিটের ব্যবস্থা করে অপারেশ শুরু হল না?"

মারিয়া বলে ওঠে-"এমন কিছু রিস্কি অপারেশন তো ছিলো না। এক ইউনিট রক্ত যথেষ্ট ছিলো।"

-"হোল্ড ওন এ সেকেন্ড! একটু আগেই আপনি বললেন অপারেশনের রিস্ক নিয়ে আপনার সম্যক ধারণা নেই। আর এখন বলছেন এমন রিস্কি অপারেশন না? মানে আপনি তারমানে জেনে শুনে কোর্ট কে ভুল পথে চালিত করছেন?"

মারিয়া কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বিলিয়াস গলা চড়ায়-"মাই লর্ড, পয়েন্ট টু বি নোটেট। মারিয়া একজন অভিজ্ঞ নার্স। আর সরাসরি না হলেও তিনি স্বীকার করছেন যে এমারেন্ডের অপারেশন এমন কিছু রিস্কি ছিলো না। দ্যটস অল।"

নিকোল এবার উঠে মারিয়াকে জিজ্ঞাসা করে-"আচ্ছা মারিয়া আপনি যে বললেন, এক ইউনিট রক্ত যথেষ্ট ছিলো। তাহলে এমারেন্ড মারা গেলেন কিভাবে সেটা কোর্টকে সেটা দয়া করে বলবেন?"

মারিয়া এবার কিছু সাবধানী হয়-"ওনার ব্লাড গ্রুপ O-। এমনিতেই রেয়ার। কিন্তু আমরা কেউ এক্সপেক্ট করিনি এরকম হয়ে পারে। সাধারণত এরকম অপারেশনে খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু ওনারটা দূর্ঘটনা। কিছুতেই রক্তক্ষরণ কমছিলো না। কিছু কিছু রোগীর জেনেটিক্যাল কারণে এরকম সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু এরকম কোনো উপসর্গ আমরা দেখিনি বলেই সাসপেক্ট করিনি।"

নিকোল এবার বলে ওঠে-"পয়েন্ট টু বি নোটেড, মাই লর্ড। একজন অভিজ্ঞ নার্স পর্যন্ত স্বীকার করছেন এমারেন্ডের মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো। কোনো গাফিলতি ছিলোই না। ডাক্তাররা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্ভব হয়নি। মানুষের মৃত্যু বেদনাদায়ক কিন্তু অখন্ড সত্য। তাই এবার আমি মূল ডাঃ জেসন হত্যাকান্ডে ফেরার অনুমতি চেয়ে একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ডঃ হাজরাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকতে চাই।"

মারিয়া নেমে যেতেই ডঃ হাজরা এসে দাঁড়ান। নিকোল জিজ্ঞাসা করে-" ২৮শে আগষ্ট রাতে ঠিক কি হয়েছিলো আদালত কে বিস্তারিত বলবেন?"

ডঃ হাজরা বুক ভরে একটা শ্বাস নেন-"২৮শে আগস্ট রাতে জেসন আমার বাড়ি থেকে বের হন। সেদিন ওঁর মন ভালো ছিলো না। বার বার বলছিল হসপিটালে একজন রোগী নাকি মারা গেছে। এই দুর্ঘটনাটা হওয়ার ছিলো না, তাও কিভাবে ঘটে গেলো সেও সিওর না। তাই জন্যই একটু মানসিক বিচলিত ছিল। ও একটু মদ্যপই হয়ে পড়েছিলো। আমি বাইরে পর্যন্ত ওর সাথেই আসি। রাস্তার উল্টোদিকেই ওর বাড়ি। রাস্তার পার হওয়ার সময়ই হঠাৎ করেই বাইকে করে ঐ ছেলেটি এসে জেসনকে এলো পাতাড়ি ছুরি মারতে থাকে। আমি চীৎকার করে এগিয়ে যেতেই পালিয়ে যায়।"

নিকোল বলে ওঠে-"আপনি বলতে চান সমানে দাঁড়ানো ছেলেটিই? তাই তো? আপনি সিওর?"

-"হ্যাঁ একশোভাগ শিওর। হেলমেটের কাঁচ ওঠানো ছিলো। আমি পরিষ্কার

ওর মুখ দেখেছিলাম। সামনে দাঁড়ানো ছেলেটিই ছুরি মেরেছিলো।"

নিকোল গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, এই ছেলেটি ডাঃ জেসনকে ছুরি মেরে ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাও আমি তদন্তকারী অফিসার ইরশাদকে ডেকে নেবো।" নিকোল ডঃ হাজরার দিকে ফিরে বলে-"থ্যাংক ইউ ডঃ হাজরা আপনি আসতে পারেন।"

মাঝারি উচ্চতার এক পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়ান। দেখে তাকে এশিয়ান বলেই মনে হয়। নিকোল কিছুক্ষণ ধরে কিছু কাগজপত্র দেখে শুরু করলেন- "আপনারা ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। কে ফোন করেছিলো? আর তারপরে আপনারা কিভাবে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটিকে দোষী হিসেবে গ্রেপ্তার করলেন মহামান্য আদালতকে জানান।"

ইরশাদ শুরু করে-"ফোন যিনি করেছিলেন ওনার নাম ডঃ হাজরা। আমার আগের সাক্ষী। ডঃ হাজরা ডাঃ জেসনকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আমাদের একটা টিম প্রমাণ সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে যায় আর অন্য টিম হাসপাতালে। সেখানেই ডঃ হাজরা আততায়ীর বাইকের নম্বর আমাদের দেন। বাইকটা এমারেন্ডের নামে রেজিস্টার ছিলো। নম্বর ধরেই আমরা এমারেন্ডের বাড়ি পৌঁছে দেখি এই ছেলেটি পালানোর চেষ্টা করছে। বাইকটি উদ্ধার হয়। বাইকের গায়ে রক্তের ছিঁটে লেগে ছিলো। ফরেনসিক কনফার্ম করেছে ওটা ডাঃ জেসানের রক্ত। ছেলেটির কাছ থেকে মার্ডার উইপোন হিসেবে ছুরিটিও উদ্ধার করেছি। ডঃ হাজরাকে ডেকে পাঠালে উনি এসে ছেলেটিকে সনাক্ত করেন।"

নিকোল মাঝপথে থামিয়ে দেয়-"সনাক্তকরণের পদ্ধতিটি যদি বলেন?"

-"আমাদের সন্দেহ ছিলো সন্ধ্যের সময়ে ডঃ হাজরা ঠিক দেখেছেন কিনা! তার উপর ছেলেটির মাথায় হেলমেট ছিলো। তাই আমরা সব মিলিয়ে সাতজন মোটামুটি একই বয়সের ছেলেকে দাঁড় করিয়ে ডঃ হাজরাকে সনাক্ত করতে বলি। উনি মিলারকেই সনাক্ত করেন। আমরাও সিওর হই ডঃ হাজরা ভুল দেখেননি।"

নিকোল আবার গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড ডঃ হাজরা সাতজন লাইন আপের মধ্যে থেকে এই মিলারকেই চিনে নেয় যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিলো। তারমানে ডঃ হাজরার বয়ানকে কোনোভাবে সন্দেহ করার অবকাশ থাকেই না। তাই আমার আর্জি আর কোনো সময় নষ্ট না করেই আদালত তার রায় শোনান। সমস্ত তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষী থেকে এ কথা প্রমাণিত মিলারই ডাঃ জেসনের হত্যাকারী। আদালত যেন কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে এই ছেলেটিকে ক্ষমাদৃষ্টিতে না দেখে। তাহলে ভবিষ্যতে যে কোনো দুর্ঘটনাজনিত বা স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ডাক্তারদের দায়ী করে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হবে। দ্যাটস অল।"

বিলিয়াস উঠে দাঁড়ায়-"এতো তাড়া কিসের নিকোল?" একটু মুচকি হেসে আবার শুরু করে-"আদালতের কাছে মিলারের বয়ান দেওয়া আছে। আর সে বয়ানে সে পরিষ্কারভাবেই তার দোষ স্বীকার করেছে। আমিও নিকোলের সাথে একমত কোনো দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য ডাক্তারকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু গাফিলতি, দায়িত্বহীনতা সেটা কি বলবেন? নাকি সেটার জন্যও ডাক্তারদের দোষী বলা যাবেন না? যাইহোক সে কথায় পরে আসছি। আগে

আমি ইরশাদকে কতগুলো প্রশ্ন করে নিই। আচ্ছা আপনি যখন মিলারকে গ্রেপ্তার করেন তখন মিলারের আচার ব্যবহার কিরকম ছিলো? মানে মানসিকভাবে প্রকৃতিস্থ লাগছিলো?"

ইরশাদ কিছুক্ষণ ভাবে-"না, ঠিক মানসিকভাবে ধাতস্থ ছিলো না; হয়তো। আমরা গ্রেপ্তার করার পরও বার বার প্রলাপ বকছিলো- 'আমার বাবাকে মেরে দিলো। সব শালা শয়তান!'। মাঝে মাঝে হাসছিলো আবার কাঁদচ্ছিলো। সেদিন রাতে কিছু খায়নি। সকালে আমরা একটা ডাক্তার ডেকেছিলাম। তাঁকে দেখেও মিলার কেমন যেন খেপে গিয়েছিলো। তারপর ডাক্তার সব চেক করে নর্মাল বলতে আমরা কিছুটা স্বস্তির শ্বাস নিই।"

বিলিয়াস বলে ওঠে-"আমি মহামান্য আদালতকে এই জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করতে বলবো। মিলার মাঝে মাঝে হাসছিলো আবার কাঁদছিলো। ডাক্তার দেখলে তেড়ে যাচ্ছিলো। স্বাভাবিকভাবেই ছেলেটি তার বাবার মৃত্যুতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়েছিলো। তাই যখন খুনটি হয় মিলার আবেগের বশে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় খুনটি করে। আমাদের বুঝতে হবে মিলার পরিস্থিতির স্বীকার। আর তার এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? একজন দায়িত্বহীন ডাক্তার! ডাঃ জেসান যে কতটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন ছিলেন সেটা জানার জন্যই সেদিনের ওনার অপারেশন থিয়েটারের সহকারী ডাক্তার ডাঃ বিবেককে ডেকে নেবো।"

ডাঃ বিবেক সাক্ষ্য দিতে আসেন। বিলিয়াস একই আক্রমণের ভঙ্গিমা জারি রাখেন-"২৮ শে আগষ্ট আপনি ডাঃ জেসনের সহকারী সার্জেন্ট ছিলেন। নার্স

মারিয়া আগে বলে গেলেন তিনি এই অপারেশনের রিস্ক সম্বন্ধে সেভাবে ধারণা রাখেন না। ডাক্তার আপনার কি মত? আপনি তো নিশ্চিত রিস্ক ফ্যাক্টর জানতেন। সেটা আদালতকে বলবেন কি?"

ডাঃ বিবেক বলতে শুরু করেন-"আসলে আমাদের শরীর বড় অদ্ভুত ভাবে কাজ করে। অপারেশনের সময় কাউকে বেহুঁশ করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে হুঁশ ফেরানোটাই একটা মিরাকেল...সব সময় সবার হুঁশ ফিরবে এর কোনো মানে নেই। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে...

ডাঃ বিবেককে বিলিয়াস থামিয়ে দেয়-"আপনার ইলিয়াড ওডিসি শোনার মত সময় আদালতের নেই। এসব মিরাকেলের কথা সাইডে রেখে পাতি বলুন আপনার অভিজ্ঞতার হিসেবে এমারেন্ডের অপারেশনটা কতটা রিস্কি ছিলো? আদৌ কি রিস্কি ছিলো?"

ডাঃ বিবেক একটু থতমত খেয়ে যান-"একটা কিডনি স্টোন ছিলো। সেটার একটা রিস্ক ফ্যাক্টর তো থাকেই। তবে এতোটা খারাপ হয়তো হতো না যদি না রক্তক্ষরণটা সঠিক সময়ে বন্ধ করা যেত।"

-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, ডাঃ জেসন সঠিক সময়ে রক্তপাত বন্ধ করতে পারেন নি।"

-"না ...না। আপনি ভুল বুঝছেন। উনি চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আমিও করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছিলো না যে।"

বিলিয়াস কণ্ঠ দৃঢ় করে-"যেটা বোঝার সেটা আদালতকেই বুঝতে দিন। আপনাকে যেটুকু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সেটুকুই বলুন। হ্যাঁ তা যা বলছিলাম, মারিয়া বলেছেন নিয়ম মাফিক মাত্র এক ইউনিট রক্ত ছিলো। আর রক্তক্ষরণের সমস্যা জেনেটিক্যাল হতে পারে।এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কি অপারেশনের আগে চেক করেছিলেন?"

ডাঃ বিবেক মুখ মুছতে থাকেন হাত দিয়ে-"আসলে সেরকম কোনো উপসর্গ ডাক্তার নার্স কারুরই চোখে পড়েনি বলেই মাথায় আসেনি।"

-"সহজ কথায় আপনারা চেক করেননি," বিলিয়াস টেবিল থেকে একটা কাগজের তাড়া তুলে নেন-"এটা পুলিশকে দেওয়া আপনার বয়ান। এই অপারেশনের ঠিক একদিন আগে তখনও রক্তের ব্যবস্থা হয়নি। আপনার আর ডাঃ জেসনের কথা হয়েছিলো। সেটা আদালতকে জানাবেন কি?"

ডাঃ বিবেক বলেন-"এমারেন্ডের যন্ত্রণা বাড়ছিলো। তাই ডাঃ জেসন অপারেশনটা করে ফেলতে চাইছিলেন। এদিকে রেয়ার গ্রুপ বলেই রক্ত পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই আমি সাজেস্ট করেছিলাম অন্তত আর কটা দিন ওয়েট করতে।"

-"উত্তরে উনি কি বলেন?"

ডাঃ বিবেক আমতা আমতা করতে থাকেন-"উনি বলেছিলেন...মানে...উনি বলেছিলেন, 'উই ক্যান ম্যানেজ'।"

বিলিয়াস গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, 'উই ক্যান

ম্যানেজ'। যেখানে হসপিটালের রুল বলছে মিনিমাম এক ইউনিট রক্তের ব্যবস্থা ছাড়া ওটিতে ঢুকতেই না। এর থেকেই বোঝা যায় উনি ডাঃ জেসন আসলেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন। তার কাছে মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই।"

ডাঃ বিবেক যেন এবার একটু মেজাজ হারান, চীৎকার করে ওঠেন-"এসব কি বলছেন আপনি! আপনি সার্জারির কি বোঝেন! একটা মানুষের যন্ত্রণা বোঝেন আপনি? এমারেন্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো। আমরা চাইলে হয়তো আরো একমাস দেরি করাতেই পারতাম। কিন্তু ডাঃ জেসন দ্রুত এমারেন্ডকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। উনি হসপিটালের ওন অফ দ্য বেস্ট সার্জেন্ট।"

বিলিয়াস ঠান্ডা কণ্ঠে বলে ওঠেন-"এটা আপনার হসপিটাল নয়। আদালত। তখনই বলুন যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আদালতের কাছে সাক্ষ্য প্রমাণই শেষ কথা। আপনার আবেগের কোনো দাম নেই।"

নিকোল দাঁড়িয়ে জাজের কাছ থেকে ডাঃ বিবেককে প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে নেন-"আচ্ছা ডাঃ বিবেক। নার্স মারিয়া বলল শেষ পর্যন্ত এক ইউনিট রক্ত জোগাড় হয়েছিলো। সেটার ব্যাপারে বলবেন?"

ডাঃ বিবেক যেন কিছুটা ধাতস্থ হন-"আমিই ডাক্তার জেসনকে এই রিস্কটা নিতে বারণ করি। হ্যাঁ, আমরা ম্যানেজ করে ফেলতাম, হয়তো। কিন্তু তাও। আমার স্ত্রীর O- গ্রুপ। সকালে তাঁকেই রাজি করিয়ে এক ইউনিটের রক্তের ব্যবস্থা করি। ডাঃ জেসনও খুব খুশি ছিলেন। আমার স্ত্রীর সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন, ওঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন বারবার। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে

বলেছিলেন, এই রুগীটাকে আমি বাঁচিয়ে নিতামই। কিন্তু তুমি আমায় আইন ভাঙার হাত থেকে বাঁচালে।" আবেগে ডাঃ বিবেকের গলা বুজে আসে।

নিকোল গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, যে ডাক্তারদের আমরা কাঠগড়ায় তুলছি তাঁরা একজন রোগীর জীবনের জন্য কতকিছু করছেন তা আমরা কোনোদিনই জানতে পারবো না। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে ওনারা মোটেই দায়িত্বহীনের মতো কাজ করেননি সেদিন। এমারেন্ডের মৃত্যুটা একটা দুর্ঘটনা।"

বিলিয়াস ফুট কাটে-"এতো কিছু করেও বাঁচলো কি? আমি আদালতের অনুমতি নিয়ে ডাঃ বিবেককে আমার শেষ প্রশ্ন করতে চাই।" জাজ সাহেব অনুমতি দিলে বিলিয়াস শুরু করে-"এতক্ষণের যে চিত্রনাট্যটি পরিবেশিত হল, তা যে কোনো ফিল্ম লুফে নেবে। কিন্তু এটা বাস্তব। ডাঃ বিবেকের স্ত্রীকে আমি কুর্নিশ জানাই। কিন্তু সমস্যা হল, এর থেকে কোথাও প্রমাণ হয়না যে ডাঃ জেসন দায়িত্বহীন ছিলেন না। শেষ প্রশ্ন, সেদিন আরো ইউনিট রক্ত থাকলে কি এমারেন্ডকে বাঁচানো যেতো?"

ডাঃ বিবেক মাথা নিচু করে নেন-"জানি না। তবে হয়তো আরো কিছুটা সময় পাওয়া যেত।"

বিলিয়াস গলা চড়ায়-"দ্যাটস আল মাই লর্ড। আরো কিছুটা সময় পাওয়া যেত। এমারেন্ডের যে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না, সেটা ডাঃ জেসন বা বিবেক কেউই পরীক্ষা করার দরকার মনে করেননি। আগে জানতে পারলে হয়তো এই মৃত্যু এড়ানো যেতোই।"

নিকোল উঠে দাঁড়িয়ে বলে-"আমার বন্ধুবরটি মামলা বারবার ঘুরিয়ে ডাঃ জেসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা জেসন হত্যা মামলা, এমারেন্ড কিভাবে মারা গেছিলেন তাতে কি যায় আসে। তাই..."

জাজ মাঝপথেই নিকোলকে থামিয়ে দেয়। নাকের ডগায় ঝুলতে থাকে চশমার উপর দিয়ে বলে-"নিকোল, তুমি বোধহয় এখনো মামলার গতিটা বুঝে উঠতে পারোনি। দোষী তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। তার পক্ষের উকিলও সেটা স্বীকার করেছে। তাই তার শাস্তি হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু শাস্তি কতটা কঠোর হবে বা নমনীয় আমরা বোধহয় এখন সেটা নিয়েই আলোচনা করছি।" পিছন থেকে বিলিয়াসসহ বেশ কিছু লোক হেসে ওঠে। জাজ একবার জোরে 'অর্ডার' 'অর্ডার' বলে আবার শুরু করলেন-"নিকোল, তোমার আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলে পেশ করতে পারো। তা নাহলে এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি রায় শোনাবো। যেখানে দোষী আদালতে দাঁড়িয়ে নিজে কোনো প্ররোচনা ছাড়াই নিজের দোষ স্বীকার করেছে, সেই কেসের জন্য আমি আলাদা আর তারিখ দেবো না।"

নিকোল আরো কিছু বলতে যাওয়ার আগেই জাজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল-"মধ্যহ্নভোজের বিরতির সময় হয়েছে। বিরতির পর নতুন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে আমি সরাসরি রায় শোনাবো।"

আদালতে মধ্যহ্নভোজের বিরতি হয়ে যায়। নিকোলকে যেন একটু চিন্তিত দেখায়। বিলিয়াস এবার ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বেরিয়ে যায়। ডঃ হাজরা বাইরে এসে ঘড়ি দেখতে থাকেন। প্রখরের তো আগেই আসার কথা ছিলো।

মধ্যহ্নভোজের পর আবার কোর্টের কাজ শুরু হয়। এরমধ্যে প্রখর রুদ্র কোর্টরুমের দরজায় এসে দাঁড়ালেও পুলিশ ভিতরে ঢুকতে দেয় না। ডঃ হাজরাকে বাইরে থেকেই ইশারা করে একটা কিছু একজন পুলিশকে দিয়ে পাঠায়। ডঃ হাজরা দেখলো একটা অডিও ক্যাসেট আর একটা ছোট্ট চিরকুট। ডঃ হাজরা আস্তে করে চিরকুটটা চিরকুটটা খুললেন-'Dr. Jesson Not guilty. Allow Elina, sister of Emarand. Waiting outside.' ডঃ হাজরা কিছুক্ষণ ভাবলেন এভাবে চলতি কোর্টে অনুমতি নেওয়া সহজ হবে কিনা! তবে এর আগে অনেকবার প্রখর তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে, তাই এই চান্সটা নেওয়াই যায়।

বিলিয়াস তখন তার ক্লোজিং স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, ডঃ হাজরা চিরকুটটা এক ফাঁকে নিকোলের হাতে দিলেন। নিকোল পড়ে একবার ডঃ হাজরার দিকে তাকালেন। ডঃ হাজরার চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করলেন। নিকোল উঠে জাজের কাছে কোর্টে ইলিনাকে আনার অনুমতি চাইলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিলিয়াস অমত জানায়। কিন্তু জাজ শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেন।

সাক্ষীর বক্সে ইলিনা দাঁড়াতেই নিকোল জিজ্ঞাসা করে-"কোর্টে আপনার বয়ান একটা অডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করে জমা দেওয়া হয়েছে সবে। সেটা কোর্টের এখনও শোনার সময় হয়নি বলেই আমি জানতে চাইছি আরো একবার এতে কি আছে বলবেন?"

ইলিনা বললেন-"এই তো আজ সকালে ঐ লোকটি আমার সাথে দেখা করতে আসে।" ইলিনা কোর্টে একধারে দাঁড়ানো প্রখর রুদ্রকে দেখিয়ে দেয়। তারপর আবার শুরু করে-"উনি বললেন আমার ভাইপো ডাঃ জেসানের হত্যায় জড়িত তাই

কিছু জানতে চান।"

নিকোল বলে ওঠে-"আপনি কোর্টে আসেনি কেন? আর পুলিশের রিপোর্টে তো আপনার বয়ানে আপনি বলেছেন এমারেন্ডের অপারেশনের দিন আপনি ছিলেনই না। আর ডাঃ জেসানের হত্যার ব্যাপারেও আপনি কিছুই জানেন না।"

-"আমি এসে কি বা করতাম। পুলিশে যা বলেছি এখনো তাই বলছি। আর তাছাড়া এমারেন্ডের সাথে এমন কিছু ভালো সম্পর্ক আমার ছিল না। ও আমার হাফ ব্রাদার ছিলো। আমাদের মা একই, বাবা নয়। হসপিটালে ভর্তি তাই মানবিকতার খাতিরেই দেখতে গিয়েছিলাম অপারেশনের একদিন আগে। এর বেশি কিছু না।"

নিকোল যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কি জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে পারে না। প্রখর রুদ্রের দিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করে-"তা ঐ লোকটি কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলেন"

-"ঐ আগের দিন সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে গিয়ে কি কথা হয়েছিলো। এসবই..."

নিকোল এখনো বুঝে উঠতে পারেনা তার ঠিক কি জিজ্ঞাসা করা উচিত-"তা আপনাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিলো?"

-"তেমন কিছুই না। অনেকদিন পর দেখা হচ্ছিলো। একটু আবেগী হয়ে পড়েছিলো এমারেন্ড। আমি ফল এনেছিলাম কিছু, দিলাম। ছোটবেলার গল্প হল কিছুক্ষণ। আমারও কাজ ছিলো, তাও আধ ঘণ্টা মতই ছিলাম। বের হওয়ার আগে

বলছিল ওর মাথাটা ধরেছে, হালকা জ্বর জ্বর লাগছে। ওর রুমে কোনো নার্স দেখতে পাইনি তখন। আমার কাছে সব সময় অ্যাসপিরিন থাকেই। তাই আমিই ব্যাগ থেকে বের করে ওকে দিলাম। ও খেয়ে শুলো আর আমি বেরিয়ে এলাম। এরপরের কিছুই আমি জানি না।"

নিকোল আর কি জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছন থেকে বিলিয়াস বলে ওঠে-"মহামান্য আদালত, আমার মনে হয় আমার বন্ধুবর বৃথা কোর্টের সময় নষ্ট করছেন। ইলিনার বক্তব্য থেকে ডাঃ জেসান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আর ঠিক এই কারণেই আমার পক্ষ থেকে কোর্টে ওনাকে পেশ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি। আরো একবার আমার সেই অনুমানই সত্য প্রমাণিত হল।"

জাজ সাহেব একটু বিরক্ত হয়ে বলল-"কী হে নিকোল আর কিছু বলার না থাকলে তবে এবার রায় শোনাই?"

ডঃ হাজরা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন-"যদি কিছু মনে না করেন আমার কিছু বলার ছিলো।" জাজ সাহেব অনুমতি দিতেই সাক্ষীর বক্সে এসে ডঃ হাজরা বললেন-"প্রথমে আমি আমার বক্তব্য পেশ করার আগে আমি একবার ডাঃ বিবেকের একটি মতামত জানতে চাই।" কোর্ট অনুমতি দিতেই ডঃ হাজরা জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনারা কি জানতেন এমারেন্ড অপারেশনের আগের রাতে অ্যাসপিরিন নিয়েছে?"

ডাঃ বিবেক অবাক হয়ে বললেন-"না। আমি তো এই প্রথম শুনছি। আমি সকালে এসে মেডিকেশন লিস্টি দেখেছিলাম। সেখানেও কোনো উল্লেখ ছিলো না।"

-"আর থাকলে কি করতেন?"

-"হয় অপারেশন আট দশ দিন পিছিয়ে দেওয়া হতো। আর না হলে আরো এক দু ইউনিট রক্ত জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। আগে থেকে খেয়াল রাখা যেত।"

ডঃ হাজরা জাজের দিকে ফিরে বললেন-"আপনার আরো একবার অনুমতি নিয়ে আমি নার্স মারিয়াকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।" কোর্ট অনুমতি দিতেই ডঃ হাজরা জিজ্ঞাসা করেন-"সিস্টার মারিয়া, মেডিকশন লিস্টে অ্যাসপিরিনের উল্লেখ ছিলো না কেন?"

মারিয়া অবাক হয়ে বলল-"আমিও তো সবে জানলাম।" ইলিনার দিকে নির্দেশ করে বলল-"উনি তো কাউকে কিছুই বলেননি। না হলে আমি নিশ্চিতভাবে রেকর্ড করতাম।"

ইলিনাকে জিজ্ঞাসা করতে সেও স্বীকার করে একটা দুটো অ্যাসপিরিনের ব্যাপারে তিনি কাউকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। জাজ সাহেব কিছুই বুঝতে না পেরে বলল-"কী হচ্ছে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলবেন?"

ডঃ হাজরা শুরু করেন-"অ্যাসপিরিন আমাদের ব্লাড ক্লথিং হওয়া হার কমিয়ে আনে। মানে সহজে আর রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। যে কারণে হার্ট পেশেন্টদের লো ডোজের অ্যাসপিরিন দেওয়া হয়। যাতে হার্টের সঙ্গলগ্ন রক্তবাহী নালীগুলিতে কোনো রকম রক্ত জমাট না বাঁধে। আমরা যারা নিয়মিত কারণে অকারণে জ্বর, ব্যথাতে অ্যাসপিরিন নিই; তাদেরও রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমতে থাকে। কিন্তু আমাদের যতক্ষণ না হাত পা কাটছে আমরা সেটা বুঝতে পারিনা। আর এর

এই প্রভাব আট-দশ দিন পর্যন্ত থাকে। ঠিক যে কারণে ডাঃ বিবেক বললেন, আগে জানলে অপারেশনটা হয়তো আরো পাঁচ-ছয় দিন পিছিয়ে দিতেন। ডাক্তারদের বিনা অনুমতিতেই আমরা আমাদের ইচ্ছে মত কিছু চলতি জনপ্রিয় ওষুধ খেয়ে নিই কিম্বা প্রিয়জনকে রেকমেণ্ড করে দিই। কিন্তু তার ফল যে হঠাৎ করেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, সেটা আজ সবার সামনেই! আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই এমারেন্ডের মৃত্যুতে ইলিনাকে দায়ী করা যায়না। তিনিও আমাদের আর পাঁচজনের মতোই ভাইয়ের ভালো চেয়েই হয়তো ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটা কোর্ট বা পুলিশ নিশ্চিতভাবে তদন্ত করে দেখুক। কিন্তু ডঃ জেসন কোনোভাবেই দায়ী নয়। কোনো ডাক্তারই চান না তাঁর হাতে একজন সুস্থ সবল মানুষের মৃত্যু হোক। ডঃ জেসন নির্দোষ। তিনি সমস্ত চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুর্ঘটনা হয়তো এভাবেই আসে!

নিকোল এরপর বলতে থাকে-"আমার আর বেশি কিছু বলার নেই, মাই লর্ড। ডাঃ জেসন তার কর্তব্যে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করেনি। কিন্তু মিলার রাগ আর সন্দেহের বশে যে অপরাধ করেছে সেটা কখনোই ক্ষমাযোগ্য নয়। তাই মিলারকে যেন বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া না হয়, এটুকুই আর্জি।"

সমস্ত সাক্ষ্য প্রামণের ভিত্তিতে কোর্ট মিলারকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনায়। জেস্যুস এসে ডঃ হাজরার হাত ধরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, সাথে নিকোলও। লম্বা চওরটা ছেড়ে ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্র সবুজ হোন্ডা জেড গাড়িটাতে উঠে বসে। ডঃ হাজরা বলেন-"ওয়েল ডান প্রখর।"

প্রখর রুদ্র হেসে বলে-"থ্যাংক ইউ স্যার। কিন্তু সত্যি আমি ইলিনার বয়ান শোনার আগে পর্যন্তও বিশ্বাস করছিলাম ডাঃ জেসনই গাফিলতি করেছেন।"

ডঃ হাজরা গাড়ি স্টার্ট করেন-"স্বাভবিক। চারিদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থা যা ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে তাতে বিশ্বাস রাখাই কষ্টকর। কিছু ডাক্তার আছেন ঠিকই যারা ঘোলা জলে মাছ ধরেন। কিন্তু সবাই নন। সব পেশাতেই তো ভালো লোক খারাপ লোক থাকেই। দিনের শেষে ডাক্তারও একটা পেশা। কিন্তু কি জানো ডাক্তাররাই ভালো জানেন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আমরা অমরত্বের লোভে হিতাহিত ভুলে প্রতিশোধস্পৃহাকে বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে জেগে রাখি। আর এসব ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর কোনো ওষুধই আমাদের কোনো রোগকেই সারায় না! আমাদের দেহে প্রাকৃতিক ভাবেই সেলফ হিলিং পাওয়ার থাকে। আমাদের কোনো অসুখ হলে সেই হিলিং পাওয়ারটা নষ্ট হতে থাকে। ওষুধ আসলে রোগের কারণটি নিয়ন্ত্রণ করে ঐ হিলিং পাওয়ারকে ফিরিয়ে আসতে সাহায্য করে। বস্তুত সব ড্রাগেরই অল্প হলেই কিছু না কিছু সাইড এফেক্ট থাকেই। সময়ের সাথে সাথে এই সব ড্রাগেরই সাইড এফেক্ট ধীরে ধীরে কমেও আসে। আর ঠিক এখানেই ডাক্তারদের দরকার। ওঁরা জানেন কোনো ড্রাগের কারণে কি কি সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই সব সময় বিনা ডাক্তারের পরামর্শে কোনো ছোট ওষুধ খেতেও মানা করা হয়, বিনা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ বিক্রি করতে মানা করা হয়। কিন্তু আমাদের এসব বোঝার মতো সময় কোথায়!

ডাক্তার হাজরা একটা সিগার ঠোঁটের কোণে রেখে গাড়ীর গতি বাড়ান।

প্রখর রুদ্র বাইরে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার উল্টোদিকের ওষুধের দোকানটায় ভীড় জমেছে- হয়তো কারো জ্বর হয়েছে, কারো সর্দি কিম্বা কারো কাশি।

******

মিচেলের এই সপ্তাহে প্রখর রুদ্রের সাথে একবারও কথা হয়নি বলে মনটা খারাপ, প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার বিকালে সে ফোন করেই। আজ করেনি। অফিসের কাজের চাপে মিচেলও আজকাল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সকালের পেপারটার হেড লাইনের দিকে চোখ যেতেই তার মুখে হাসি ফোটে-'Dr. Hazra stuck against crime again!!'

কালো লম্বা কোর্ট পরা একটা লোক মিচেলের কেবিনের দরজা ঢেলে ভিতরে ঢোকে। ডঃ হাজরা কে টাকা দেওয়ার পর সেটার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেটা গোপনে খোঁজ রাখাটাও দরকার। তাই মিচেল একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভকে হায়ার করেছে ডঃ হাজরা ও তার বাকি সঙ্গীদের উপর নজর রাখার জন্য।

মিচেল জিজ্ঞাসা করে ওঠে-"এনিথিং সাসপিসিয়াস, ড্যানিয়েল?"

ড্যানিয়েল বলে-"প্রত্যেক মাসে ডঃ হাজরার সহকারী প্রখর রুদ্র দিল্লীতে একটি করে টেলিগ্রাম করে। প্রাপকের নাম মৃণাল রুদ্র।"

মিচেল হেসে ওঠে-"মৃণাল রুদ্র প্রখরের বাবা। হোয়াট মিস্টেরিয়াস ইন দিস?"

ড্যানিয়েল বলে-"টেলিগ্রাম। হোয়াই? এতোগুলো সেন্ট খরচ করে সে

টেলিগ্রাম কেন পাঠায়? প্রত্যেকমাসেই তার কি এমন এমারজেন্সি থাকে? কেন সে চিঠি লেখে না?"

মিচেলের ভ্রূ কুঁচকে যায়। একটা চিন্তার মেঘ তার মনের আকাশে জমা হয়- "কিপ ইয়োর আই অন হিম!"

ড্যানিয়েল টেবিলে রাখা টুপিটা পরে নেয়, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়-"সিওর ম্যাম।"

[সমাপ্ত]

চিত্রগুপ্তের চিরকুট

ডঃ হাজরা সিরিজ



৩

তিন তিরিক্ষে...

আর নয়

ষষ্ঠ গল্প



free.banglapdf.net

/chitragupto

তিন তিরিক্ষে... আর নয়

-"ডঃ হাজরা? আমি সার্জেন্ট মিস্নার বলছি। একবারটা আসতে পারেন?"

-"কেন? কোনো অসুবিধা?"

-"একটা কেসের ব্যাপারে একটু এক্সপার্ট ওপিনিয়ন পেলে ভালো হতো।"

-"হা হা হা...এক্সপার্ট আর আমি? আপনি মিস্নার সাহেব পারেন বটে!"

-"এ কিন্তু আপনার অমায়িকতা। কিন্তু একটিবার আসতে পারলে খুব সুবিধা হতো।"

-"ঠিক আছে। আজ লাঞ্চের পর আমি যাব।"

ফোনটা রেখে ডঃ হাজরা একটু স্মিত হাসলেন। পুলিশ কি তাঁকে ভগবান ভাবে! একটা কি দুটো ব্যাপারে একটু সাহায্য করেছেন, তার জন্য...নিজের মনে আরো একবার হেসে ওঠেন। ঠিক আছে তাও মিস্নার সাহেব নিজে যখন ফোন করেছেন একবার যাবেন। আজ সকালে তিনটে ক্লাস আছে আর বিকালে একটা। মানে লাঞ্চ থেকে মাঝে প্রায় ঘণ্টা তিন সময় আছে হাতে। দেখা যাক আবার কি হল।

******

লাঞ্চের আওয়ারে পর প্রখর রুদ্র আজকের খবরের কাগজটা দেখতে দেখতে বের হচ্ছিলো- ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মেইন গেটের সামনে হঠাৎ করেই থমকে যান। সামনে ও কে? হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখে সে। রাস্তার উল্টো দিকে নতুন ঝকঝকে ছাই রঙের PORSCHE

928 দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার সামনে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ইউনিভার্সিটি গেটের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মিচেল। মিচেলের নী-সাইজ টান টান ছাই রঙের পেন্সিল স্কার্ট দেখলেই বোঝা যায় সে অফিস থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক এসেছে। প্রখর রুদ্রকে দেখেই মিচেল হাসি মুখে হাত নাড়ে। তার সোনালী চুলগুলো এলো মেলো হিমেল হাওয়ায় উড়ে চলেছে। কালো সানগ্লাসটা ঠিক করতে করতে চুলটাও ঠিক করে নেয় সে। প্রখর রুদ্র রাস্তা পার হয়ে মিচেলের সামনে এসে অবাক হয়ে দাঁড়ায়।

মিচেল হাসিমুখে প্রখর রুদ্রকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। প্রখর রুদ্র এখনো অবাক-"একি হঠাৎ এখানে? আমি তো ফোন করতামই শুক্রবার-শনিবার যেমন করি।"

মিচেল মুচকি হেসে ওঠে-"কেন আমি আসতে পারি না, বুঝি? তোমাকে দেখার ইচ্ছে হয় না বুঝি? আর এখন আমি মাঝে মাঝেই ফিলাডেলফিয়া থেকে এখানে চলে আসতে পারবো। এই দেখো আমার নতুন ফোর হুইলার PORSCHE 928। স্মুথ ড্রাইভ, বুঝলে 'রুদ্রা'?"

প্রখর রুদ্র হেসে বলে অঠে-"এই 'রুদ্রা' নামটা তোমার মুখেই মানায়। হা... হা...হা"

মিচেল প্রখরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গাড়িতে বসায়-"কাম, লেটস হ্যাভ এ লঙ ড্রাইভ।"

শহরের একটু বাইরে বেরিয়ে রাস্তারটা একটু ফাঁকা হয়ে যত চারপাশের

গাছেদের সংখ্যা বাড়তে থেকে, তত মিচেলের গাড়ির গতি বাড়তে থাকে। প্রখর রুদ্র মুগ্ধ হয়ে মিচেলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রখর রুদ্রকে মিচেলের সৌন্দর্য্যের থেকেও যেটা বেশি আকর্ষন করে সেটা হল একটা স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব। মিচেলের কব্জি থেকে তার সিলভার ব্রেসলেটটা ঝুলছে আর হাতের শিরাগুলো দপদপিয়ে ফুলে উঠেছে। গাড়ির স্টিয়ারিংটাকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছে সে। তার লম্বা ঋজু পায়ের মাসেলগুলোও ফুলে উঠেছে। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ আরো বাড়ে।

মিচেল চোখের কালো চশমাটা খুলে ফেলে-"আচ্ছা রুদ্রা, তুমি তোমার বাবাকে চিঠি লেখো না?"

হঠাৎ যেন ধাক্কা খায় প্রখর রুদ্রের কল্পনা-"মানে?"

-"মানে কি? সবাই তাঁদের বাড়ির লোক বাবা-মাকে তো চিঠি লেখে। ফোন করে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম।"

প্রখর রুদ্র সম্বিৎ ফিরে পায়-"ও হ্যাঁ। আসলে ফোনের যা দাম এখান থেকে ইন্ডিয়া, তাই আর ফোন করা হয় না। ওই মাঝে সাঝে চিঠি লিখি।"

মিচেল তার মোহময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে-"তা আমাদের কথা লিখেছো কিছু বাবাকে? আই হ্যাভ নো প্রবলেম লিভিং ইন ইন্ডিয়া। আই লাভ কালারফুল শারি-স। হোয়াই ডোন্ট ইউ বাই ইট ফর মি?"

প্রখর রুদ্র কি বলবে বুঝতে পারেনা। এখানে সে প্রায় কিছুই চেনে না, শাড়ি কোথায় পায়। কিন্তু সবথেকে ভাবাচ্ছে মিচেলের প্রথম প্রশ্নটা। কি উত্তর দেওয়া উচিত তার? আমতা আমতা করে উত্তর দেয়-"না বলা হয়নি। আসলে রিসার্চটা

শেষ করে একটা চাকরি পাই তারপর..."

-"রিসার্চ শেষ করে হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আওয়ার কোম্পানি?"

প্রখর রুদ্র একটু গম্ভীর হয়ে যায়-"নো। আই কা'ন্ট"

মিচেল ঠাট্টার সুরে ঠোঁট উল্টে বলে-"ও মেল ইগো! এংরি ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়ান। তা ভালো।" মিচেল একটু সরে এসে প্রখর রুদ্রের গালে একটা চুমু এঁকে দেয়। তারপরের মিচেলের চোখে একটা চকিত সতর্কতা খেলা করে যায়-" আচ্ছা, তুমি বাড়িতে টেলিগ্রাম করো? বা তোমার বাবাকে? মানে যদি আরকি কোনো খুব দ্রুত কিছু দরকার হয়।"

প্রখর রুদ্রের হঠাৎ করেই হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। গাড়ির সীটে শরীরটাকে টেনে নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে নিতে চায় সে-"না। সেরকম কোনো দরকার পড়েনি। একবারই টাকার দরকার হয়েছিলো, আমি ফোন করেছিলাম। আমি টেলিগ্রাম করিনি কোনোদিন।"

মিচেলের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে-"ও।"

******

ডঃ হাজরা থানায় এসে মিস্নার সাহেবের কেবিনে সরাসরি ঢুকে গেলেন। সার্জেন্ট মিস্নার দেখেই বলে উঠলেন-"আরে, আপনি এসে গেছেন? তা ভালো।"

-"কি ব্যাপার?"

মিস্নার সাহেব একখান চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলেন-"বসুন। আসলে ব্যাপার একটু ঘোরালো। আজ সকালে এই পাশেই একজন মহিলা মারা গেছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মানে বেশ দুর্বল শরীর। ওনার স্বামী ডাঃ হিয়েঙ্গুতা শহরের নামী ডাক্তার। হার্ট সার্জেন। ওনার স্ত্রী, উইলিয়া মারা যায় আজ সকালে। উইলিয়ার ভাই, এরিকসন এসে পুলিশে অভিযোগ করে তার দিদিকে খুন করা হয়েছে। এবার আমি পড়ে গেছি মশাই ফ্যাসাদে! ওনাদের পারিবারিক ডাক্তার ডেট সার্টিফিকেট দিয়ে চলে গেছে- স্বাভাবিক মৃত্যু।ডাঃ হিয়েঙ্গুতাও একই বক্তব্য। কিন্তু ভাইটি নাছোড়বান্দা। কেস না নিলে সে থানা ছাড়বে না। বাইরে বসে আছে। কি করি বলুন দেখি। তেমন কিছু না পেলে আমি তো একটা লোকের মনে হওয়ার ভিত্তিতে ডায়েরি নিতে পারিনা। যদি কিছুই না বের হয়, পরে তো কোর্টে আর উপরতলা থেকে আমাকেই গালমন্দ খেতে হবে। তাই আপনি যদি একটি বার দেখেন।

ডঃ হাজরা হেসে ওঠে-"মশাই আপনি কি পাগল হলেন! আমি ডাক্তার নই। জীব বিদ্যার প্রফেসর মাত্র। হ্যাঁ কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ড্রাগ ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে গবেষণা করতে হয় বলে একটু আধটু জানি। তা বলে একজন ডাক্তার যেখানে দেখে বলছেন- 'স্বাভাবিক মৃত্যু' তখন আমি কি করতে পারি!"

মিস্নার সাহেব যেন আঘাত পেলেন-"এ আপনার বিনয়ের কথা ডঃ হাজরা। আপনি না থাকলে অনেক কিছুই অনেকের চোখের ভুলে পার পেয়ে যেত। আপনি আমার অনুরোধ রাখতেই একটিবার দেখুন। তারপর আপনার যা মনে হয় আমি

জোর করবো না। প্লিজ ডক।"

ডঃ হাজরা হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ান-"আপনিও পারেন বটে। আমি কি গোয়েন্দা! চলুন দেখি।"

মিস্নার সাহেবের মুখে এতক্ষণে হাসি ফোটে। তিনি ডঃ হাজরাকে নিয়ে গাড়িতে করে ডাঃ হিয়েঙ্গুতার বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ এখনো তাঁদের বেডরুমেই রাখা। বাড়ি দেখলে যদিও বোঝা যায় আর্থিক সচ্ছলতা বেশ ভালোই। পেল্লাই ভিলা- সামনে অনেকটা লম্বা বাগান আর বড়ির ভিতরে একটা সুইমিং পুল আছে। বাড়ির ভিতরে মাঝেতে ঝকঝকে ইটালিয়ান মার্বেল আর দেওয়াল গুলোতে রং-বেরঙের পেন্টিং ঝোলানো। বাসার ঘরে একটা ছোট খাটো জটলা, হয়তো আত্মীয় আর প্রতিবেশীদের। বেডরুমের বাইরেটায় দুজন পুলিশ মোতায়ন করা। ভিতরে বিছানার একপাশে সোফায় বসে আছেন বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক। মাথায় তাঁর কাঁচা-পাকা চুল, কিছুটা বিধস্ত দেখাচ্ছে। ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাঁর পাশে একজন বছর পঁয়ত্রিশের মহিলা বসে।

ঘরে ঢুকে মিস্নার সাহেব নিঃশব্দে উইলিয়ার মৃতদেহের দিকে নির্দেশ করলেন। হঠাৎ-ই বসে থাকা মহিলাটি এগিয়ে এলেন-"আর কতক্ষণ এভাবে মানুষটাকে হ্যারাস করবেন? সকাল থেকে এসব চলছে। একটা পাগলের প্রলাপের উপর নির্ভর করে আমাদের এভাবে ভোগাচ্ছেন। আই উইল সি ইউ ইন কোর্ট।"

মিস্নার সাহেব এমনিতেই খুব ভালো মানুষ, কিন্তু ডিউটি করার সময় অন্য মানুষ-"মিস জেনেলিয়া, প্লিজ লেট মি ডু মাই ডিউটি। আপনার মত অনেক দেখেছি। আই ডোন্ট কেয়ার আপনি কোর্টে যাবেন নাকি হোয়াইট হাউস। আমি যতক্ষণ না স্যাটিসফাই হচ্ছি, আই উইল নট অ্যালাউ হার টু টেক ফ্রম হেয়ার।" ডঃ হাজরার দিকে ফিরে বললেন-"আসুন ডঃ হাজরা।" জেনেলিয়া নামক ভদ্রমহিলা হতাশ হয়ে সোফায় গিয়ে আবার বসে পড়লেন।

সামনে এগিয়ে এসে উইলিয়ার মুখটা দেখেই একটু চমকে ডঃ হাজরা মিস্নারের দিকে তাকালেন-"ইনি কি..." ডঃ হাজরার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিস্নার সাহেব বললেন-"আপনি ঠিক। টেলিভিশনের খুব চেনা মুখ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা একসময়ের মোটামুটি পপুলার মডেল। বিয়ের পর মডেলিংটা ছেড়ে টিভি সঞ্চালিকা হয়ে যান।"

ডঃ হাজরা নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে ভালো করে দেখতে থাকেন। দামী একটা পারপেল রঙের হাউস কোর্ট পরা। এলোমেলো হাউস কোর্টের মধ্য দিয়ে তাঁর অর্ধ -ভঙ্গ শীর্ণ শরীরই বলে দিচ্ছে তিনি খুব সুস্থ ছিলেন না। মুখের দুপাশটাও বেশ বসে গেছে। রাইগার মর্টিস ধরতে শুরু করে দিয়েছে, প্রায় তিন চার ঘণ্টা তো হতেই যায়। ডঃ হাজরা হাতের আর পায়ের নখগুলো ভালো করে দেখলেন। তারপর পোশাকদের আবরণ কিছুটা সরিয়ে ক্ষতের চিহ্ন কিছু আছে কিনা দেখলেন। না, তেমন কিছু চোখে পড়ার মতো নেই। এবার কাছে গিয়ে উইলিয়ার চোখের পাতা দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু রাইগার মর্টিসের কারণে সেটা খুব ভালো করে সম্ভব হলো না। কোনোমতে প্রায় জোর করে টেনে ধরে কিছুটা খুলে

/chitragupto
free.banglapdf.net

ধরে কিছুটা খুলে দেখার চেষ্টা করলেন। তারপরে যদিও আর সেটা বন্ধ হল না, চোখের পাতা দুটো ওভাবেই আধ খোলা হয়ে থাকলো।

ডঃ হাজরা মিস্নারের দিকে ফিরে বললেন-"মৃত্যুর সময় পাশে কে ছিলেন?"

-"আজ সকালে নটা-সাড়ে নটার দিকের ঘটনা। ডাঃ হিয়েঙ্গুতা আর বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা আর ওনার নার্স।"

-"তাদের সাথে একবার কথা বলা যায়?"

মিস্নার সাহেব ডঃ হাজরাকে বসার ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে একজন পরিচারকাকে ইশারায় ডেকে বললেন-"ইনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। ঠিক ঠাক উত্তর দেবে। তুমি কি কাজ করো?"

পরিচারকাটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল-"আজ্ঞে স্যার, আমি ঘর দোর দেখা শোনা আর বাড়ির ফাইফরমাস খাটা।"

ডঃ হাজরা এবার জিজ্ঞাসা করলেন-"সব মিলিয়ে ডাঃ হিয়েঙ্গুতা আর লেডি উইলিয়া কে বাদ দিয়ে কতজন?"

-"আজ্ঞে তিনজন। না না, চারজন। আমি, কুক, মালি আর ম্যাডামের শরীর খারাপের পর থেকে নার্স একজন থাকছেন গত ছয়মাস," সে ছাড়া বাকি তিনজনকেই সে আঙ্গুল দিয়ে বসার ঘরে দেখিয়ে দেয়। সবাই বেশ থমথমে মুখে বসে আছে।"

ডঃ হাজরা বললেন-"আর ভিতরে যে মহিলা বসে আছেন?"

-"উনি জেনেলিয়া ম্যাডাম। স্যারের ক্লিনিকের সেক্রেটারি। এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসা যাওয়া করেন। ওই স্যারের অ্যাপণ্টমেন্ট গুলো সামলান, ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম এসব আর কি। আজ সকালে ফোন পেয়ে উনি এসেছেন। এ বাড়িতে থাকেন না।"

-"ওকে। মৃত্যুর সময় তুমি পাশে ছিলে?"

-"হ্যাঁ ওই আর কি। তবে নার্স ওনার পাশেই ছিলো।"

ডঃ হাজরা মিস্নারের দিকে তাকাতেই তিনি বুঝতে পারেন। মিস্নার সাহেব নার্সটিকে ডেকে পাঠান আর এই পরিচারিকাটিকে আসতে বলেন। এরমধ্যে ডঃ হাজরা নিচু গলায় মিশ্নারকে জিজ্ঞাসা করেন-"আচ্ছা এরিকসনের এরকম মনে হওয়ার কি কারণ যে তার দিদিকে খুন করা হয়েছে?"

মিস্নার সাহেবও গলা নামিয়ে বলেন-"এই নিয়ে যে তিন নম্বরবার হল। গত সাতবছরে ডাঃ হিয়েঙ্গুতার এটা নিয়ে তিন নম্বর বিবাহ। প্রত্যেকেই প্রতিপত্তিশালী না হলে বিত্তবান মহিলা ছিলেন। সেইজন্য আমারও সন্দেহটা একটু যে হচ্ছে না, এটা বলা মিথ্যেই হবে।"

ডঃ হাজরার চোখগুলো একটু বড় বড় হয়ে যায়। এরমধ্যে নার্সটি সামনে এসে দাঁড়ায়। ডঃ হাজরা জিজ্ঞাসা করেন-"উইলিয়ার কি হয়েছিলো ঠিক?"

নার্সটি নতমুখে জবাব দেয়-"আজ্ঞে একটা সমস্যা তো নয়। Anemia ছিলোই। সেটাই দিন দিন বাড়ছিলো। হঠাৎ করেই ওয়েট লস হচ্ছিলো। ব্লাডের হিমোগ্লোবিন কাউন্টও কমে যাচ্ছে। আয়রণ ট্যাবলেট চলছিলো। শরীরে রক্ত তৈরি

প্রায় বন্ধের মত অবস্থা। মাসে একবার করে রক্ত দিতে হচ্ছিলো। তার উপর মিনারেলের অভাবে Osteomalacia তেও ভুগছিলেন। তার কারণে হাড়গুলো নমনীয় হয়ে পড়ছিলো। হাড়ের ব্যথায় মানুষটা আর উঠতে পারতেন না। তার উপর অশক্ত শরীর। স্বাভাবিক ভাবেই কাজ কর্ম সব বন্ধ হয়ে গেলো। ভিটামিন ডি ট্যাবলেট চলছিলো। আর সব অসুধপত্র যেমন চলে। এতোগুলো মাল্টি ড্রাগের একসাথে একটা তো সাইড এফেক্ট থাকেই। ফলে সারাদিনই বমি বমি, মাথা ঘোরা ছিলো। খেতে পারতেন না ভালো করে।"

-"তোমার কি মনে হয়- খুন নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু?"

-"দেখুন, আমি নার্স। আমি আমার কাজটাই বুঝি। সেভাবে জোরালো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে হিমোগ্লোবিন কম থাকার জন্য শ্বাস নিতেও একটু সমস্যা হতো। এরকম অনেক দিন ধরে চলতে থাকলে ফুসফুস হার্ট দুটোরই অবস্থা খারাপের দিকেই যায়। ওনার রিপোর্টেও তা ছিলো। কিন্তু আবার এতোটাও না যে এভাবে হঠাৎ করে ফেল করবে। তবে মৃত্যুর আগে প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছিলো। কোনো কিছু করেও কিছু আর হল না। আমার তো মনে হয় শ্বসনতন্ত্র ফেল করেই উনি মারা গেছেন।"

ডঃ হাজরা এবার মিস্নারের দিকে ফিরে বললেন-"একবার হিয়েঙ্গুতার সাথে কথা বলা যায়?" মিস্নার সাহেব আবার ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ডাঃ হিয়েঙ্গুতাকে বললেন-"ডাক্তারবাবু একটু কথা বললে যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া যেত। তাহলে সব সমস্যা তাড়তাড়ি মিটে যেত আরকি।"

ডাঃ হিয়েঙ্গুতা বিহ্বল চোখে মাথা তুলে বললেন-"কি বলবো বলুন? আমার তো সব গেছে।"

ডঃ হাজরা বললেন-"আপনাকে বেশি বিরক্ত করবো না। আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে আপনি পাশে ছিলেন?"

-"হ্যাঁ ছিলাম।"

-"কী হয়েছিলো বলবেন?"

-"সকালে আমি বের হওয়ার আগে এঘরেই দুজনে একসাথে ব্রেকফাস্ট করি। সেটার পর নিয়ম মাফিক অসুধ খেলো। তখনও সব ঠিক ছিলো, জানেন। আমি ড্রেস করছি বের হবো বলে। হঠাৎ শুনি নার্স চিৎকার করছে। আমি তাড়াতাড়ি এসে দেখি ও শ্বাস কষ্টে ছটফট করছে। দেখলাম হার্টরেট কমেছে তার সাথেই ধিরে ধিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তারপর তো..." ডাঃ হিয়েঙ্গুতা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

-"এটা অসুধ খাওয়ার কতক্ষন পরের ঘটনা?"

হিয়েঙ্গুতাকে একটু অন্যমনস্ক লাগলো-" উম...হুম...তা হবে প্রায় আধ ঘণ্টা খানেক।" এবার যেন হিয়েঙ্গুতা ভেঙ্গে পড়লেন-"আপনারা যা হোক কিছু একটা করুন। আমি যে আর এভাবে ওকে দেখতে পারছি না। ওকে প্লিজ তাড়াতাড়ি এসবের থেকে রেহাই দিন। এরিকসনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আসলে ওরও তো দোষ নেই। দিদিকে খুব ভালোবাসতো।"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"আর আপনার আগের স্ত্রীরা কিভাবে মারা গেলেন?

হিয়েঙ্গুতা যেন এই প্রশ্ন প্রত্যাশাই করেননি। হতবাক চোখে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন-"আপনাদেরও মনে হচ্ছে আমিই মেরেছি আমার সব স্ত্রীদের। ঠিক আছে তাহলে আমাকেই বরং নিয়ে চলুন। তবে উইলিয়াকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিন। আসলে আমার ভাগ্যটাই খারাপ।"

এবার সেক্রেটারি জেনেলিয়া এগিয়ে আসে-"দেখুন আপনারা শুধু শুধু একটা মানুষের জীবনের ক্ষতগুলোকে খুঁচিয়ে তুলছেন। আপনারা কি মানুষ?" জেনেলিয়ার চোখে একটা রাগ আর ঘৃণা ঝরে পড়ে। এবার যেন মিস্নার সাহেবও একটু হকচকিয়ে গেলেন।

ডঃ হাজরাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলেন-"কি বুঝছেন মশাই?"

-"বিনা কেস নিয়ে কি পোস্ট মর্টেম হয়?"

-"না, আইনত সমস্যা আছে। কেন, কিছু সন্দেহ করছেন নাকি?"

ডঃ হাজরা বললেন-"তাহলে বলবো বরং ডায়েরিটা নিয়েই নিনি, মিস্নার সাহেব। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না। রাইগার মর্টিসের জন্য চোখের তারাগুলো ভালো করে দেখতে পেলাম না। তবে অর্ধেক অবস্থায় যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে চোখের মণি সংকুচিত হয়ে একদম একটা বিন্দুতে এসে যাওয়ার মত অবস্থা। মনে হচ্ছে নারকোটিক পয়জানিং। একবার বাজিয়ে দেখে নিন যেখানে এতো সন্দেহ দানা বাঁধছে। আমি এবার বের হই বুঝলেন। দরকার পড়লে ফোন করবেন।"

******

চারদিন পর সার্জেন্ট মিস্নার দুপুরের দিকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সটির জীববিদ্যা বিভাগে দুপুরের দিকে ফোন করলেন। তিনি জানেন এই সময়টায় ডঃ হাজরাকে পাওয়ার আদর্শ সময়-"ডঃ হাজরা, আপনি ঠিক ছিলেন। ঐ উইলিয়ার ব্যাপারটায়। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট হাতে এসেছে। মরফিনের ওভার ডোজ। সেইজন্যই চোখের মনি ওরকম সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো। আপনি মশাই জিনিয়াস লোক।"

-"আমি কিছুই না, মিস্নার সাহেব। আপনারা হলেন আমাদের রক্ষক। নাগরিক হিসেবে আমার উচিত আপনাদের সাহায্য করা। আমি সেটুকুই করেছি। তা অপরাধী ধরতে পারলেন?"

এবার মিস্নার সাহেবের গলা একটু চিন্তিত লাগলো-"সেখানেই একটু সমস্যা মশাই। মানে আপনিও বুঝতে পারছেন আমিও বুঝতে পারি কে ব্যাপার খানা ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রমাণ না থাকলে ধরি কি করে? যদিও একটা ছোট্ট আরো একটা সমস্যা আছে।"

-"সেটা কি?"

-"আজ্ঞে, খুনের ব্যাপারটা সামনে আসার পর ডাঃ হিয়েঙ্গুতা বলছেন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য নাকি টমি দোষী। টমি টিভির চ্যানেলের প্রোডাকশন ম্যানেজার। টাকা পয়সা নিয়ে বেশ ঝগড়া ঝাটি হয়েছিলো উইলিয়ার সাথে। আসলে উইলিয়া একটা লম্বা কন্ট্রাক্ট সাইন করে অ্যাডভান্স নিয়েছিলো। কিন্তু মাঝে শরীর খারাপ হওয়ায় স্যুটিং বন্ধ। ব্যাস, টমির প্রোডিসারের টাকা নষ্ট। তাই আরকি খেপে ব্যোম। শেষ যেদিন অসুস্থ শরীর নিয়ে উইলিয়া স্যুটিং গিয়েছিলেন সেদিন নাকি ফ্লোরে রীতিমত শাসিয়েছিলো, সে দেখে নেবে।"

-"তা টমির সাথে কথা হল?"

-"না, আজ বিকালে যাচ্ছি। আপনি যাবেন নাকি?"

ডঃ হাজরা এবার হেসে ফেললেন-"আচ্ছা তাই বলুন। সেই জন্যই ফোন করা।"

মিস্নার সাহেব যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন-"আরে, ছিঃ ছিঃ একি বলছেন...

বিকালবেলা মিস্নার সাহেবই ইউনিভার্সিটি থেকে ডঃ হাজরাকে গাড়িতে তুলে নেন। ডঃ হাজরা গাড়িতে বসেই প্রশ্ন করেন-"আচ্ছা মরফিন ওভারডোজের কারণটা কিছু?"

সার্জেন্ট মিস্নার চিন্তিত মুখে বললেন-"ওটাই তো ধরতে পারছি না। মিথ্যেটা যে কে বলছে আর কে যে কার সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! আমি নার্সটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওনার বক্তব্য হল সকালের ওষুধটা ডাঃ হিয়েঙ্গুতা নিজে হাতেই খাওয়ান উইলিয়াকে প্রত্যেক দিন। সেদিনও তাই হয়েছিলো। প্রত্যেকদিনের মত ডোজ অনুযায়ী সকালে একটাই 15mg মরফিন দেওয়া হয়েছিলো। নার্স নিজে দেখেছিলো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের প্যাথোলজিস্ট বলছে ওটা ব্যথা কমার স্বাভাবিক ডোজ। ওতে আর যাই হোক এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু হবে না।"

ডঃ হাজরার মুখে একটা কালো মেঘ ছেয়ে এলো-"হুম। খুবই মিস্টেরিয়াস ব্যাপার। কিন্তু হাই ডোজ মরফিন কেনার জন্য তো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগবেই।"

-"ওই একটা পয়েন্টই একজনকেই নির্দেশ করে। কিন্তু আমার দ্বিধা হল, ডাঃ হিয়েঙ্গুতা যদি করে থাকেন তাহলে কি নিজে হাতে ওষুধ দিতেন?"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"গোয়েন্দা গল্প তো নয় মিস্নার সাহেব, কঠোর বাস্তব। এখানে অপরাধী অনেক সময় সামনেই থাকে প্রথম থেকে। সবাই বুঝতেও পারে। বাকি থাকে খুঁজে বের করা কিভাবে? তাই নিজে হাতে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন বলেই তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কি খুব যুক্তি সঙ্গত? তার উপর আপনিই বলেছিলেন এর আগেও ওঁর দুজন স্ত্রী মারা গেছে।"

মিস্নার সাহেব আরো চিন্তত স্বরে বলেন-"সেটা যদি হয় তাহলে এই ডাক্তারটি খুব ধূর্ত সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ও হ্যাঁ, আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওনার তিন স্ত্রীর সাথেই ওনার প্রথম আলাপ ডাক্তার খানাতেই। হয় নিজেদের, আর না হলে কোনো না কোনো আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। প্রথম স্ত্রী একটি সংবাদপত্রের এডিটর ছিলেন। সকালে অফিসে যাওয়ার সময়ে ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রী একটি মাঝারি সাইজের গারমেন্ট কোম্পানির মালিক ছিলেন। টিবিতে মারা গেছেন।"

-"এই দুটো কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিলো?"

-"কী করে বলি বলুন তো? অ্যাক্সিডেন্টেরটা খতিয়ে দেখছি। যে ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো, সে যদিও সাত মাস পরে নির্দোষ প্রমাণ হয়। নিতান্তই দুর্ঘটনা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমার একটা খটকা আছে। এই ড্রাইভারটির মাসিক আয় এদিক ওদিক করে প্রায় একশো ডলারের কাছাকাছি। অথচ সে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একটি নতুন Volkswagen Rabbit কেনে। সেটার দাম

প্রায় সাত হাজার ডলার। কোনো ব্যাঙ্ক লোন ছাড়াই। সন্দেহ হওয়াটি খুব অপ্রাসঙ্গিক?"

ডঃ হাজরা বলেন-"সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কারণ তার টাকার উৎসটা যেকোনো কিছুই হতে পারে। এই কেসের সাথে সরাসরি জুড়ে দেওয়াট বোধহয় বড় দ্রুত করে ফেলছি আমরা, মিস্নার।"

মিস্নার সাহেব যেন একটু সাবধানী হয়ে যান-"সরি ডক। হ্যাঁ লোকটাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর ডেট সার্টিফিকেট, হসপিটালের রেকর্ড খুঁজে দেখেছি। সন্দেহজনক কিছু পাইনি।"

-"এই মহিলাদের সম্পত্তির কি হল?"

-"প্রথমজনের তেমন কেউ ছিলো না পরিবারে। তাই লিগ্যালি সব ডাঃ হিয়েঙ্গুতা পেয়েছেন। দ্বিতীয় জনের ব্যবসার অংশীদারিত্বও ডাক্তারবাবু পেয়েছেন," সার্জেন্ট মিস্নার আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ডঃ হাজরা বলে বসলেন-"তার মানে একটা মোটিভ দাঁড়াচ্ছে বটে।"

মিস্নার সাহেব বললেন-"আজ্ঞে ওখানেই সমস্যা মশাই। এই ব্যবসার অংশীদারিত্বটা বছর খানেক আগে ঐ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক বোনের নামে করে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। এব্যাপারে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে তাঁর বক্তব্য হল, তাঁর ওই শ্যালিকাটিকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী খুব ভালোবাসতেন, টাকা পাঠাতেন পড়াশুনার খরচ হিসাবে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়, শ্যালিকাটির পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার পথে; জানতে পেরে ডাক্তারবাবু ওনার অংশটা শ্যালিকাটির নামে করে দিয়েছেন। আমি মেয়েটির সাথে কথা বলেছি। সে

তার দিদি আর ডাক্তার বাবুর কাছে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে এটুকুই জানিয়েছে। মানে, সত্যি বলতে মেয়েটির মনে হয় না, ডাঃ হিয়েঙ্গুতা কোনো খারাপ কাজ করতে পারেন।

ডঃ হাজরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন-"যা সব যে আবার গুলিয়ে গেলো। আর প্রথম স্ত্রীর সম্পত্তি?"

-"সেভাবে বিরাট কিছু না। একটা অ্যাকাইন্টে হাজার পঞ্চাশ ডলার আর একটা জয়েন্ট প্রপার্টি ছিলো। তবে জমিটির দাম এখন যদিও প্রায় লাখ পাঁচেক ডলার তো হবেই। সেটা এখন ডাক্তার বাবুর নামেই।"

-"ডাক্তারবাবুকে সব থেকে কাছ থেকে ও লম্বা সময় ধরে দেখছে ওঁর সেক্রেটারি জেনেলিয়া। তাঁর কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়। না হলে, তো এলোপাথাড়ি হয়ে যাচ্ছে সব। হিয়েঙ্গুতা যদি খুন করেই থাকেন তাহলে তাঁর মোটিভ কি? সম্পত্তি তো মনে হচ্ছে না। তাহলে কি কোনো মানসিক বিকৃতি? সেটা যদি কারণ হয়, তাহলে জেনেলিয়া কোনো না কোনো সময়ে খেয়াল করে থাকবে। একবার ওর সাথে কথা বলুন।"

-"হ্যাঁ, কাল সকালে ডেকেছি। একবার আসবেন নাকি?"

ডঃ হাজরা হেসে ওঠেন-"আপনি দেখছি মশাই আমার ক্লাসগুলো নিতে দেবেনা। আমার চাকরিটা খাবেন দেখছি।"

মিস্নার সাহেবও মন খুলে হেসে ওঠেন। এরমধ্যে গাড়ি শুটিং ফ্লোরে পৌঁছে যায়। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে টমিকে দেখিয়ে দেয়। মিস্নার এগিয়ে এসে

টমির সাথে করমর্দন করেন-"আপনাকে আমিই ফোন করেছিলাম। সার্জেন্ট মিস্নার। উইলিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানার ছিলো।"

টমি মুখ চোখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে-"যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। প্রডিউসার প্রতি সেকেন্ডের জন্য ডলার গুনছে। আমার বেশি সময় নেই ফালতু বকার।"

মিস্নার সাহেবের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে-"পুলিশের কাজে সাহায্য না করলে, শুটিং তো বন্ধ হবেই, সাথে আপনার প্রডিউসার আপনি সবাইকে জেলে ভরতে বেশি সময় লাগবে না।" টমির মুখটা যেন একটু শুকিয়ে যায়। মিস্নার সাহেব আবার গলা নরম করে বললেন-"আপনি উইলিয়াকে কতদিন ধরে চেনেন?"

-"দুই বছর প্রায়। ঐ ডাক্তাররের সাথে বিয়ে হওয়ার ছয়মাসের মধ্যে এখানে যোগ দিয়েছিল।"

-"কাজের ব্যাপারে কেমন ছিলেন উনি?"

-"প্রথম দিকে তো ভালোই ছিল। প্রথম ছয়মাসের ভালো কাজ দেখেই কোম্পানি তিন বছরের চুক্তি সই করে আর ছয়মাসের টাকা অ্যাডভান্স। কিন্তু তিনমাস পর থেকেই অর্ধেক সময় অসুস্থতার বাহানায় শুটিং মিস করতে থাকলো আর চ্যানেলও ক্ষতির মুখ দেখতে থাকলো।"

মিস্নার সাহেব একটা চেয়ার টেনে বলল-"উনি তো সত্যি অসুস্থ ছিলেন।"

-"সে আমি কি করতে পারি বলুন। শুটিং বন্ধের জন্য প্রডিউসারের ক্ষতি হচ্ছে

, চ্যানেলের ইনভেস্টর চলে যাচ্ছে। এদিকে নতুন কাউকে নেওয়ার জন্য চ্যানেলের কাছে সেরকম ডলার নেই। তার উপর এপিসোডের পর এপিসোড পরিবর্ত অদক্ষ অভিনেত্রীদের দিয়ে চালাতে হচ্ছে। আমাদের অবস্থাটা আপনি হয়তো বুঝতে পারছে না, স্যার।"

-"তা সেই জন্যই কি উইলিয়াকে মেরে দিলেন? আপনি তো সবার সমানে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।"

টমি হেসে ওঠে-"আপনি হাসালেন। এখন তো আমাদের আরো বিপদ। এতোদিন ধরে গন্ডোগোল হচ্ছিলো যেন টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেয়। যাতে আমরা অন্য কোনো শিল্পী নিতে পারি। চ্যানেল কোর্টে যাওয়ার কথাও ভাবছিলো। এখন তো আর সেটাও সম্ভব নয়। আপনি কি আমায় বোকা ভাবেন? এতোটা? আমার টাকাগুলোর দরকার বেশি। উইলিয়া বাঁচুক-মরুক কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু মরলে যে টাকাগুলো পাওয়ার আর কোনো সম্ভবনাই থাকে না। আপনি চাইলে চ্যানেল হেডের সাথে দেখা করতে চাইলে করতে পারেন। আমরা কি সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সে আর আপনি কি করে বুঝবেন?"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"উইলিয়ার কি হয়েছিলো আপনি জানেন?"

টমি একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ বিরক্তি নিয়ে বলল-"আমি মশাই ডাক্তার নই। কি করে জানবো বলুন। ও তো বলেছিল নাকি শরীরে রক্ত তৈরি হচ্ছে না। হলেও কি আর না হলেই বা কি! আমার তো সব ডুবে গেলো।"

মিস্নার কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"মিস্নার

সাহেব, আমাদের কাজ মিটেছে। চলুন যাওয়া যাক।"

মিস্নার সাহেব একটু অবাক হয়ে উঠে এসে কিছু দূর হেঁটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন-"এভাবে হঠাৎ চলে এলেন? আরো কিছু রুটিন প্রশ্ন বাকি ছিলো যে।"

ডঃ হাজরা মুচকি হেসে বললেন-"একে আপনার সন্দেহের লিস্টে সব থেকে নিচে রাখতে পারেন। মোটিভ পুরোপুরি শূন্য। ইনি উইলিয়ার কি হয়েছে সেটা পর্যন্ত ঠিকঠাক জানেন না। উনি উইলিয়াকে নিয়ে ভাবছেনই না, এতটাই বিরক্ত ব্যাপারটা নিয়ে। আর এটাও তো ঠিক উইলিয়া মরলে ওনাদের লস সবথেকে বেশি। নিদেনপক্ষে টাকাটা বের করার পর উইলিয়া মারা গেলে তাও না হয় একখান মোটিভ দাঁড় করানো যেত। কিন্তু আপনার টমি ব্যবসা ভালোই বোঝে। নিজের পায়ে এতো জোরে কুড়ুল মারবেন না।"

রাস্তার একটা জায়গায় থামলেন দুজনে। লম্বা রাস্তা চলে গেছে, দুদিকে গাছেদের সারি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর ইতস্তত কিছু ছোট ছোট বাড়ি। রাস্তার পাশের একটা ছোট রেস্টুরেন্ট মত আছে। চারিদিকে সন্ধ্যে নেমে গেছে ঝুপ করে। রেস্টুরেন্টের বাইরে উপরের হোডিং-এ লাল আলো গুলো জ্বলছে আর কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে নীল রঙের আলোতে ঝুলছে- 'Open'। দুজনে ঢুকে একটা করে বার্গার অর্ডার দিয়ে কথা বলতে বসলেন। মিস্নার সাহেব এতোক্ষণ কিসব যেন ভেবে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন-"তাহলে প্রশ্ন হল দুটো। কে করলো ? আর কিভাবে হল?"

এরমধ্যে অর্ডার এসে গেছে। দুজনেরই অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। তাই

আগে বার্গারে এক কামড় বসিয়ে মিস্নার সাহেব আবার শুরু করলেন-"আর আমাদের হাতে কিছুই নেই। কারুরই না তো কোনো মোটিভ ঠিক করে দাঁড়াচ্ছে, না তো কোনো শক্ত প্রমাণ।"

ডঃ হাজরা বললেন-"আজ সন্ধ্যেবেলা ওই জেনেলিয়ার সাথে কথা বলে দেখুন। হিয়েঙ্গুতার সম্পর্কে যদি নতুন কিছু জানা যায়। কোথাও একটা তো কিছু আছে যেটা আমরা মিস করছি। আপনার দুটো প্রশ্নের একটাও যদি মোটামুটি একটা আলো দেখাও, তাহলে অন্যটা পরিষ্কার হবে। কিন্তু যেটা আমায় বার বার ভাবাচ্ছে সেটা হচ্ছে হাই ডোজ মরফিন বিনা প্রেসক্রিপশনে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। এই একটা জিনিসই আমায় আপনার প্রাথমিক অনুমানটি বারবার ঠিক মনে করতে বাধ্য করছে।"

মিস্নার সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন-"নিন, নিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আমাদের যেতে হবে থানায়। জেনেলিয়া আসবে।"

ডঃ হাজরা তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে হাতে হলুদ রঙের মাস্টার্ড সসটা লেগে যায়। নিজের মনেই আঙ্গুলটা চেটে নেন। হঠাৎ-ই তাঁর মাথায় সর্ষের ঝাঁঝের থেকেও ঝাঁঝালো কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো-"মিস্নার সাহেব, আপনি কি উইলিয়ার বেড রুমটা সিল করেছিলেন?"

-"হ্যাঁ করেছিলাম। ওটাই ও লিগ্যাল প্রসিডিওর। কেন?"

হাতের বার্গারটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে বললেন-"চলুন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজকেই লোক পাঠান থানা থেকে ঐ ঘর থেকে ওষুধের যা যা র‍্যাপার,

বোতোল আছে সব নিয়ে ল্যাবে পাঠান। বিশেষ করে মরফিনের শিশিটা। ওটার ভিতরের ওয়ালটা ভালো করে পরীক্ষা করতে বলবেন। আর প্রত্যেকটা ক্যাপসুল।"

সার্জেন্ট মিস্নার আর ডঃ হাজরা দ্রুত থানায় এসে দেখে জেনেলিয়া বসে। থানার দুজন অফিসারকে ডাঃ হিয়েঙ্গুতারা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন মিস্নার সাহেব। আর এদিকে মিস্নার জেনেলিয়ার থেকে ডাঃ হিয়েঙ্গুতার সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টায় লেগে গেলেন-"আপনি কতদিন ধরে চেনেন ডঃ হিয়েঙ্গুতা কে?"

জেনেলিয়া খুব মেপে উত্তর দিলো-"দশ বছর।"

-"কীভাবে পরিচয় আপনাদের?"

-"আমি তখন সদ্য আমার বায়োটেকলজির ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছি। একটা হসপিটালে ইন্টার্ন জয়েন করি। হসপিটালের ওষুধপত্রের রেকর্ড রাখা, জিনিসপত্রের হিসেব আর ডাক্তারদের সারাদিনের কাজের রেকর্ড এসবই আরকি। সেখানেই আমার দায়িত্বে তিনজন ডাক্তার ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন হিয়েঙ্গুতা। একবছর পর আর হসপিটাল আমায় রাখতে চাইনি। কেন জানি না। সে সময় ডাঃ হিয়েঙ্গুতার প্রসার বাড়ছে। কাজের চাপ বাড়ছে। তাই একজন পার্সোনাল সেক্রেটারি চাইছিলেন। আমি যোগ দিতে চাইলে উনি আপত্তি করেন নি।"

মিস্নার গম্ভীর মুখে বললেন-"আপনার ডিগ্রী এতো ভালো, তারপর সেক্রেটারির কাজ করছেন? কখনও মনে হয় না, আপনার যোগ্যতার তুলনায় নগণ্য।"

-"কি হবে ওসব ভেবে? পৃথিবীতে খুশি থাকাটাই বড় কথা। আমি কাজে খুশি। তাছাড়া ডাক্তারবাবু আমায় যথাযত সম্মান দিতেন। প্রায় প্রতি বছরই মাইনে বাড়িয়েছেন। আর আমার উপর ভরসা করতেন। প্রথম দিকে শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখাশুনা করতাম। এখন তো কোনো নতুন ওষুধ কোম্পানি এলে উনি নিজে কথা বলেন না। আমাকেই বলতে বলেন। আমিই তাদের সব দেখে ডাক্তারবাবুকে সাজেস্ট করি। তাই আমার যোগ্যতা অনুয়ায়ীই কাজ আমি করছি না সেটা আপনাকে কে বলল?"

-"ওকে। এতো বছরে কখনও অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেছিলেন ওনার মধ্যে? মানে মানসিক অস্থিরতা?"

-"না তো। কেন?"

-"আপনার কি মনে হয় ওনার সব স্ত্রীদের মৃত্যু স্বাভাবিক?"

জেনেলিয়া একটু সোজা হয়ে বসে-"কি বলতে চান আপনি? ওনার প্রথম পক্ষের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আর দ্বিতীয় পক্ষের টিবিতে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোথায় পেলেন?

মিস্নার সাহেব বললেন-"তিন বার তিন বার এরকম অস্বাভাবিক ভাবে! সেইজন্যই বলা। আর সবাই মোটামুটি অবস্থাপন্ন মহিলা ছিলেন।"

জেনেলিয়া যেন ফেটে পড়ে-"মানে কি বলতে চান আপনি? ডাক্তারবাবু টাকার জন্য? আপনি কি পাগল। ডাক্তারবাবু বছরে প্রায় লাখ খানেক ডলার ইনকাম করেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সম্পত্তি সব এক শ্যালিকাকে দিয়ে দিয়েছেন। প্রথম

পক্ষের স্ত্রীর তেমন কাছের কেউ বেঁচে নেই বলেই অপাত্রে দিতে চাননি। গত বছর থেকে ঐ জমিতেও একটা কম খরচে হসপিটাল খোলার চেষ্টা করছেন। কাজ কর্ম আমিই দেখছি। এখনো প্লান পাস হয়নি বলেই কাজ এগাতে পাচ্ছে না। আপনারা কিচ্ছু না জেনেই বেকার একটা মানুষকে এসবে জড়াচ্ছেন।"

মিস্নার সাহেব হতাশ হয়ে বললেন-"এবার আপনি আসতে পারেন। দরকার হলে আবার ডাকবো।"

জেনেলিয়া কোনো কথা না বলে একটা বিরক্তির ভঙ্গিমা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ডঃ হাজরা হঠাৎ করেই প্রশ্ন করে বসেন-"আপনি কি এখনো নিয়মিত ল্যাবে যাতাযাত করেন? মানে নিজে হাতে কাজ টাজ করেন?"

জেনেলিয়া হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়ায়-"কেন তাতে কোনো অসুবিধা আছে আপনার? করি। আমার ভালো লাগে তাই করি। ডাক্তারবাবুর কাছে নতুন ওষুধ এলে আমি শুধু তার কম্পাউন্ড দেখে মোটেই সাজেস্ট করি না। নিজে হাতে ল্যাব টেস্ট করি। তারপরেই ডাঃ হিয়েঙ্গুতাকে সাজেস্ট করি। আমি চাইনা কোনোভাবেই ডাক্তারবাবুর বদনাম হোক। উনি তো টাকাগুলো ওই জন্যিই দেয় নাকি আমায়! চলি। ল্যাব থেকেই আজ এসেছি, আবার ল্যাবেই যাব।" জেলেনিয়া হনহনিয়ে বেরিয়ে যায়।

ডঃ হাজরা আমতা করে বলে ওঠে-"হুম। এখন বুঝছি ডাঃ হিয়েঙ্গুতা কেন এরকম সেক্রেটারি হাতছাড়া করেন নি, কেন এর মাইনে আর পাঁচটা সেক্রেটারির তুলনায় এতো বেশি দিয়ে রেখেছেন। লোকটার চোখ আছে।"

মিস্নার বললেন-"সে তো বুঝলাম মশাই। হ্যাঁ আমিও খেয়াল করেছি যেখানে সব সেক্রেটারিদের গড় মাইনে পাঁচশো থেকে সাতশো ডলার মাসিক, সেখানে জেনেলিয়ায়র মাইনে হাজার ডলার। বেশ বেশি। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন উনি এখনো ল্যাবে যান? কে খবর দিলো?"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলো-"হাঃ হাঃ। আমার চোখ। আজ সম্ভবত ল্যাবে কাজের সময়ে কোনো অ্যাসিড ওনার লম্বা ঢোলা নীল রঙের প্যান্টের নিচের দিকে পড়েছে। গায়ে হয়তো অ্যাপ্রণ ছিলো বলেই কোথাও চিহ্ন নেই। কিন্তু ঐ প্যান্টের নিচের দিকটার রঙটা জ্বলে গেছে। সেটা যে অতিসাম্প্রতিক সেটা তার চারপাশের রঙের গাঢ়ত্ব দেখলেই বোঝা যায়। আর সালফারের কোনো Mercaptans-এর হালকা একটা গন্ধ যেটা Lornamead কোম্পানির Eau de Cologne পারফিউম দিয়ে ঢাকার চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু সালফারের সাথে বেশির ভাগ এক্সপেরিপেন্টের পর যে কম্পাউন্ড তৈরি হয় তাদের গন্ধটাই এতো ঝাঁঝালো যে... যাক বাদ দিন। আমি এখন উঠি দেখুন আপনি আর কি খুঁজে পান।"

******

তিনদিন পর মিস্নার সাহেব ফোন করলেন-"আপনার কি মশাই দিব্যদৃষ্টি আছে নাকি?"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"কেন মশাই?"

-"আপনি যেমন বলেছিলেন তেমন প্রত্যেকটা ওষুধের র‍্যাপার চেক করিয়েছি। মরফিনের শিশিটাও। সবকটা ট্যাবলেটের মধ্যে একখানা ক্যাপসুল ছিলো যেটার সাথে ট্যাম্পারিং হয়েছিলো সেটা স্পষ্ট। ক্যাপসুলের ভিতরের বাণিজ্যিক মরফিনের অর্ধেকটা খালি করে তাতে Opium ফলের কষ থেকে মরফিন সিন্থেসিস করে

ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।"

ডঃ হাজরা বলে উঠলেন-"রাইট, Opium-এর ল্যাটেক্স থেকেই সিন্থেসিস করে মরফিন তৈরি হয়। আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো কোনো ক্যাপসুলের মধ্যে হাই ডোজ মরফিন পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এখন তো দেখছি, মস্তিষ্কটি আরো উচ্চজাতের। একেবারেই Opium-এর ল্যাটেক্স ব্যবহার করেছে।"

-"হ্যাঁ ল্যাব রিপোর্ট কনফার্ম করেছে, ঐ ক্যাপসুলের অর্ধেক মরফিন ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি হয়ে আসেনি। কারণ বাণিজ্যিকভাবে তৈরির সময়ে আরো কিছু প্রসেসিং স্টেজের মধ্যে দিয়ে যায়। কিন্তু অর্ধেক ক্যাপসুলের মরফিন বলে দিচ্ছে ওটা ব্যক্তিগতভাবে কেউ তৈরি করেছিলো। ক্রিস্টালের সাইজগুলোও বাণিজ্যিক মরফিনের ক্রিস্টালের থেকে বড়।"

-"যাক তাহলে তো জাল গোটাতে আপনি রেডি নাকি? পেলেন কাউকে? কোনো জোরালো প্রমাণ?"

সার্জেন্ট মিস্নার হেসে উঠলেন-"বিকালে ডাঃ হিয়েঙ্গুতা, নার্স, সেক্রেটারি জেনেলিয়া, টমি দের আসতে বলেছি। অন্ধকারে আশার আলো বলতে ঐ ট্রাক ড্রাইভারটাকে তুলেছিলাম। একজনের নাম দিয়েছে, যে নাকি হিয়েঙ্গুতার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাতে টাকা দিয়েছিলো। কিন্তু কোনো সলিড প্রামণ এখনও নেই। আপনি একবার অসুন না। আমি তো পুলিশি জেরা করি। ধমক ধামক দিয়ে। আপনি মানুষের মনস্তত্ত্বকে বুঝে ঐ যে ম্যাজিকটা করেন না, আজকেও মনে হচ্ছে সেটার খুব দরকার হবে। একবারটি আসুন।"

ইন্টারোগেশন রুমটার টেবিলের এদিকে বসে ডঃ হাজরা ও সার্জেন্ট মিস্নার। অন্যদিকে একজন বিধস্ত লোক। মিস্নার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন-"তা ডাঃ হিয়েঙ্গুতা আপনার সব স্ত্রীদের এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যায়, বড় আশ্চর্য। তাই নয় কি?"

ডাঃ হিঙ্গুয়েতা নতমুখে বলেন-"আমি আগে জানতামই না। আমি তো এই প্রথম জানছি। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু রোগের কারণে হয়েছিলো। মোটেই অস্বাভাবিক ছিলো না। আমি নিজে রিপোর্ট দেখেছি। মাল্টি ড্রাগ সহ্য করতে পারেনি। আর যতক্ষণে ধরা পড়েছিলো ততক্ষণে ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো। আর কিছুই করার ছিলো না।"

-"আপনার সাথে জেনেলিয়ার কি রকম সম্পর্ক?"

-"মানে?"

-"মানে এতোদিন আপনারা কাজ করছেন একসাথে। একসাথে যাতাযাত করেন। যেখানে আপনারা প্রথমবার মিট করেছিলেন সেই হসপিটালেও খোঁজ নিয়েছি। ওখানে তো অনেকের বক্তব্য যে আপনাদের মধ্যে সম্পর্কটা শুধু পেশাগত ছিলো না।"

ডাঃ হিয়েঙ্গুতা ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন-"একদম ঠিক শুধু পেশাগত ছিলো না। খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিলো। আমার সব কাজের খেয়াল রাখতো। তবে আপনি যে নোংরা ইঙ্গিত করছেন সেরকম কিছুই ছিলো না"।

মিস্নার সাহেব টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন-"তাহলে ওনাকে বিয়ে করতে দিলেন না কেন?"

ডাঃ হিয়েঙ্গুতা অবাক হয়ে চাইলেন-"আমি? আমি তো বরং বলেছিলাম ওকে বিয়েটা করতে। নিজের কাজেই পাগল থাকতো। আর বিয়ের কথা উঠলেই বলতো, আপনার মত ভালো কাউকে পেলে ভেবে দেখবো। আর আমি ওর এই ঠাট্টায় শুধু হাসতাম।"

মিস্নার সাহেব ডাক্তারবাবুকে বাইরে যেতে বললেন। এরপর রুমে আসে জেনেলিয়া। তাঁকে দেখেই ডঃ হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে-"আরে আসুন আসুন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্যই খুনি ধরা পড়েছে।"

জেনেলিয়া অবাক হয়ে বলল-"ধরা পড়েছে? কে?"

-"কেন, ডাঃ হিঙ্গুয়েতা।"

জেনেলিয়া একটা চেয়ারে বসে মিস্নারের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো-"কে এই লোকটা? আপনাদেরও কি তাই মনে হয় নাকি? যত ভুলভাল বকছে। আমি জানি ডাক্তারবাবু এসব করেননি।"

মিস্নার সাহেব একটু করুন মুখে বলল-"দেখুন সব তথ্য প্রমাণ তো তাই বলছে। আমি কি করবো বলুন। ওনাকে গ্রেপ্তার আজ করা হচ্ছেই। আমি শুধু আপনার সাথে কথা বলতে চাইলাম যদি আপনার কাছে কোনো জোরালো প্রমাণ থাকে তাহলে দয়া করে আইনের সাহায্য করুন।"

ডঃ হাজরা এগিয়ে এলেন-"আমার কথা বিশ্বাস না হলে ফরেনসিকের রিপোর্ট দেখুন। উইলিয়ার মৃত্যু হয়েছে মরফিনের ওভারডোজে। সেদিন সকালে ডাক্তারবাবুই ওষুধ দিয়েছিলেন। নার্সও কনফার্ম করেছে। ওনার পালানোর পথ নেই। আমরা শুধু আপনার থেকে ওনার মোটিভটা জানতে চাইছি। আপনি এতোদিন ধরে ওর সাথে আছেন, হয়তো আপনি জানেন কিন্তু বলতে চাইছেন না। প্লিজ বলুন।"

জেলেনিয়া যেন রাগে ফেটে পড়ে। টেবিলের উপর জোরে ঘুষি মারে-"আপনারা অন্ধ হয়ে গেছেন। উনি কিছু করেন নি।"

ডঃ হাজরা তত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে-" করেছেন। আপনি মিথ্যে বলছেন জেলেনিয়া। আপনি সব জানেন।"

-"আপনারা ভুল। সব ভুল। উনি এসব করেননি।"

-"উনি করেছেন...

-"না, উনি করেননি...

-"আলবাত করেছেন...

-"উনি করতেই পারেন না, কারণ উনি তো জানতেনই না ক্যাপসুলে ওভারডোজ ছি..." জেনেলিয়া কিছুক্ষণের জন্য থেকে যায়।

ডঃ হাজরা মুচকি হেসে ওঠেন-"পুরোটা শেষ করুন মিস জেনেলিয়া। স্বাভাবিক। ডাঃ হিয়েঙ্গুতা জানতেনই না ঐ ক্যাপসুলের মধ্যে কি আছে! কারণ

ওপিয়াম ফলটি আপনি চুরি করে এনেছিলেন। তারপর আপনার ল্যাবেই সিন্থেসাইজ করেন! সব থেকে কাছের তিনটে ওপিয়াম ফার্মগুলিতে পুলিশ আপনার ছবি নিয়ে গিয়েছিলো। একটা ফার্মে আপনাকে সেখানকার মালিক সনাক্ত করেছে। শুধু সে বলতে পারেনি আপনি সেখান থেকে ওপিয়াম নিয়ে এসেছিলেন কিনা। আমার বিশ্বাস আপনি এনেছিলেন। কি বলেন?"জেনেলিয়া চোখমুখ ঢেকে বসে পড়ে। সে চুপ করে থাকে। ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-"আর মুখ বন্ধ রেখে লাভ নেই ম্যাডাম। প্রথম স্ত্রীকে মারার জন্য যে ট্রাক ড্রাইভারকে আপনি টাকা দিয়েছিলেন, সেও সকালে জেরার মুখে আপনার নাম নিয়েছে। আপনি মুখ খুললে হয়তো আপনার ডাক্তারবাবু আইনের অসম্মানের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। আপনি কি চান যে ডাক্তারবাবুর অসম্মান হোক।"

জেনেলিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে-"না না...আমি চাই না ডাঃ হিয়েঙ্গুতার কিছু হোক। আমি ওনার সাথে থাকতে থাকতে ওনাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি ওনাকে বোঝানোর কত চেষ্টা করেছি। উনি কোনোদিন আমার দিক ভালো করে চেয়েও দেখেননি। তাই আমি ভেবেছিলাম যেই অনার জীবনে আসবে আমি তাঁকে সরিয়ে দেবো। একদিন না হোক একদিন তো উনি বুঝবেন। তাই দুটো ক্যাপসুল ভরে দিয়েছিলাম শিশিতে।পরে শিশিটা সরিয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু আর সুযোগ হয়নি।"

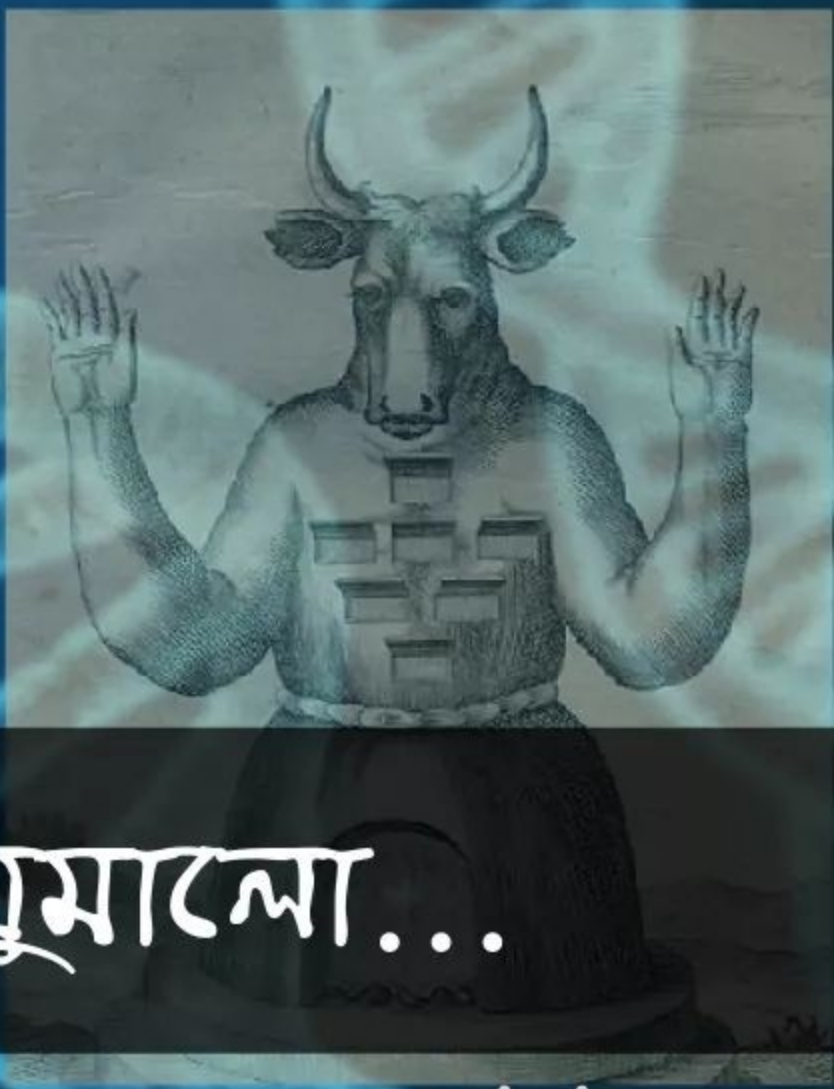
মিস্নার সাহেব বললেন-"দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর তো টিবিতে মৃত্যু হয়েছিলো..."

জেনেলিয়া জোরে হেসে ওঠে-"আপনি বলেছিলেন না, আমি নিজের যোগ্যতার তুলনায় কেন নিম্নমানের কাজ করছি। মশাই, পেশা দেখেই আপনি একটা মানুষের সব জেনে ফেলবেন?" জেনেলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে-"আই অ্যাম আ জিনিয়াস। আমি ল্যাবেই বানিয়েছিলাম ব্যাক্টেরিয়া। তারপরের টুকু এমন কিছুই কষ্ট কর ছিলো না। একটা সূঁচ ছোট্ট করেই ফুটিয়ে দেওয়া...ব্যাস।"

ডঃ হাজরা এবার ঠান্ডা কণ্ঠে বলে উঠলেন-"ভালোবাসা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। তাকে শুধু শুধু কালিমালিপ্ত করলেন। নিজের মনের কথা খুলে বলতেই পারতেন। নিজের একরোখা চাহিদার জন্য তিনজন মানুষের জীবন শেষ করে দিলেন। জানি না, এরপর ডাঃ হিয়েঙ্গুতার সাথে আপনার বিয়ে হলেও শান্তিতে ঘুমাতে পারতেন কিনা!" মিস্নার সাহেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে যান। পিছন থেকে একজন লেডি পুলিশ এসে জেনেলিয়াকে ধরে তুলে নিয়ে চলল। বাইরে হিয়েঙ্গুতা তখনও জানেন না, যে মানুষটিকে বন্ধু ভেবে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন; সেই তাঁর জীবনের সব থেকে সুন্দর মুহূর্তগুলো আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে।

[সমাপ্ত]

ডঃ হাজরা সিরিজ



সপ্তম গল্প

খোকা ঘুমালো...

free.banglapdf.net

/chitragupto

খোকা ঘুমালো...

নিউ ইয়ার্কে সিটি হসপিটালের দোতলায় লম্বা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে প্রসূতি বিভাগের সদ্যোজাত বাচ্চাদের ওয়ার্ড। বাইরে রাত নেমেছে অনেকক্ষণ হয়েছে। কালচে আকাশে নীলাভ আধফালি চাঁদ তখনও জেগে আছে। হসপিটালের বাইরের চত্তরটা আলো-আঁধারি জ্যোৎস্নাতে ভরা। মাঝে মাঝে কিছু ছাইরঙা মেঘেরা এসে চাঁদটাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। হসপিটালের বাইরের রাস্তায় আলো গুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। আসলে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সন্ধ্যেটা নামলেই ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়ে। রাস্তায় লোকজন কমে গেছে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে দ্রুত কিছু গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মোড়গুলোতে সিগন্যালগুলো একা-একা জ্বলছে নিভছে। রাস্তার পাশে কিছু গৃহহীন লোক নিজেদের ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে কিছু কাঠবোর্ডের টুকরো জোগাড় করে নিজেদের ঢাকার চেষ্টা করছে।

হসপিটালের দুতলায় বারান্দাটা যদিও আলোতে আলোকিত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখটাতেই একটা টুলের পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড টমাস। টমাসের বয়স আটত্রিশের কাছাকাছি হবে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, টক-টকে লালচে ফর্সা চেহারা , স্বাস্থ্য একটু ভঙ্গই বলা যায়। একটা হিমেল হাওয়া সারা বারান্দা জুড়ে দাপাদাপি করেছে আর তাতেই টমাসের দুচোখ ভারি হয়ে এসেছে।

সিঁড়িতে একটা ছায়া মূর্তি দেখা যায়। তার গাঢ় কালো ছায়াটা লম্বা হয়ে সিঁড়ি থেকে দুতলায় বারান্দার উপরে এসে পড়ে। একটা মহিলা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে পা

টিপে টিপে উপরে উঠে আসে। মাথা থেকে পুরোটা একটা কালো শালে মোড়া। একবার টমাসের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। না, লোকটা ঘুমাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মহিলাটা পা চালায় প্রসূতি বিভাগের দিকে। দ্রুত পদক্ষেপে ঢুকে পড়ে প্রসূতি বিভাগে। তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক দেখতে থাকে। ছোট ছোট বেডের সাথে ঝোলানো ট্যাগগুলো দেখতে থেকে। একটা বাচ্চার সামনে এসে দাঁড়ায়। সদ্যোজাত বাচ্চাটা তখন শান্তিতে ঘুমিয়ে চলেছে। মহিলাটি নরম হাতে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটার ঘুমটা একটু হালকা হয়ে আসে, বন্ধ চোখেই ঠোঁটগুলো নড়ে ওঠে। বাচ্চাটার পায়ের সাথে বাঁধা ট্যাগটাও একবার দেখে নেয় সে।

মহিলাটি বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চেপে ধরে সিঁড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। উল্টো দিকের সিঁড়িটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই ব্যাস! বুকটা তার ঢিপ ঢিপ করছে। সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই বাচ্চাটা কেঁদে 'অ্যা' করে কেঁদে উঠলো। টমাসের ঘুমটা কিছুটা পাতলা হতেই সে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। মহিলাটির জন্য ওটুকু সময়ই যথেষ্ট ছিলো। কিছু বোঝার আগেই গায়ের শালটা টমাসের মুখের উপর ফেলে একটা জোরে রদ্দা বসার ঘাড়ে। টমাস কিছু বোঝার আছেই 'আঁক' করে শব্দ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মহিলাটি বাচ্চাটার মুখটা চেপে ধরে দ্রুত সিঁড়ি ধরে ছুটে নামতে থেকে।

******

সকালের ঠান্ডা আমেজটা কোনোমতে কাটিয়ে গায়ে একটা হাতে বোনা

সোয়েটার চাপিয়ে ল্যাবে ঢোকে প্রখর রুদ্র। তাকে দেখেই ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-"এ জিনিস কোথায় পেলে হে , প্রখর?"

প্রখর রুদ্র হেসে উত্তর দেয়-"আজ্ঞে, দেশ থেকে আসার সময়ই সাথে করে এনেছিলাম। এখানের যা ঠান্ডা। কতদিন থাকতে হয়...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ডঃ হাজরা বলে ওঠে-"কত দিন মানে? দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি কি কোথাও পালাবার মতলব করছ নাকি হে? মনে রেখো রিসার্চ এখনো কিছুই শুরু হয়নি।"

প্রখর রুদ্র নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নেয়-"না না, মানে মাঝে মাঝে দেশে তো যাওয়া লাগবে। সেটাই বলছিলাম। আপনার আজকের খবরের কাগজ।" সঙ্গে করে আনা সকালের খবরের কাগজটা সে এগিয়ে দেয়।

-"ও আচ্ছা তাই বলো। পেপারে কি আর ভালো কি দেখবো বলো তো।" তাও ডঃ হাজরা পেপারটা খুলে একবার তারিখটা দেখে নেন- ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২। এবার তাড়তাড়ি হেডলাইনগুলো দেখে আবার তিনি মাইক্রস্কোপে চোখ রাখেন আবার। নিজের রিসার্চে মেতে যান।

প্রখর রুদ্র কাছে এগিয়ে আসে-"স্যার, আপনার এইচ আই ভি-এর রিসার্চের কতদূর কি হল?"

ডঃ হাজরা মুচকি হেসে বললেন-"কেন হে, মিচেল কি তোমায় এবার আমার উপর নজর রাখতে পাঠিয়েছে নাকি?"

-"কি যে বলেন স্যার! আমি তো জানতে চাইছিলাম আর কি।"

-"তোমাদের ব্যাপার স্যাপার আমি সব জানি বুঝলে তো?"প্রখর রুদ্র একটু অবাক হয়। ডঃ হাজরা বলতে শুরু করেন-"এনজয় ইয়ংম্যান, নাথিং সিরিয়াস। মিচেলি মাঝে একদিন ফোন করেছিলো। কথায় কথায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। তখনই বুঝেছি। যাক গে বাদ দাও। সে তোমাদের ব্যাপার। আমার রিসার্চ অনেকটা এগিয়েছে। তার আগে বলতো ভ্যাকসিন আর অ্যান্টিডোটের মধ্যে কি পার্থক্য?"

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর উত্তর দিলো-"ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে রোগের কারণটিকেই দেহে স্বল্পমাত্রায় বা ইনঅ্যাক্টিভ ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যাতে শরীর ধীরে এই কারণের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে যাতে ভবিষ্যতে এই রোগর কারণ বাইরে থেকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেও দেহ নিজেই তার বিরুদ্ধে লড়ে দেহের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখতে পারে। যেমন- পোলিও ভ্যাকসিন। আর অ্যান্টিডোট কোনো রোগ হলে তবেই ব্যবহার করা হয় দেহের স্বাভাবিক সুস্থায় নিয়ে আসতে। মোটামুটি যে কোনো ওষুধকেই অ্যান্ডডোটের মধ্যে ফেলা যায়। তা আপনি কোনটা করলেন, ভ্যাকসিন নাকি অ্যান্টিডোট?"

-"তার আগে বল দেখি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কোথাও এই ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়ার কথা তোমার জানা আছে কিনা?"

প্রখর রুদ্র ঠোঁট উল্টে বলল-"ভারত? প্রাচীন ভারত? না স্যার জানি না।"

-"চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের কথা জানো তো হে?"

-"হ্যাঁ...

-"ওখানেই বলা আছে বিষকন্যাদের কথা। যাদের শরীরে কূটনৈতিক চালের জন্য ছোট থেকে অল্প অল্প বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। চাণক্যই ছিলেন এর মাথা। এমন কি চন্দ্রগুপ্তের খাবারের সাথেও প্রত্যহ অল্প অল্প করে বিষ মেশানো হতো, যাতে কোনো শত্রুপক্ষের বিষ প্রয়োগে সম্রাটের ক্ষতি না হয়। কি বুঝলে?"

প্রখর রুদ্র নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে বলল-"বুঝলাম আপনি ভ্যাকসিন বানিয়েছেন!"

এবার ডঃ হজারার মুখ একটু বিষন্ন দেখালো-"ওটাই তো সমস্যা হে! প্রথমে একটা প্রতিষেধক বানিয়েছিলাম কিন্তু সেটা কিছুই ভালো ফল দিচ্ছে না দেখে এবার উল্টো রাস্তা ধরলাম। তাতে সমস্যা যেটা বাঁধল সেটা হচ্ছে আমার ভ্যাকসিন ব্যবহার করার পর দেহে ধীরে ধীরে অ্যান্টিবডি গড়ে উঠছে ঠিকই কিন্তু একই সাথে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে রেড ব্লাড সেল ভেঙ্গে যাচ্ছে। এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। তিনটি ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করেছি, নিয়মিত রক্ত দিতে পারলে তারা ঠিক থাকছে আর অ্যান্টিবডিও তার প্রভাব দেখাচ্ছে। কিন্তু রেড ব্লাডসেলগুলো কিছুতেই স্টেবল হচ্ছে না। বাদ দাও তুমি বলো তুমি কিছু পেলে তোমার কাজের মত?"

প্রখর রুদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো , কিন্তু তার আগেই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পিওন ইলিয়ানা এসে ঘরে ঢুকলো-"ডঃ হাজরা। নিচে একজন পুলিশ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। টাক মাথা। মোটা"

প্রখর রুদ্র ফিক করে হেসে বলল-"আপনার ফ্যান, মিস্নার!"

ডঃ হাজরা অফিসের সামনে এসে দেখলেন মিস্নার সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। তাঁকে দেখেই যেন একটা বুকে বল পেলেন-"মশাই, একবার সঙ্গে গেলে ভালো হতো..."

ডঃ হাজরা ভ্রুঁ কুঁচকে তাকালেন-"মানে? কোথায়?"

-"আর বলবেন না মশাই গত কয়েক মাস বেশ কিছু হসপিটাল থেকে তিন-চারটি বাচ্চা চুরি হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। সবকটা হসপিটালের সব ডাক্তার নার্সদের সাথে কথা বলেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কাল রাতে নিউইউর্ক সিটি হসপিটালে আরো একটা হয়েছে। আপনি যদি যেতেন একবার!"

ডঃ হাজরা একবার বিস্ফোরিত নেত্রে বললেন-"আপনি কি মশাই পাগল হলেন? আমি কি গোয়েন্দা? একটা কলেজের প্রফেসর মাত্র। আপনি দেখছি মুড়ি মুড়কি একদর করে দিলেন!"

মিস্নার সাহেব একটু অনুযোগের স্বরে বললেন-"এ আপনার বড় বিনয়ের কথা। আপনার চোখ দু'খানাই মারাত্মক। আপনি গেলে ভরসা পাই যে আমি ঠিক পথে আছি। আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না। কি যে করবো? কোথা থেকে শুরু করবো! কিছুই বুঝছি না।"

ডঃ হাজরা একটা অসহায় চোখে তাকিয়ে বললেন-"কী বলি বলুন তো! ঠিক আছে ঘন্টা খানেক বসুন। আমার একটা ক্লাস আছে। সেটা নিয়ে তারপর যাওয়া যাবে। মানে আপনার যদি তাড়া না থাকে!"

সার্জেন্ট মিস্নার একটু ভেবে বললেন -"আপনি ক্লাসটা নিয়ে আসুন। আমি এগিয়ে যাই, বুঝলেন। ঘন্টা খানেক পর আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো। আপনি চলে আসবেন।"

ঘণ্টা দেড়েকবাদে ডঃ হাজরা হাজির হন নিউ ইয়র্ক সিটি হসপিটালের দুতলার লম্বা বারান্দাতে। একটা মধ্যবয়স্ক লোক ঘাড়ে একটা হটব্যাগ চেপে ধরে রেখে একটা চেয়ারে বসে। দেখে মনে হচ্ছে সেই সিকিউরিটি। মিস্নার সাহেব কিছু নার্স আর ডাক্তারদের সাথে কথা বলছেন। একটা বেঞ্চের উপর বসে একটা মহিলা জোরে জোরে কেঁদে চলেছেন আর চীৎকার করছে-'মাই বেবি...আই ওয়ান্ট মাই বেবি ব্যাক...ব্রিং হিম ব্যাক...'। একজন লোক পাশে বসে থামানোর চেষ্টা করে চলেছে আর অন্য একটা লোক বেশ রেগে রেগে ডাক্তারদের শাপশাপান্ত করছে। বাইরে বেশ কিছু লোকের জটলা জমেছে। এসব খবর রাষ্ট্র হতে তো আর সময় লাগে না। তাই সবাই এসে আরো জানার চেষ্টা করছে। নিচের দুজন কনস্টেবল তাদের যদিও ঢুকতে দিচ্ছে না।

ডঃ হজারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। মিস্নার সাহেব একবার ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে ইশারায় অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর আবার ডাক্তারদের বয়ান শুনতে থাকলেন। ডঃ হাজরা একবার সিঁড়ির মুখটাতে গিয়ে কিছু দেখলেন ভালো করে। একবার নাকটা জোরে টেনে উল্টোদিকে ফিরে সোজা বাচ্চাদের ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে ভালো করে দেখে দরজার কাঠের ফ্রেমে একবার হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর চিন্তিত মুখে আবার সিঁড়ির মুখে ফিরে গেলেন।

একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে ডঃ হাজরাকে দেখে বললেন-"স্যার, তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু একটা ময়লা শাল পাওয়া গেছে। পালানোর সময় ঐ বসে আছে সিকিউরিটি, টমাসের উপর ফেলে দিয়ে ওর ঘাড়ে রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েই পালিয়েছে। টমাস লোকটা তো এখনো ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। তেমন কিছুই মনে নেই। কিছু বোঝার আগেই..."

ডঃ হাজরা কনস্টেবলের হাত থেকে কালো শালটা নিয়ে দেখতে থাকলেন-"তা ওর সাথে কি কথা বলা যায়?"

-"আমরা তো বয়ান রেকর্ড করেছি। আপনি তাও বলতে চাইলে আসুন একবার," কনেস্টেবলটা টমাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়-"টমাস, ইনি ডঃ হাজরা। পুলিশের লোকই মনে করতে পারো। তোমার কাছে কতগুলো প্রশ্ন ছিলো ওনার।" টমাস খুব কষ্ট করে ঘাড় ঘুরিয়ে সম্মতি জানায়।

ডঃ হাজরা বলেন-"ঘটনাটা আন্দাজ কটার দিকে?"

টমাস তার ধরা ভারি গলায় বলল-"ধরুন আন্দাজ সাড়ে এগারোটার দিকে। দেখলাম সমানে একটা শাল মুড়ি দেওয়া কেউ বাচ্চা কোলে নিয়ে যাচ্ছে।"

ডঃ হাজরা বললেন-" সিঁড়ি দিয়ে উঠে এতোটা গেলো...প্রায় ত্রিশ ফুট। তুমি তখন দেখতে পাওনি?"

টমাস এবার মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলে-"আসলে একটু চোখ লেগে গিয়েছিলো। এরকম হওয়ার কথা নয়। কোনোদিনই হয় না। তাও যে কেন?"

ডঃ হাজরা কোনো কথা না বলে টমাসের সামনে ঝুঁকে পড়ে চোখের নিচের অংশটা একবার টেনে চোখের মধ্যেটা দেখলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় টমাস আর কনেস্টেবল দুজনেই হাঁ হয়ে গেলেও কিছু বলতে পারলো না। তারপর ডঃ হাজরা বললেন-"হঠাৎ কাল রাতেই এরকম হল? আগে কোনো দিন?"

-"না সেরকম তো কই হয় না। যদি বা ঘুম ঘুম পায় উঠে একটু পায়চারি করে নিই। কিন্তু কাল যেন চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছিলো। এমনকি বাচ্চাটা নিয়ে যখন পালাচ্ছিলো, চোখ খুলে ঝাপসা দেখলাম প্রথমে। তারপরও কিছু বোঝার আগেই কি একটা উড়ে এসে পড়লো। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম। তারপর ঘাড়ে একটা জোরে রদ্দা, আর আমি বেহুঁশ। সকালে সবাই চোখে মুখে জল দিয়ে তুলল। আমি সব জানাতেই বাচ্চাদের রুমে গিয়ে দেখা গেলো একটা বাচ্চা মিসিং। তারপরই থানা পুলিশ..."

-"যে এসেছিলো সে কি রকম ছিলো? কিছু মনে পড়ে?"

-"না তেমন কিছু তো মনে পড়ে না। আসলে খুব দ্রুত ঘটল কিনা। তবে লম্বা চুলটাই মনে আছে। মহিলাই হবে।"

-"সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে একটা সবুজ হাতের ছাপ দেখলাম?"

টমাস ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে বলল-"কই কাল রাতে যখন এসেছিলাম তখন তো ছিলো না। আমার মনে আছে। সকাল থেকে কে কখন কোথায় যাচ্ছে..."এরমধ্যে সার্জেন্ট মিস্নার এসে ডঃ হাজরাকে বললেন-"বুঝলেন তো মশাই ব্যাপার খানা। একজন মহিলা।"

ডঃ চিন্তিত মুখে বললেন-"হ্যাঁ মহিলা, সোনালী চুল, উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। ও হ্যাঁ সম্ভবত কোনো বেকারীতে কাজ করেন। কাল রাতেও হয়তো বেকারি থেকেই..."

সার্জেন্ট মিস্নার আর কনস্টেবল দুজনেই অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর মিস্নার সাহেব বললেন-"বুঝলাম না মশাই। ঠাট্টা করছেন নাকি?"

ডঃ হাজরাকে চিন্তিত দেখালো। অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলেন-"মস্করা কেন করবো! কিন্তু কথা হচ্ছে কেন?"

মিস্নার বলে উঠলেন-"ও মশাই, একটু ভেঙ্গে বলবেন?"

এবার যেন ডঃ হাজরা সম্বিৎ ফিরে পেলেন-"হ্যাঁ..."হাতের শালটা ফেরত দিতে দিতে সেটার দিকে ইশারা করে বললেন-"একটা সোনালী চুল...আর শালের থেকে হালকা একটা ম্যাপল পাল্লের মন মাতানো সুগন্ধ। যা হয় কোনো দামী মদ প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয় আর না হলে কোনো বেকারিতে কেক বা ওয়েফার বানাতে। মদ সম্ভবত নয়, কারণ শালের একটা কোনায় ময়দার কিছু অংশ লেগে আছে। আর সেটা খুব শুকনো নয়। তাই বেকারি হওয়ার চান্সই বেশি। আর নাইট শিফটে বেকারিতে কাজ অস্বাভাবিক নয়। তাই হয়তো সে কাল রাতের শিফট থেকে ফিরতি পথেই... কিন্তু প্রশ্নটা সেই থেকেই যাচ্ছে...কেন?" ডঃ হাজরাকে একটু চিন্তিত দেখায়।

মিস্নার সাহেব একটু অবাক হয়ে বললেন-"আর উচ্চতাটা?"

-"শিশুবিভাগের বাইরের কাঠের দরজায় কালই সম্ভবত রঙ করা হয়েছে। অসাবধানতা বশত রাতের অন্ধকারে বুঝতে না পেরে হাত দিয়ে ফেলেছিলো। হসপিটালের কেউ হলে তার জানার কথা যে নতুন কাঁচা রঙ এখনো শুকনো হয়নি। পালনোর সময় ভয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পাশের দেওয়ালে হাত দিয়ে ব্যালেন্স রেখেছিলো একবার," ডঃ হাজরা সিঁড়ির মুখটাতেই সাদা দেওয়ালে একটা হালকা সবুজ হাতের তালুর বাইরের সাইডের একটা ছাপ নির্দেশ করলেন- "একবার ওটা নিয়ে খোঁজ খবর নিন। হসপিটালের কেউ না হলে অবশ্যই যে মহিলা এসেছিলো তার। ঐ উচ্চতার ব্যাপারটাতেই আমি একটু সিওর না, কারণ তার আগে আপনাকে কনফার্ম করতে হবে যে হাতের ছাপটা হসপিটালের আর কারো না। জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ওটা থেকে মোটামুটি উচ্চতার একটা আন্দাজ করাই যায়।"

কনেস্টেবল বলল-"ওটা ঐ মহিলার হলেও বা কি! আমরা এভাবে আনুমানিক উচ্চতা কিভাবে বুঝবো? যদি হিল পরে এসে থাকে?"

ডঃ হাজরা একবার কনেস্টেবলের দিকে খুব বিরক্তভাবে তাকিয়ে সামনের নার্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। মিস্নার সাহেব মৃদ্যু ধমকের স্বরে বলল-"তুমি কি পাগল হলে? রাতের বেলা এরকম একটা কাজ করতে হিল তোলা জুতো পরে আসবে? যাতে শব্দ হওয়ার প্রবণতা বেশি, দ্রুত হাঁটতেও অসুবিধা।" এবার কনেস্টেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়- ঠিক কথা!

ডঃ হাজরা এগিয়ে গিয়ে নার্সটিকে বেঞ্চে বসা ক্রন্দনরত মহিলাটির দিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন-"উনিই কি বাচ্চাটির মা?"

-"হ্যাঁ স্যার।

ডঃ হাজরা মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেলেন। সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন -"দেখুন ম্যাডাম কতগুলো প্রশ্ন না করলেনই যে নয়।" মহিলার কান্না একটু থামলো। সঙ্গের লোকটি একটু সন্দেহের চোখে দেখলো। ডঃ হাজরা বলে চললেন -"আমি পুলিশের সাথেই আছি। তা যা জিজ্ঞাসা করছিলাম, রাতে আপনি তো হসপিটালেই ছিলেন? শেষ কটায় দেখেছিলেন আপনার বাচ্চাকে?"

মহিলাটির কান্না আবার শুরু হল। ধরা গলায় বলে উঠলো-"রাতে সাড়ে নটার দিকে নার্স দুধ খাওয়াতে নিয়ে এসেছিলো। কাল সকালেই হয়েছে। আজ সকালেই আমার পাশে দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আমার কি সর্বনাশ হল। আই ওয়ান্ট মাই বেবি ব্যাক!"

ডঃ হাজরা একটু ভাবলেন-সদ্যোজাতই বলা যায়! তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনার নাম কি?"

-"হু...হুরিয়া...

-"আর আপনার নাম?" পাশে বসা স্বামীটির দিকে ফিরে ডঃ হাজরা বললেন।

-"অকহাত" লোকটির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিস্নার সাহেব কাছে এসে ডঃ হাজরাকে বললেন-"আর কিছু বাকি না থাকলে এবার বেরানো যাক? আমার টিম পাঠিয়েছি সন্দেহজনক কোনো মহিলাকে সদ্যোজাত বাচ্চাসহ দেখতে পেলে যেন আটক করে।" ডঃ হাজরা আর কিছু না বলে হাঁটতে থাকলেন। সার্জেন্ট মিস্নার আরো একবার জিজ্ঞাসা করলেন-"কি বুঝলেন? আমার তো মনে হচ্ছে শিশু পাচার?"

-"হুম। আগের কেসগুলোতেও কি প্যাটার্ণ একই? মানে একদিনের সদ্যোজাত বাচ্চা?"

-"হ্যাঁ। একদিন থেকে দুইদিনের বেশি হয় নি।"

-"প্রত্যেকবারই তার মানে হসপিটাল থেকেই? আর সিকিউরিটি?"

-"হ্যাঁ হসপিটাল থেকেই। এখানে টমাসের তো তাও হুঁশ ফিরেছে। বাকি সব জায়গায় তো সিকিউরিটি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে পড়েছিলো।"

-"শিশুপাচার হলে প্রত্যেকবারে দেখে দেখে এক বা দুই দিনের বাচ্চাদেরই কেন নিয়ে যাচ্ছে। আর আপনি খেয়াল করেছেন? শিশুদের ঘরে যে শিশুটি চুরি গেছে তার বেড ঘরের প্রায় শেষ প্রান্তে। তার আগে দশটা বেড ছিলো। সেখান থেকে একটা তুলে নিয়ে তো পালাতে পারতোই। শিশু পাচার মনে হচ্ছে না, বোধহয়।"

-"তাহলে?"

-"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

-"তাহলে তো মনে হয় একটাই পসিবিলিটি। হয়তো কোনো নিঃসন্তান দম্পতির বাচ্চার প্রয়োজন।"

-"যদি তাই হয় তাহলে তাঁদের আইনমত দত্তক নিতে কি অসুবিধা ছিলো? তাছাড়া হঠাৎ করেই একসাথে এতজন নিঃসন্তান দম্পতি বাচ্চার জন্য চুরি করা শুরু করলেন? একটু অ্যাবসার্ট নয় কি?" মিস্নার সাহেবও এবার চিন্তায় পড়ে গেলেন-"তাহলে কি বলতে চাইছেন?"

-"আপাতত কিছুই বলার নেই। আপনি আপনার মতো করে শিশুটির খোঁজ চালিয়ে যান। কাল একবার থানায় গিয়ে আগের কেসগুলোর বয়ানগুলো দেখা দরকার। চলুন, আমার আবার ক্লাস আছে এবার আমায় বের হতে হবে।"

******

ড্যানিয়েল মিচেলের কেবিনের দরজা ঠেলে ঢুকলো-"এতো দ্রুত তলব?"

মিচলের মুখের ভাবে একটা কাঠিন্য এসেছে-"ইউ আর রাইট। প্রখর রুদ্র ইজ লাইং। কিছু একটা আছে। কিপ ইয়োর বেস্ট মেন অন হিম।" মিচেল ড্রয়ার থেকে একটা চেক বের করে এগিয়ে দেয়-" ইয়োর অ্যাডভান্স পে।"

ড্যানিয়েল একবার চেকটা তুলে দেখে নেয়-"লুকস লাইক ইউ আর ডিসপারেট!"

-"বাজে কথা ছাড়ো। কাজের ফল চাই।"

-"হয়ে যাবে," ড্যানিয়েল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

******

পরদিন ডঃ হাজরা সন্ধ্যের দিকে থানায় গিয়ে দেখলেন সার্জেন্ট মিস্নার হন্তদন্ত হয়ে বের হচ্ছেন। ডঃ হাজরাকে দেখে বললেন-"ঠিক সময়ে এসেছেন। গাড়িতে বসে পড়ুন। বাকিটা গাড়ীতে বলছি।"

দুজনে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। মিস্নার সাহেব বললেন-"এক্ষুনি খবর পেলাম শহরের বাইরে একটা ছোট জঙ্গল মত আছে। বিশেষ সে দিকটাতে লোকজন যায় না। আজ সকালে একজন ওখানের একটা হ্রদের জলে মাছ ধরতে গিয়ে

একজন একটা আধপোড়া পোড়া কাঠ আর চারিদিকে ছাই-চাই ছড়ানো দেখতে পেয়েছে। আর ওই সবের মধ্যেই সে নাকি একটা আধপোড়া শব দেখতে পেয়েছে। তাই খতিয়ে দেখতে যাওয়া। ও হ্যাঁ আপনার রিপোর্ট দেখা তো হল না। তা আপনার যা প্রশ্ন ফিরে এসে না হয় খতিয়ে দেখে নেবেন।"

প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে পুরো শহরের বাইরে এসে গেছে গাড়িটা। ফাঁকা মসৃণ রাস্তার দুই পাশে গাছদের সংখ্যা বাড়ছে, জঙ্গল ঘন হচ্ছে। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও এলোমেলো ভাবে সবার গরম জামার নিচের চামড়া পর্যন্ত শিরশিরিয়ে দিচ্ছে। পিছনে কনস্টেবল দুজনে জবুথবু হয়ে কানে হাত দিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যে নেমেছে খুব তাড়াতাড়ি। অন্ধকারটা যেন ধিরে ধিরে গাঢ় হয়ে আসছে, আর রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে সংখ্যা কমছে।

মিস্নার ধিরে ধিরে গাড়ির গতি কম করে রাস্তার পাশে দেখতে লাগলেন। একটু এগিয়ে যেতেই রাস্তার উপরে একটা লোককে হাত নাড়তে দেখা গেলো। মাথায় কান ঢাকা টুপি, গায়ে একটা শ্যাওলা রঙের ফুলহাতা সোয়েটার আর একটা নোংরা জিন্সের প্যান্ট। তার হাতে একটা মাঝারি সাইজের মাছ রাখার বাস্কেট আর অন্য হাতে একটা ছিপ। তার পাশেই একটা পুলিশ পেট্রোলিং কার আর দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে।

মিস্নার সাহেব গাড়ি থেকে নেমেই অফিসার দুজনের উদ্দেশ্যে বললেন- "আপনারাই ডিউটিতে ছিলেন?"

-"হ্যাঁ স্যার। আমার নাম অফিসার গ্রেগ। এখান দিয়েই ফিরছিলাম। এই

লোকটা দেখি পাগলের মত রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনলাম জঙ্গলটার ভিতরে একটা জায়গায় চারিদিকে কি সব চিহ্ন টিহ্ন আঁকা আর চারিদিকে ছাই আর আধপোড়া কাঠ। আর মাঝে একটা শিশু-শব।"

-"শিশু শব?" মিস্নার সাহেব আঁতকে উঠে ডঃ হাজরা দিকে তাকালেন। ডঃ হাজরাও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন-"চলো তো দেখা যাক।"

অফিসার গ্রেগ আগে আগে হাতে একটা চর্ট নিয়ে চললেন। পিছনে অন্য অফিসারটি মাঝে ছিপওয়ালা লোকটা; তারপিছনে মিস্নার , ডঃ হাজরা ও দুই কনেস্টেবল। অন্ধকারটা যেন ঝুপ করেই জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে গেছে। টর্চের আলোর আলোকবৃত্তের বাইরে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকালে শুধু নীলচে কালো আকাশ গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। এঁকা বেঁকা পথ ধরে রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে নেমে এসে অফিসার গ্রেগ থামলেন তারপর ডানদিকে চর্টের আলো ফেললেন।

সমানেটায় একটা অদ্ভুদ দৃশ্য সবার সামনে ফুটে উঠলো। প্রায় আট ফুটের চৌকাকার ক্ষেত্রের চারিদিকে কিছু মোটা কাঠের গুড়ি রাখা। সম্ভবত ওগুলো বসারা জন্য ব্যবহৃত হয়েছিলো। মাঝে চারফুট বাই চারফুট জায়গায় কিছুটা খুঁড়ে সেখানে একটা যজ্ঞকুন্ডের মত তৈরি করা। তার মধ্যে মাঝারি সাইজের বড় বড় কাঠের আধপোড়া অংশগুলো পড়ে আছে। আর এই যজ্ঞকুন্ডের চারদিকে মাটির উপরে কাঠি দিয়ে আঁকা কিছু বৃত্তাকার অংশ আর তার মধ্যে পেন্টাগন আর বিভিন্ন চিহ্ন আঁকা।

মিস্নার সাহেব দেখে বললেন-"এ তো দেখে মনে হচ্ছে কোনো যজ্ঞ বা পূজার উপকরণ। তা শবটা কোনদিকে?"

অফিসার গ্রেগ উল্টোদিকে গিয়ে বললেন-"আজ্ঞে এই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি আগে আপনাকে খবর দিলাম, স্যার।"

সবাই উল্টোদিকে গিয়েই শিউরে ওঠে-"মোটা কাঠের মধ্যে থেকে একটা ছোট আধপড়া পায়ের মতো বেরিয়ে আছে। আগুনের তাপে ঝলসে কালো হয়ে উঠেছে। গ্রেগ ঠিকই বলেছিল। শিশু শবই বটে। ছোট পা! মানুষ এতো নির্মম? মিস্নার সাহেব কাঠগুলো সরিয়ে একটু টেনে বের করে আনতেই, নিজের ভয়ে পিছনের দিকে উল্টে পড়ে গেলেন। তার হাত থেকে শবটা বাইরে এসে পড়লো। গ্রেগের চর্টের আলোতে সবাই একসাথে আঁতকে উঠলো। মাটিতে পড়ে আছে একটা বচ্চার অর্ধপোড়া শরীরটা, যার বুকের উপরের অংশ আর কিছুই বাকি নেই। ছাই হয়ে চর্টের আলোতে খেলা করে বেড়াচ্ছে। বাকি নিচের অংশটা প্রায় কালো হয়ে গেছে। মিস্নার সাহেব যে পা-টা ধরে টেনে বের করেছেন, সেটাও ভেঙ্গে মিস্নার সাহেবের হাতেই চলে এসেছে!

একজন কনস্টেবল উল্টোদিকে ফিরেই বমি করতে শুরু করলো। মিস্নার সাহেব হাতে ধরে থাকা পোড়া শিশুর পা-টা 'আআঁ' করে ভয়ে ছুঁড়ে সামনের দিকে ফেলে দিলেন। ভয়ে মটিতে বসেই পিছনের দিকে পিছিয়ে গেলেন আরো হাত খানেক। অফিসার গ্রেগ তাড়াতাড়ি মিস্নার সাহেবকে ধরে তুললে গেলেন।

প্রায় মিনিট দশেক লাগলো সবার ধাতস্থ হতে। টুপিওয়ালা লোকটার সাথে একটা জলের বোতোল ছিল। সেটা থেকেই সবাই জল খেয়ে চোখে মুখে দিয়ে

একটু ধাতস্থ হল। মিস্নার সাহেব এবার উঠে বসে টুপিওয়ালা লোকটার দিকে ফিরে বললেন-"তোমার নাম কি?"

-"আজ্ঞে আম্যাজুকা

-"এখানে কি করতে এসেছিলে?"

আম্যাজুকা ঘাড় চুকলে বলল-"এসেছিলাম তো মাছ ধরতে কিন্তু অবস্থা দেখে ভয়ে পড়ি মরি করে রাস্তার দিকে দৌড়ালাম। ভাগ্যভালো রাস্তায় এই অফিসারদের গাড়ি দেখতে পেয়ে থামিয়ে সব বলতে এনারা এসে দেখে। আপনাদের খবর দিলেন।"

-"আপনি আগে এখানে এসেছেন কখনো?"

-"মাঝে মাঝে মাছ ধরতে আসি। ঐ একমাস দেড় মাস অন্তর।"

-"এর আগে এরকম দেখেছেন?"

-"না এবারই তো প্রথম। আমি তো এই রাস্তা দিয়ে নেমে সোজা আরো নিচে একটা হ্রদ আছে সেখানে যাই। আজও তাই যাচ্ছিলাম।"

মিস্নার একবার গ্রেগের দিকে তাকিয়ে বলল-"এই জঙ্গলে পশু?"

গ্রেগ উত্তর দিলো-"না স্যার তেমন কিছু না। ঐ কিছু শিয়াল আর বুনো কুকুর। ভয়ের কিছু নেই।"

মিস্নার একজন কনেস্টেবলের দিকে ফিরে বলল-" এই বডিটা ল্যাবে পাঠাতে হবে। তোলার ব্যবস্থা করো।" কনেস্টেবল দুজকেই একটু কিন্তু কিন্তু করছিলো।

মিস্নার সাহেব ধমক লাগালেন-"তাড়াতাড়ি করো। আর দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি লাভ।" কনস্টেবল দুজন হাত লাগায় ধিরে ধিরে। মিস্নার গ্রেগের দিকে ফিরে বললেন-"আর কিছু?"

গ্রেগ একটু ভেবে বলল-"কি জানি কোনো মানে নেই হয় তো। কিন্তু আপনাদের আসার আগে ঐ চারদিকটা একটু ঘুরে দেখছিলাম। এখান থেকে পাঁচশো সাতশো মিটার আরো দক্ষিণে ঝোপের মধ্যে একটা অদ্ভুত দর্শন মূর্তি আছে। ফুট চার মতো। কাঠের তৈরি।"

-"কই চলো তো দেখি।"

কনস্টেবল দুটি, টুপিওয়ালা লোক আর একজন অফিসার ঘটনাস্থলেই থাকলো। অফিসার গ্রেগ, সার্জেন্ট মিস্নার আর ডঃ হাজরা এগিয়ে চললেন। অন্ধকারের মধ্যের অজানা কিছু পাখি তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ডেকে উঠলো। আর দূর থেকে কিছু পাখিদের আওয়াজ ভেসে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সামনের একটা বেশ বড় ঝোপ। অফিসার গ্রেগ সেটাকে সরিয়ে দিতেই দেখা গেলো গাছে গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো মূর্তিটা। মুখটা একটা গরুর মত, লম্বা দুটো শিং। দুটো হাত আশীর্বাদ দেওয়ার মত করে তুলে ধরে আছে। বুকের কাছটায় সাতটা কেমন যেন চৌকো খোপ খোপ কাটা। আর নিচের দিকে একটা অর্ধবৃত্তাকৃতি অংশ – অনেকটা একটা বড় চুল্লির মত। সেখানটায় কালো কালো ছোপ পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে ধোঁয়াতে ভুসোকালির ছোপ। মিস্নার আর গ্রেগ এগিয়ে দেখতে গেলো, ডঃ হাজরা যেন ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতে গিয়ে

হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। গ্রেগ পিছনে চর্টের আলো ফেলে দেখলো ডঃ হাজরা মাটির উপর পড়ে আছেন আর বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মূর্তিটার দিকে। তারপর মৃদ্যু স্বরে বললেন-" মোলেচ!"

মিস্নার সাহেব ডঃ হাজরাকে ধরে তুলে বলল-"কি হল মশাই।"

ডঃ হাজরার অবাক ভঙ্গীটা তখনও যায়নি, তিনি তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিলেন-"মিস্নার, জঙ্গলে লোক লাগাও। মন বলছে বাকি শিশুদেরও আধপোড়া শব উদ্ধার হবে।"

মিস্নার সাহেব যেন এবার চমকে উঠলেন-"মানে?"

-"মানে যার পিছনে আমরা ছুটছি তাঁকে ধরতে না পারলে আরো অনেক শিশু মারা পড়বে। আপাতত আমি লাইব্রেরি যাব। ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। আর কাল সকালে বাকি কেসগুলোর রিপোর্ট দেখতে হবে।"

কিছুক্ষণ পর মিস্নার একজন কনস্টেবল সহ রাস্তার ফিরে এলেন। বড় রাস্তার উপরে একটা ট্রাক থামিয়ে দুজনকে তুলে দিলেন। কনস্টেবলটিকে বললেন-"ডঃ হাজরাকে শহরের মধ্যে নামিয়ে দিয়েই, পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ফোণ করবে। আই ওয়ান্ট ব্যাক আপ। টিমের সাথে একখানে ফিরবে।" কনস্টেবলটি মাথা নাড়ায়। ডঃ হাজরা তখনও গাড়িতে বসে যেন কেঁপেই চলেছেন! একটা অসম্ভব ভয় ওনার মনকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে!

******

এরপরের খবরের জন্য যদিও ডঃ হাজরাকে থানায় আসতে হয় না। পরের দিন খবরের কাগজেই বের হয়ে গেলো- 'পাঁচ জন নিখোঁজ শিশুর দগ্ধ শরীর পাওয়া গেলো শহরের বাইরের জঙ্গলে।' বিকালের দিকে ডঃ হাজরা গিয়ে দেখলেন থানায় বিস্তর ভীড়। স্বাভাবিকভাবেই সেটা সাংবাদিকদের। সঙ্গে প্রখর রুদ্রকে নিয়ে গেলেন। থানায় এসেই আগের কেসগুলোর সব রিপোর্ট দেখলেন। এরমধ্যে মিস্নার সাহেব সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা টথা বলে এসে চেয়ারে বসলেন-"মশাই, তখন হঠাৎ কি হল? ওরম করে চলে গেলেন কেন? আর মোলেচ নাকি বলছিলেন। কিছু কি বুঝলেন?"

ডঃ হাজরা আড়মোড়া ভেঙ্গে বললেন-"ব্রোঞ্জযুগেরও আগের কথা। প্রাচীন যুগের লেভান্ট এরিয়াতে এক মোটামুটি উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়। লেভান্ট এরিয়া মানে ঐ পশ্চিম এশিয়ার এখন সিরিয়া ও তার আশে পাশের কিছু দেশ ধরতে পারেন। নিজেদের এই ভূমিকে তারা বলতো 'ca-na-na-um'।আর এরা যে ধর্মমতে বিশ্বাস করতো তাঁকে Canaanite বলা হত। এদের ধর্মমত বহুঈশ্বরবাদী। এদের ধর্মমতে ভীষণভাবে মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেটা বোধহয় এদের সব থেকে নিকটবর্তী দুটো শক্তিশালী সভ্যতা হওয়ার জন্যই। সেই Canaanite ধর্ম মতে দুজন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়- মোলেচ আর বাল। এই দুজন দেবতার উদ্দেশ্যেই তাঁদের খুশি করার জন্য সদ্যোজাত বাচ্চাদের জ্যান্ত আগুনে আহুতি দেওয়া হত। মোলেচ ছিলেন আগুনের দেবতা আর বাল ছিলেন বিদ্যুতের দেবতা। এই দুজনের পূজার জন্যই আগুনে Canaanite ধর্মে বিশ্বাসীরা তাদের সদ্যোজাত সন্তানদের যজ্ঞের আগুনে আহুতি

দিয়ে নিজেদের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করতো।"

পাশ থেকে কনেস্টেবল রজার বলে উঠলো-"সত্যি কি বীভৎস রীতি। এরকম ধর্ম তো মানুষকে পশুতে পরিণত করতো।"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলো-"রজার, ধর্ম বিশ্বাস এক বিষম বস্তু। যেখানে নিজের সব রীতি নীতি সব ঠিক মনে হয় বাকিদের বিশ্বাসের সব কিছুকেই মিথ্যে, ভ্রান্ত আর বর্বর মনে হয়। এই যে ক্রিসচানিটিতে একটা বিরাট সময় ধরে চার্চ ও খ্রিস্টানদের প্রবণতা ছিলো লোভ, লালসা বা ভয় যেকোনো কিছুই মাধ্যমেই ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়ানো। আফ্রিকা আর এশিয়া অনেক দেশে এখনো একই জিনিস চলেছে, সেটা কে কি তোমার খুব সভ্য মনে হয়?"

রজার যেন একটু থতমত খেয়ে যায়-"না মানে, তা বলে শিশু হত্যা?"

-"প্রাচীন রীতি নীতিগুলোকে সব সময় ঠিক ভুলের নিরিখে মাপা যায় না। অতো বছর আগে তখন মানুষের জীবন ধর্মসর্বস্ব ছিলো। তাঁদের কাছে শিকার করা, চাষবাদ আর ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর কিই বা ছিলো? তখন তো আর টিভি, থিয়েটার এসব ছিলো না। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো, মোলেচ শিশুদের আহুতিতে খুশি হয়ে তাদের সমৃদ্ধ করবে। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বাবা-মায়েরাই নিজেদের ইচ্ছায় নিজেদের শিশুকে আহুতি দিতে রাজি ছিলো। হয়তো প্রত্যেক পরিবার থেকে এক এক বার এক জন করে এরকম কিছু। আর যেকোনো প্রাচীন সভ্যতা দেখলেই দেখবে তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের আশে পাশেই ঘুরেছে। তাঁদের কাছে জাগতিক বিচার-বুদ্ধি বোধের থেকে পারলৌকিক জীবনকে বেশি সুরক্ষিত করতে চাইত। কেন স্পার্টানদের কথা শোনো কি বুঝি? আট-দশ বছর হলেই তাদের

বনের মধ্যে রেখে আসা হতো। হিংস্র নেড়কের সাথে লড়ে তারা সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকলে তবেই তাদের সমাজের যোগ্য মনে করা হত। তাই এই ধরণের রীতি সব সভ্যতাতেই কম বেশি ছিলই।

রজার বলে উঠলো-"ভাগ্যিস আমি খ্রিস্টান।

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"বাইবেল ফলো করো তো?"

রজার একটু থতমত খেয়ে বললেন-"হ্যাঁ...কেন?"

-"ওল্ড টেস্টামেন। হিব্রু বাইবেল। Jeremiah এর সাত নম্বর চ্যাপ্টার একত্রিশ নম্বর ভার্স-'And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire; which I commanded not, neither came it into My mind.' টফেট বা টফেথ হল সেই স্থান যেখানে শিশুদের বলি দেওয়া হতো। তাই বাইবেলেও এর উল্লেখ আছে।

রজার অবাক হয়ে বলে-"বলেন কি মশাই?"

এবার মিস্নার সাহেব মুখ খুললেন-"এসব অনেক হল। কাজের কথায় ফেরা যাক কি করে ধরা যায় তাই বলুন। হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক। সকালে রিপোর্ট এসেছে। সবকটা বাচ্চাকেই জ্যান্ত আগুনে দেওয়া হয়েছিলো।"

-"হুম এখনো কিছু মানুষ প্রাচীন এই ধর্মমতকেই অবলম্বন করেন। তাদের নিয়মিত কোনো সম্মেলন বা প্রার্থনা বসে। যাদের যাদের বাচ্চা চুরি হয়েছে তারাও সবাই এই ধর্মমতেই বিশ্বাসী, খোঁজ নিয়ে দেখুন। আগের দিন যাদের সাথে কথা

কথা বললাম, তারা তো বটেই। তাঁদের নাম গুলোই তা প্রমাণ করে।"

মিস্নার সাহেব রজারের দিকে ফিরে বললেন-"কোনো টাইম ওয়েস্ট না। এক্ষুনি এই চারজনের বাড়ি যাও আর খবর নিয়ে এসো। আর এদের প্রার্থনা সভা কখন কখন কোথায় কোথায় বসতো সেসব নিয়ে এসো।"

রজার বেরিয়ে যেতেই মিস্নার সাহেব বলল-"কিন্তু এখনো যে কোনো রাস্তাই আমি দেখছি না। আপনার কথা অনুযায়ী পাশেই দুটো বেকারী ফার্মে যোগাযোগ করেছিলাম। প্রায় পাঁচশ মহিলা কাজ করে। তাদের মধ্যে ঐ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতার সোনালী চুলের মহিলার সংখ্যা মোটে না হলেও চল্লিশ। ঐ দিন নাইট শিফটে ছিলেন পনেরো জন। আর রাত সাড়ে দশটার আগে পর্যন্ত কাজ থেকে বাড়ির জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলেন নয়জন। এবার নয়জন সবারই উপর লোক লাগিয়েছি। আর হ্যাঁ হসপিটালের ঐ হাতের দাগটার ব্যাপারে কেউ কিছুই জানে না। সম্ভবত যে মহিলা এসেছিলো সে হলেও হতে পারে। তবে কত লোক আসা যাওয়া করছে, তাই ওটা অত সিরিয়াসলি নিচ্ছি না, আপাতত। কিন্তু কোনো পোক্ত কিছু না হলে কি করে...মানে এই নয়জনের মধ্যেই যে কেউ নাকি অন্য কেউ সেটাও তো বুঝতে পারছি না। এমন ও তো হতে পারে এই নয়জনের কেউ না। সে রাতে যে মহিলা এসেছিলো সে হয়তো বাড়ির জন্য কেক বানাচ্ছিলো।

ডঃ হাজরাকে চিন্তিত লাগে-"সেটা ঠিক কথা। সত্যি ভাবতে হচ্ছে আরো একটু।"

প্রখর রুদ্র এতক্ষণ ধরে রিপোর্টগুলো পড়ছিলো। চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে বলল-"রিপোর্টে যে চারটি ঘটনার উল্লেখ আছে সবকটাতেই সিকিউরিটিরা

ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তাদের ব্লাড চেস্টে কড়া ঘুমের ওষুধ ছিলো। তার মানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, হসপিটালের মধ্যেই কেউ আছে।"

মিস্নার সাহেব একটু ভেবে নিয়ে কেটেকেটে বললেন-"কা-রে-ক্ট। আই থিঙ্ক ইউ আর কারেক্ট। এভাবে তো ভেবে দেখিনি। কিন্তু সেটা কে কি করে খুঁজে বের করা যায়।"

-"আরো একটা ব্যাপার আছে। পাঁচজনের মধ্যে চার জন সিকিউরিটি গার্ডের রক্তে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে। এই পঞ্চম টমাস যার রক্তে ঘুমের ড্রাগের ট্রেস পাওয়া যায়নি। হয়, সে এমনিই ঝিমোচ্ছিলো। আর তা না হলে বড় সম্ভবনা হচ্ছে, এবারে হসপিটালের সেই ভিতরের লোকটি নিউ ইয়র্ক সিটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে টমাসই ছিলো।"

ডঃ হাজরা আর মিস্নার সাহেব একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মিস্নার সাহেব তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে তৈরি হয়ে নিলেন-"ডঃ হাজরা আপনার ছাত্রটিও বেশ তুখোড়। সাবধানে থাকবেন," মিস্নার সাহেব হেসে উঠে পড়লেন।

ডঃ হাজরা এবার স্মিত হেসে প্রখর রুদ্রের দিকে ফিরে বলল-"চলো তাহলে ফেরা যাক। তাহকে তুমিও দেখছি অনেক কিছুই খেয়াল করছ আজকাল।"

প্রখর রুদ্র মৃদ্যু হেসে বলল-"সবই সঙ্গদোষ, স্যার।" দুজনেই হেসে উঠলেন।

******

-"হ্যালো, সার্জেন্ট মিস্নার বলছি। কাল আপনার ছাত্র ঠিক অনুমান করেছিলো। নিউ ইয়র্ক সিটি হসপিটালের কেসে টমাস লোকটাই জড়িত

ছিলো। কাল তুলে এনে ভাল মতো খাতির যত্ন করতেই সে স্বীকার করেছে যে টাকার লোভে সে রাজি হয়ে যায়। ওর প্রথম বয়ানে যেটা বলেছিল, মহিলাটা বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময়ে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়; সেটা মিথ্যে। আসল কথা হল, যে মহিলা এসেছিলো তাকে টমাস চেনেই না। টাকা দিয়েছিলো অন্য লোক। ফলে মহিলাটি উপরে উঠে আসতেই টমাস প্রথমে বুঝতে না পেরে পথ আঁটকে দাঁড়ায়। আর মহিলাটি স্বাভাবিকভাবেই টমাসের ঘাড়ে রদ্দা মেরে অজ্ঞান করে বাচ্চা নিয়ে পালায়।"

-"তা মহিলাটি বা যে লোকটি টাকা দিয়েছিলো তাদের কোনো খোঁজ পেলেন?"

-"ওখানেই আবার সমস্যা, মশাই। মহিলাটিকে টমাস ভালো করে দেখার সুযোগ পায় নি। আর যে লোকটি টাকা দিতে এসেছিলো তার মুখ ঠিক করে মনে করতে পারছে না। এক এক বার এক এক রকম বলছে। ফলে স্কেচ করা যায় নি।"

-"তাহলে?"

-"সেটাই বুঝতে পারছি না। রজার বাকি পরিবার গুলোর সাথে কথা বলেছে। আপনার ধারণা সঠিক ছিলো এরা সবাই এখনো পুরানো Canaanite মত মেনে চলেন। কিন্তু শিশু বলিদানের ব্যাপারটা তারা শুনে থাকলেও, তাদের মত এটা তাদের ধর্মমত সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা। তাও ওদের উপর রজারকে বলেছি নজর রাখতে।"

-"আর ওদের কোনো ধর্মসভা? বা প্রার্থনা সভা?"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ। নিউ ইয়র্কের বাইরেই একটা শতাব্দী প্রাচীন চার্চ আছে। প্রত্যেক শুক্রবার প্রর্থনার পরই এঁদের বিশেষ প্রার্থনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। মানে এঁদের এই মতের উপত্তি, মতবাদ এসব নিয়েই আলোচনা আর কি। একজন পাদ্রী থাকেন পৌরহিত্যে, ফাদার ফার্গুসন। তাঁর সাথেও কথা হয়েছে। তিনি মেনে নিয়েছেন এরকম সভার আয়োজন তিনি করেন প্রত্যেক শুক্রবার। কিন্তু তিনি কোনো শিশু বলিকে সমর্থন করেন না। আর এও বললেন সে প্রথা নাকি বাইবেল বিরোধী। তিনি শুধু ধর্ম প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।"

-"তাহলে এখন উপায় কি?"

-"সেটাই তো বুঝতে পারছি না। একটা এমন কাউকে যদি পাওয়া যেত যে এই দুজনের কাউকে দেখেছে...তাহলে...যাইহোক। তবে ঐ নয়জন বেকারির মহিলার উপরেও নজর রেখেছি।"

-"দেখুন কি হয়, এর মধ্যে আমায় কিছু খেয়াল এলে নিশ্চিত আপনাকে জানাবো," ডঃ হজারা ফোন রেখে দিলেন। প্রখর রুদ্র তাঁর দিকেই চেয়ে আছে দেখে মুখটা ব্যাজার করে তিনি বললেন-"আর বলো না, বুঝলে। তীরে এসেও... সিকিউরিটিটা স্বীকার করেছে। কিন্তু রাঘব বোয়ালটি এখনো জালে পড়েনি।ঐ দলটার একজনকেও যদি সনাক্ত করা যেত হে...

প্রখর রুদ্র একটু 'হুম' বলে নিজের কাজে মন দিলো।

******

সকাল থেকেই প্রখর রুদ্রের একটু জ্বর জ্বর লাগছে। এদিকে আজকে একটা টেলিগ্রাম না করলেই নয়। অসুস্থ শরীরে পোস্ট অফিসে গিয়ে যথারীতি একটা টেলিগ্রাম করে-'Nearly Success. Few more months to wait'। একটা ক্যাব নিয়ে সেখান থেকে নিউইয়র্ক সিটি হসপিটালে এসে চেক আপ করে ওষুধপত্র নিয়ে ধিরে ধিরে হেঁটে বাইরে আসে। গেটের সামনে একটা ভিখারি গোছের লোক বলে ওঠে-"অ্যাই অ্যাম হোমলেস। প্লিজ হেল্প!" প্রখর রুদ্র পকেট থেকে কয়েক পেনি বের করে লোকটা থ্যাবড়ানো বাটিতে দিয়ে দেয়। লোকটার কাঁচা-পাকা দাঁড়ির ফাঁকে হাসির রেখা দেখা যায়।

প্রখর রুদ্র কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরই হঠাৎ তার কি মনে হওয়ায় ফিরে আসে লোকটার সামনে-"আপনি কি এখানে সারাদিন বসে থাকেন?"

লোকটা একটু থতমত খেয়ে যায়-"না মানে শহরের পুলিশ তাড়া দিলে তো উঠে যেতেই হয়। তবে কোথায় আর যাব। হয় এখানে আর না হলে দুটো লেন পরে একটা চার রাস্তার মোড় আছে ওখানে। তবে রাতের বেলা ঐ বেঞ্চেই ঘুমাই," লোকটা মিটার খানেক দূরে রাস্তার উপরে একটা বসার জায়গা দেখিয়ে দিলো।

-"গত মাসের শেষের দিকে রাতের বেলাও কি এখানে ছিলেন?"

-"হ্যাঁ এখানেই ছিলাম," লোকটাকে আরো ভীত সন্ত্রস্ত দেখায়।"

-"২৬ সে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে এগারো- বারোটার মধ্যে কোনো মহিলাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন?"

লোকটা আমতা আমতা করে বলে-"হ্যাঁ দেখেছিলাম। রাতের দিকে খুব ঠান্ডা পড়েছিলো। আমি একটা মোটা কাঠবোর্ড জোগাড় করে বেঞ্চের উপর পেতে সবে শোবো ভাবছি, এমন সময় শুনি বাচ্চার চাপা কান্না। আমি পিছন ফিরে দেখি হসপিটালে ভিতর দিয়ে একটা মেয়ে বাচ্চা কোলে করে ছুটতে ছুটতে আসছে। আমি গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটা বাইরে এসেই আমায় দেখে যেন ভয় পেয়ে থমকে গেলো। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই রাস্তা পার হয়ে একটা গাড়ীতে উঠে চলে গেলো।"

-"মেয়েটা কেমন ছিলো বর্ণনা করতে পারবেন?"

-"মেয়ের মতই ছিলো। আলাদা করে কি বর্ণনা করবো? তবে দেখলে চিনতে পারবো।"

প্রখর রুদ্রের চোয়াল শক্ত হয়-"আপনি আমার সাথে চলুন তো। এক্ষুনি একবার থানায়।"

লোকটা ভয়ে উঠে পালাতে চেষ্টা করে-"আমি কিছু করিনি। আমি থানায় যাব না। আমি নির্দোষ।"

প্রখর রুদ্র তার আগেই লোকটাকে ধরে ফেলে-"আপনার জন্য নয়। কোনো একজন মা সন্তানহারা হয়েছে। আর যাদের জন্য হয়েছে তাদের একজনকে

আপনি দেখেছেন। আপনার বয়ান ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি গেলে আমি এক ডলার দিতে রাজি আছি।"

লোকটার চোখ বড় বড় হয়-"এক ডলার?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহহীন লোকটাকে নিয়ে থানায় চলে আসে প্রখর রুদ্র। মিস্নার সাহেব থানাতেই ছিলেন। সব কিছু বলে প্রখর রুদ্র বেকারীর ঐ নয়জন মহিলার ছবি দেখাতে বলল। মিস্নার সাহেবও যেন হাতে চাঁদ পেলেন। একটা ডুবতে থাকা মানুষের জন্য খড়-কুটোর ভরসাও বিরাট। তাড়াতাড়ি ফাইল খুলে ন'জন মহিলার ছবি টেবিলের উপরে রাখলেন। গৃহহীন লোকটা বেশ সময় নিয়ে সব কটা ছবি ভালো করে দেখে চলল। প্রখর রুদ্র আর মিস্নার সাহেব দুজনেরই হৃদস্পন্দন বেড়ে চলল। একটা সময় পর আবার ভালো করে দেখে লোকটা তৃতীয় ছবিটা তুলে ধরে বলে-"এই মহিলা। আমি সিওর।"

মিস্নার সাহেব কেবিনের বাইরে এসে রজারকে হাঁক পাড়েন-"রজার, এক্ষুনি এই লোকটার জন্য পাশের দোকান থেকে ভালো বার্গার নিয়ে এসো। আর জল দাও।" মিস্নার সাহেব ঝড়ের গতিতে একজন মহিলা অফিসারকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত মহিলা, পিগেটকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন। এরমধ্যে ডঃ হাজরাও খবর পেয়ে থানায় এসেছেন। কাজের সময় মিস্নার সাহেব অন্য মানুষ একথা সবাই জানেন। কিন্তু মহিলা অভিযুক্তকে জেরা করার জন্য মহিলা অফিসার এমিলিকেই আজ সঙ্গে নিলেন। এমিলির মতো পেটাই করা

চেহারার মেয়ে প্রখর রুদ্র খুব কমই দেখেছে- বড় বড় চোখ, আকাশি রঙের মণি, ছোট করে বিনুনি করা চুল, মুখের মধ্যেই একটা কাঠিন্য আছে।

এমিলি ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকেই বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই বলল-"বাচ্চাগুলোকে পুড়িয়ে মারলি কেন?"

-"বেশ করেছি। প্রভুর আদেশ ছিলো..."

এমিলি যেন রাগ ধরে রাখতে পারেন। পিগেটের গলার কলারটা একহাত দিয়ে ধরে অন্যহাত দিয়ে এক নাগাড়ে ঘুষি চালাতে লাগলো। অবস্থার বেগতিক দেখে রজার এমিলিকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু একরোখা এমিলি জোরে লাথি ছোঁড়ে। চেয়ারসহ পিগেট কিছুটা দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে। রজার এমিলিকে টেনে নিয়ে একটা জায়গায় স্থির করে দাঁড় করায়। মিস্নার সাহেব এবার বলে উঠলেন-"কী হচ্ছে এমিলি। কন্ট্রোল ইয়োরসেলফ।"

এমিলি এবার কিছুটা শান্ত হয়-"সরি স্যার।"

মিস্নার সাহেব রজারকে ইশারা করতেই সে গিয়ে চেয়ারটা তুলে পিগেটকে আবার সোজা করে বসিয়ে দেয়। মিস্নার সাহেবর গলায় এবার একটা হিমশীতলতার ছোঁয়া-"এমিলির হাতে তোমাকে দশ মিনিট ছেড়ে দিলে দেহের একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না। ক্লাব লেভেল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। তাই অক্ষত শরীরে যদি থাকতে চাও তাড়াতাড়ি দলের মাথার নাম আর কে কে আছে এই র‍্যাকেটে তাড়াতাড়ি বলো।"

পিগেটের এক চোখের নিচে কালসিটে পড়ে গেছে,ভালো করে চোখ খুলতে পারছে না, ঠোঁটের কোনাটে ফেটে রক্ত আর লালা ঝরে পড়েছে-"বলছি স্যার।

আমি সবার নাম জানি না। আমার মত অনেক মহিলাই আছে। আমরা প্রার্থনা সভায় আসা গর্ভবতী মহিলাদের উপর নজর রাখাতাম। আমাদের বলে দেওয়া হতো কবে কোথা থেকে বাচ্চা চুরি করতে হবে। আমরা গিয়ে করে আনতাম। সেই দিন রাতেই আমাদের নির্বাচিত সদস্যরা শহরের বাইরের বনে উপস্থিত হতেন। তারপর মোলেচের উদ্দেশ্যে বাচ্চাটাকে উৎসর্গ করা হতো। বিশ্বাস করুন স্যার, মোলেচের আদেশেই আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে এই বলি চড়াই। উনি আমাদের সবাইকে উদ্ধার করবেন।"

মিস্নার সাহেব হেসে ওঠেন-"এই পৃথিবীতে কোনো ভগবান ঈশ্বর কাউকেই কখনো উদ্ধার করেনি। মানুষই মানুষকে উদ্ধার করেছে, মানুষই মানুষের বিপদে দাঁড়িয়েছে। স্বয়ং প্রভু যীশুর ক্রুশবৃদ্ধ দেহও উদ্ধার করতে কোনো ভগবান আসেননি। এসেছিলেন একজন সারধারণ মানুষ, জোসেফ ও তাঁর সঙ্গীরা। গৌতমবুদ্ধ যখন ভগ্ন শরীরে তপস্যা করে যাচ্ছেন, তখন তাঁরও জীবন বাঁচাতে কোনো ভগবান আসেননি। এসেছিলেন একজন সাধারণ মহিলা,সুজাতা। যাইহোক বাদ দাও তোমরা এসব বুঝবেও না। আমার সময় নষ্ট না করে তোমাদের দলের মাথার নামটা বলো।"

পিগেট মাথা নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে-"ফাদার ফার্গুসন।"

মিস্নার স্মিত হেসে বললেন-"আগেই আঁচ করেছিলাম।" রজার আর এমিলিকে নিয়ে বাইরে এসে মিস্নার সাহেব প্রখর রুদ্রের সাথে করমর্দন করলেন-"ব্রেভো ইয়ং ম্যান।" দুজন আরো অফিসারকে নিয়ে মিস্নার ফাদার ফার্গুসনকে গ্রেপ্তার

করতে বেরিয়ে গেলেন।

রজার এসে দুকাপ চা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটু নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো। ডঃ হজারা চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বলল-"কী হল হে রজার? কেস তো সলভ। মনে হচ্ছে তুমি খুশি না?"

রজার একটু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল-"কী যে বলি স্যার। নিজেদের বাইবেলেই এরকম যে শিশু বলি দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে আমি জানতামই না। তারপর থেকেই নিজেকে খুবই অপরাধী লাগছে। এরকম করে ছোট ছোট তাজা প্রাণগুলো...

ডঃ হাজরা হেসে বললেন-"তাই বুঝি?

-"সত্যি স্যার

-"হিব্রু বাইবেলেই King of Judah, Josiah কথা উল্লেখ আছে। সেটা জানো?'

-"হ্যাঁ মানে ঐ আরকি।

-"তাহলে কিংস এর দ্বিতীয় বইয়ের তেইশ নম্বর চ্যাপ্টারের দশ নম্বর শ্লোকটা শোনো 'And he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech' কি বুঝলে?"

রজারের চোখটা আনন্দে চকচক করে উঠলো-"তার মানে কিং এই প্রথা অনেক বছর আগেই রদ করে গেছেন?"

free.banglapdf.net

ডঃ হাজরা হেসে বললেন-"হ্যাঁ হে। আর সেটা যীশু খ্রিষ্ট জন্মের অনেক আগেই," এবার প্রখর রুদ্রের দিকে ফিরে বললেন-"চলো তাহলে ওঠা যাক?"

[সমাপ্ত]

চিত্রগুপ্তের চিরকুট

ডঃ হাজরা সিরিজ



অষ্টম গল্প:

প্রথম পর্ব

free.banglapdf.net

/chitragupto

ফাঁদ

নিউইয়র্ক শহরে সবে শীতটা নামবে নামবে করছে। ১৯৮২ এর নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। শীতকালে নটা মানেই রাস্তার লোকজন অনেকটাই কমে যায়। রাস্তার সিগন্যালগুলোতে লাল সবুজ আলো কিছু সময় পর পর জ্বলছে নিভছে। রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর হলদে আলো যেন গাঢ় হয়ে জমাট বাঁধছে। দূরের রাস্তার শেষ প্রান্তগুলো যেন অন্ধকারে মিশে গেছে। রাস্তার দুপাশের মাঝারি সাইজের গাছগুলো যেন রাস্তার দুপাশে অন্ধকারটা আরো গাঢ়তর করে তুলছে।

রাস্তা ধরে একটা গাড়ি ধিমে তালে চলেছে। গাড়ির মধ্যে সদ্য বিবাহিত দম্পতি। দম্পতিটি একে অন্যের হাত ধরে নিজেদের মধ্যে মৃদ্যু খুনসুটিতে মেতেছে। পুরুষটি গাড়ির স্টিয়ারিং-এ একহাত রেখে কথা বলে চলেছে। মনে হয় ওরা লং ড্রাইভে বেরিয়েছে। এ শহরে রাতের দিকে এটা সাধারণ ব্যাপার। একটা চাররাস্তার মোড় পার হতে যেতেই একটা লোক টাল খেতে খেতে গাড়ির সামনে এসে যায়। মহিলাটি চীৎকার করে ওঠে, পুরুষটি সজোরে ব্রেক মারে। কিন্তু ততক্ষণে সমানের লোকটি গাড়ির সাথে একটা সজোরে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার উপরে পড়ে যায়।

ভয়ার্ত চোখে পুরুষটি গাড়ি থেকে নেমে এসে লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে। লোকটির তখনও জ্ঞান আছে। বিশেষ কিছু হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না, কিন্তু কেমন যেন ঝিম মেরে পড়ছে। মনে হচ্ছে ঠিক করে শ্বাস নিতে পারছে না, এই শীতেও কপালে কি ঘাম জমেছে? পুরুষটি ঝুঁকে পড়ে। লোকটি একটা মৃদ্যু ভাঙ্গা

স্বরে বলে-"হেল্প মি। পুলিশ ষ্টেশন। জিঙ্গো উইল কিল মি। হেল্প মি।" পুরুষটি এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো ফেলে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বেশ কিছু পথচারী এগিয়ে এসেছে। তাদেরও একটা ছোট জটলা তৈরি হয়েছে। তাদের কেউ বলছে গাড়িটার দোষ নেই, কেউ বা বলছে লোকটার দোষ নেই। পুরুষটি আর বেশি দেরি না করে লোকটা ব্যাকসিটে শুইয়ে নেয়। রাস্তা থেকে একজন পথচারীকেও সঙ্গে নেওয়া ভালো, পরে পুলিশের ঝামেলা কম পোহাতে হবে। আরো একজন পথচারী সঙ্গী হয়। পুরুষটি জোরে গাড়ী ছোটায় নিকটবর্তী হসপিটালের দিকে।

******

ডঃ হাজরা আজকাল মাঝে মাঝেই সন্ধ্যের পরে কলেজ সেরে থানায় চলে আসেন। কিছুই না, আসলে একা মানুষ- একটু সন্ধ্যেবেলাটা মিস্নার না হলে রজারের সাথে কথা বলে কাটে। মিস্নার সাহেবও বিরক্ত হন না। কথায় কথায় অনেক কেসেই অনেক রকম সাহায্য হয়ে যায়। আর এমনিতেও তো আর বসে বসে খোস গল্প হয়না, বরং বিভিন্ন কেসের কথাই হয়। ঠিক আটটার দিকে মুখে একটা চুরুট নিয়ে টানতে টানতে থানায় উপস্থিত হন ডঃ হাজরা, নটা পর্যন্ত থাকেন তারপর আবার হেঁটে ফিরে যান।

আজও সন্ধ্যেটায় সেরকমই এসে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-"কী হে মিস্নার সাহেব, ইন্টারেস্টিং কিছু পাওয়া গেলো নাকি?"

মিস্নার সাহেব একমুখ হেসে বললেন-"তা সেরকম কিছু পাইনি যে। সব

ছোট খাটো চুরি এসব আরকি। আপনি দেখছি আমার চাকরিটা খাবেন। উপরওয়ালারা আঁচ করছে, আর যদি তাঁরা সিওর হয়ে যায়; তাহলে আমার পদোন্নতিটা গেলো।"

চুরুটটা দাঁতে কামড়ে হেসে উঠলেন-"হা হা হা। না না কোনো উপরওয়ালা জানবে না। আসলে আপনিই তো আমার অভ্যাসটা খারাপ করে দিয়েছেন। প্রথমদিকে তো এসবের মধ্যে আমি আসতে চাইনি। আপনিই টেনে টেনে নিয়ে এলেন। আর এখন যদি ইন্টারেস্টিং কিছু না পাই, মাথাটা কেমন খালি খালি লাগে।" ডঃ হাজরা বেশ জোরের কাশতে শুরু করেন।

এরমধ্যে রজার দুকাপ চা নিয়ে এসে সামনে ধরে-"আপনার মনে হচ্ছে ঠান্ডাটা ধরে গেছে। রাত্রে আসা যাওয়ার সময়ে একটা মাফলার ব্যবহার করুন। নিন, চা নিন।"

ডঃ হাজরা চুরুটটা নামিয়ে রেখে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন। একটা চুমুক দিয়ে বললেন-"তা বটে। আমার একটু ঠান্ডার ধাত আছে। কি করবো বলো। দেখি আজকালের মধ্যে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।"

এরমধ্যেই টেবিলের ফোনটা ঝনঝন করে বেজে ওঠে। সার্জেন্ট মিস্নার ধরে কথা বলতে শুরু করলেন-"অ্যাক্সিডেন্ট? কখন? কোন হসপিটাল? আচ্ছা আসছি।" ফোন নামিয়ে রেখে ডাক্তার হাজরার দিকে ফিরে বললেন-"মশাই চলুন আপনাকে ডাক্তারটা দেখিয়েই আনি। আর ফেরার পথে আপনাকে নামিয়ে দেব। সেই আমাকে তো বের হতে হবেই।"

ডঃ হাজরাও আর না করলেন না। রজার, ডঃ হাজরা আর মিস্নার সাহেব গাড়ীতে চড়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিউ ইয়র্কের একটি প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন। ডঃ হাজরাকে একটা ডাক্তারের কেবিনের দিকে দেখিয়ে দিয়ে মিস্নার সাহেব বললেন-"যান, দেখিয়ে আসুন। ততক্ষণ আমি দেখি অ্যাক্সিডেন্ট কেসটা শুনে আসি।" ডঃ হাজরা ডাক্তারের কেবিনে ঢুকে যান। ডাক্তারের সাথে কথা বলে ডঃ হাজরা বাইরে এসে দেখেন, করিডোরের শেষে একটা ছোট জটলা বেঁধেছে। মিস্নার সাহেবের চারিদিকে ঘিরে ধরে বেশ কিছু লোক একসাথে কথা বলে চলেছে আর মিস্নার সাহেব থামানোর চেষ্টা করে চলেছে। রজারও মাঝে মাঝে গলা চড়াচ্ছে-"আস্তে আস্তে। এক এক করে বলুন..." ডঃ হাজরা হাতে কোটটা ঝুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে যান।

সবার কথা শুনে যেটুকু বুঝলেন, পালোস্কি দম্পতি সন্ধ্যের পর লং ড্রাইভে বেরিয়েছিলেন। একটা বড় রাস্তার মোড়ে লোকটা এসে গাড়িতে ধাক্কা খায়। লোকটা যখন গাড়ীতে এসে ধাক্কা খেয়েছিলো তখনও তার অবস্থা মোটেই ভালো দেখাচ্ছিলো না- টলমল করে হাঁটছিলো, একটা হাঁফ ধরা ভাব, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। সেখান থেকে এই দম্পতিই তাঁদের গাড়ি করে এখানে নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে অবশ্য জুলিয়ান নামে এক পথচারীও সঙ্গী হয়েছিলেন। যতক্ষণে আহত লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তখনও সে বেঁচেছিলো, কিন্তু নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলো। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালনার আগেই লোকটি মারা যায়। এখনো সনাক্ত করা যায়নি। যখন নিয়ে আসা হয়েছিলো শুধু বলছিলো-'জিঙ্গো উইল কিল মি।'

হসপিটালের মধ্যেই একটা ঘরে বসার ব্যবস্থা হল। সেখানেই বয়ান নেওয়ার ব্যবস্থা হল। প্রথমেই পালোস্কি দম্পতিকে ডাকা হল। ডঃ হাজরা বুঝতেই পারলেন রাত বারোটার আগে আজ মিস্নার সাহেব এখান থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না। রজার একটা ডায়েরি আর পেন নিয়ে নোট করতে একটা চেয়ারে বসেছে। ডঃ হাজরা পকেট থেকে চুরুটটা বের করে আবার করে অগ্নিসংযোগ করে ঘরে এককোণে দূরের একটা বেডের উপর গিয়ে বসলেন।

মিস্নার সাহেব শুরু করেন-"আপনারা কি প্রত্যেকদিন রাতেই লং ড্রাইভে বের হন?"

মনে হল দম্পতিদ্বয় দুজনেই ভয় পেয়েছে, দুজনেই একসাথে বলে ওঠে-"না স্যার! মাঝে মাঝে আমরা বের হই। ঘণ্টা খানেক ঘুরেই আবার ফিরে যাই।"

-"যে লোকটা আহত, তাঁকে চেনেন?"

এবার পুরুষ সঙ্গীটি উত্তর দিলো-"না স্যার। সত্যি বলছি চিনিনা।"

-"একটা লোক আপনাদের গাড়ির সামনে এলো আর আপনারা দেখতে পেলেন না? কি করছিলেন আপনারা? লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে দিলেন?"

মহিলাটি বলে ওঠে-"সত্যি বলছি স্যার, আমাদের চোখ রাস্তার দিকেই ছিলো। লোকটাই এসে গাড়িতে ধাক্কা মারে। অনেকটা মাতালের মতো হাঁটছিলো। আমরা দেখতে পেতেই গাড়ীর ব্রেক কষেছিলাম।। আর গাড়ী খুব জোরে চলছিলো না।"

-"একটা লোককে ধাক্কা দিলেন আর এখন গালগপ্প শোনাচ্ছেন," মিস্নারের

গলায় একটা ঝাঁঝ।

দুজনেই আবার একসাথে বলে ওঠে-"না, স্যার। আপনি চাইলে পথচারীটিকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

-"সে আপনারা না বললেও আমি করে নেবো," মিস্নার কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বললেন-"লোকটা গাড়িতে আসতে আসতে কিছু বলেছিল?"

-"হ্যাঁ স্যার!" পুরুষ সঙ্গীটি কিছুটা যেন পায়ের তলায় মাটি পায়-"বার বার বলছিলো-'জিঙ্গো উইল কিল মি' আরো বলল ওকে নাকি জিঙ্গো কোথাও ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানেই বন্দুকের সামনে ভয় দেখিয়ে কয়েকটা ট্যাবলেট খাইয়েছে। কি যে নামটা বলেছিল!" মহিলা সঙ্গিনীটির দিকে ফিরে বলে-"অ্যাই তোমার মনে আছে?"

মহিলা সঙ্গিনীটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বলে-"না। আমার তখন টেনশন চলছিলো। আমি অতো ভয়ের মধ্যে তো খেয়াল করিনি।"

মিস্নার সাহেব কিছুটা ব্যাঙ্গের হাসি হাসেন-"দুজন মিলে ভালোই গল্প বানাতে পারেন দেখছিল। তা এটা কখন বানালেন? গাড়ীতে আসতে আসতে নাকি হসপিটালে এসে? গাড়ীর ঐ পথচারীটিও কি আপনাদের ষড়যন্ত্রে সামিল?"

পুরুষ সঙ্গীটি বলে উঠলো-"সত্যি বলছি স্যার। আপনি জিজ্ঞাসা করুন ওনাকে। আমরা একটুও মিথ্যে বলছিনা। আমাদের কোনো দোষ নেই স্যার। লোকটাই তো এসে ধাক্কা মারলো!"

মিস্নার সাহেব বললেন-"ঠিক আছে আপনারা বাইরে গিয়ে বসুন। এরপর রজার জুলিয়ানকে ডেকে আনে। সেও যেন একটু ভয়ে ভয়ে আছে। মিস্নার সাহেব বললেন-"যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন আপনি ওখানে ছিলেন?"

-"হ্যাঁ স্যার, রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেটা খাচ্ছিলাম।"

-"আপনি কোথা থেকে ফিরছিলেন?"

-"আজ্ঞে, আমি একটা কারখানায় কাজ করি। সন্ধ্যের শিফট শেষ করে ফিরছিলাম। যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে আমার বাড়ি আর মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আমি প্রত্যেক দিনের মতই বাস থেকে নেমে সিগারেট খাচ্ছিলাম। আসলে বাড়িতে স্যার, বৌ ঠিক সিগারেট খেলে অশান্তি করে, তাই আরকি প্রত্যেকদিন..." জুলিয়ান হাত কচলাতে থাকে। মধ্যবয়স্ক জুলিয়ানকে দেখে মনে হয়না তার মিথ্যে বলার কোনো কারণ থাকতে পারে। মাথায় কাঁচাপাকা কম চুল, গায়ে ময়লা একটা নীলচে পুলওভার চাপানো আর কালো প্যান্ট। পায়ের জুতোটায় কিছু জায়গায় তাপ্তি মারা- দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট!

মিস্নার জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনি কি দেখলেন সেটা বলুন..."

-"প্রথমটায় অতোটা মন দিয়ে খেয়াল করিনি। চার রাস্তার মোড়ের একদিকে আমি দাঁড়িয়ে সিগারেটা খাচ্ছিলাম। মোড়ের উল্টো দিকের রাস্তায় দেখলাম একটা লোক টলতে টলতে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। আমি ভাবলাম কোনো মাতাল-টাতাল হবে। বাঁদিকের রাস্তাটা থেকে একটা গাড়ি, মানে ঐ যারা আরকি ধাক্কাটা মারলো না, স্যার? ঐ ওদের গাড়িটা আসছে। এরমধ্যে ঐ লোকটা রাস্তার উপরে এসে যায়, গাড়ীটা ব্রেক মারে। কিন্তু যতই হোক চলন্ত গাড়ি, তাই লোকটা

/chitragupto
free.banglapdf.net

ধাক্কা খেয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়লো।"

-"গাড়িটা কি খুব জোরে চলছিল?"

জুলিয়ান কিছুক্ষণ ভাবে-"কি জানি! অতো ভালো কি আর স্যার মনে আছে। অতো খেয়াল করিনি।"

-"তারপর?"

-"তারপর আর কি লোক জড়ো হয়ে গেলো। আশে পাশের দোকানগুলোতেই তো তখনও কিছু লোক ছিলোই। সেখান থেকে হসপিটাল"

মিস্নার সাহেব টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন-"গাড়ীতে লোকটা কিছু বলছিল?"

-"বলছিল তো-'জিঙ্গো উইল কিল মি' বার বার বলছিল। আর বলছিল ওকে নাকি মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে Codeine খাওয়ানো হয়েছে।"

মিস্নার সাহেব একটু ভ্রূঁ কোঁচকালেন-"আপনি সিওর? ঠিক মনে আছে? Co-deine?"

-"হ্যাঁ স্যার। আগের মাসেই আমার বৌ এর ঠান্ডা লেগেছিলো। গা-হাত পা ব্যাথা ব্যাথা করছিলো। ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি Codeine দিয়েছিলেন। খেয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিলো।"

মিস্নার সাহেব পিছন ঘুরে একবার ডঃ হাজরা দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখলেন। ডঃ হাজরা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে চুপ রইলেন। চোখের ইশারায়

আপাতত ইটারোগেশন চালিয়ে যেতে বললেন। মিস্নার সাহেব আবার ঘুরে জুলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনি সিওর?"

জুলিয়ানের আবার চটজলদি উত্তর-"হ্যাঁ স্যার!"

-"আচ্ছা আপনার নাম ঠিকানাটা দিয়ে আপনি আপনি এখন আসতে পারেন। পরে দরকার হলে আবার ডাকবো।"

লোকটা রজারের কাছে নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে চলে যায়। এরপর রজার হসপিটালের ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার হেঙ্গিস প্রৌঢ় ডাক্তার- মাথায় টাক, আস্তে আস্তে হাঁটেন, আর শরীর শীর্ণকায় বলা চলে। হেঙ্গিস আসতেই মিস্নার সাহেব বললেন-"ফোনটা তো আপনিই করেছিলেন?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

-"তখনও কি লোকটা বেঁচে ছিলেন?"

-"না মারা গিয়েছিলেন।"

-"আপনি আগেই পুলিশকে ফোণ করেননি কেন? মারা যাওয়ার পরে কেন করলেন?"

ডাক্তার হেঙ্গিসের চোখ দুটো যেন গোল রিমের চশমার মধ্যে জ্বলে উঠলো- "আমি একজন ডাক্তার। আমার প্রথম কাজ রোগীর জীবন বাঁচানো। সেটারই চেষ্টা করছিলাম। সেটার পরে দেশের নাগরিক হিসেবে একটা কর্তব্য থেকে যায়। তাই তারপরই প্রথম ফোনটা আপনাদের করি। এতে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে

আমার কিছু করার নেই। আমার যেটা ঠিক মনে হয়েছে করেছি। এবার আপনাদের যদি আমাকে গ্রেপ্তার করতে হয়, করতে পারেন। আমার কিচ্ছু আসে যায় না।"

মিস্নার সাহেব যেন একটু প্রমাদ গুনলেন-"না ঠিক সেটা না। আসলে এক একজন এক এক রকম বলছে তো। তাই আরকি ঠিক আমরা ঠিক সময় এলে বয়ানটা নিতে পারতাম।"

-"আপনি তখন এসে বয়ান নিতে চাইলেও আমি তার অনুমতি দিতাম না। যা অবস্থা ছিলো লোকটির আগে চিকিৎসার দরকার ছিলো। যতক্ষণ আপনারা হাসপাতালে আছেন ততক্ষণ আমার মতো ডাক্তারদের কথাই শেষ কথা।"

মিস্নার সাহেবের ক্লার স্বর নরম হল-"না আসলে বুঝতেই পারছেন। দুর্ঘটনার কেস! হ্যাপার তো শেষ নেই।"

-"সেটা আপনার সমস্যা," ডাক্তার হেঙ্গিস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। এতোক্ষণে তাঁর ডঃ হজারার দিকে চোখ পড়লো। উনি যেন আবার তেতে উঠে দাঁড়ালেন-"ঐ মূর্খটা কে? ওখানে বসে ধূমপান করছে! একটা মিনিমান কাণ্ডজ্ঞান নেই। এটা হসপিটাল। গেট আউট ফ্রম হিয়ার।"

ডঃ হজারা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে কিছুটা হতচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি চুরুটটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকাতে গিয়ে ছ্যাঁকা খান। তারপর সেটাকে দ্রুত টেবিলের উপর থেকে জলের জগটা নিয়ে জল ঢেলে নিভিয়ে ফেলেন-" সরি ডাক্তার। আমারই ভুল। আমাকে মাপ করবেন। আমি পুলিশের সাথে

এসেছিলাম।"

হেঙ্গিস যেন একটু ঠান্ডা হয়ে চেয়ারের উপরে আবার বসে পড়েন-"সে আপনি যার সাথেই আসুন, ভুলে যাবেন না এটা একটা হসপিটাল।"

মিস্নার সাহেব এবার ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন-"ডাঃ হেঙ্গিস দয়া করে শান্ত হোন। আমরা আপনাকে বিব্রত করতে আসিনি। আমি বুঝতে পারছি সারাদিনের কাজের পর আমার মেজাজ হয়তো শান্ত রাখা সম্ভব নয়। তাও যদি দুটো মিনিট একটু আমাদের সহায়তা করেন তাহলে খুব ভালো হয়।"

টেবিলের উপর থেকে জলের জগটা নিয়ে ঢকঢক করে কিছুটা জল খেয়ে ডাঃ হেঙ্গিস বলেন-"সারাদিনে খাওয়ার সময় নেই। একটার পর একটা ঝামেলা। আই অ্যাম সরি। নিন বলুন আপনার প্রশ্ন।"

-"লোকটাকে যখন আনা হয় তখন কি বেঁচে ছিলো?"

-"ঐ মোমবাতি নেভার আগে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে সেরকমই। শেষ অবস্থায় কিছু বলতে চাইছিলেন। কিছু করার আগেই মারা গেলেন আর কিছুই করার ছিলো না।"

-"লোকটা কি বলছিল মনে আছে?"

-"খুব বেশি তো কথা বলতে পারছিলো না। তবে বলছিল-'জিঙ্গো উইল কিল মি'। আর একটা ঠান্ডার লাগার অসুধের নাম বেশ কয়েকবার বলেছেন তার সাথে আর কি যে বলছিলেন, বুঝতে পারিনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আর কয়েকবার 'রিভালভার' বলেছেন।"

-"উনি কি Codeine বলেছিলেন?" এবার পিছন থেকে ডঃ হাজরা জিজ্ঞাসা করেন।

ডাঃ হেঙ্গিস একটু ভ্রুঁ কুঁচকে তাকান-"হ্যাঁ বলেছিলেন। আপনারা কি করে জানলেন?"

মিস্নার সাহেব বললেন-"ঐ পথচারী , জুলিয়ান। ঐ বলল।"

-"ও আচ্ছা।"

মিস্নার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন-" Codeine এ কি কারো মৃত্যু হতে পারে?"

ডাঃ হেঙ্গিস ভেবে বললেন-" Codeine মূলত ঠান্ডা আর না হলে হালকা ব্যাথার জন্য দেওয়া হয়। একটা খেলে তো কিছু হওয়ার কথা নয়। হ্যাঁ তবে একসাথে বেশ কয়েকটা খেলে একটা সাইড এফেক্ট তো থাকেই। শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হবে, হার্টবিট স্লো হয়ে আসবে, ঘুম ঘুম পাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা। ভীষণ রকম হলে লাস্ট স্টেজ কোমা না হলে মৃত্যু। কিন্তু তাঁর জন্য যথেষ্ট Co-deine খাওয়া প্রয়োজন। এক আত্মহত্যা করা ছাড়া তো আর কেউ এরকম করবে বলে মনে হয়না।"

-"আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে লোকটির মৃত্যু কি Codeine -এর জন্য হয়েছে।"

ডাঃ হেঙ্গিস যেন একটু বিরক্ত হলেন-"আমি ডাক্তার, ভগবান না। পোস্ট মর্টেমের জন্য নিয়ে যান।"

-"আর দুর্ঘটনার জন্য মারা যেতে পারেন?"

-"শরীরে তো বাইরে থেকে সেরকম বড় আঘাতের চিহ্ন নেই। ঐ এক দুটো কাটা-ছেঁড়া বাদে। কিন্তু এন্টারনাল ইঞ্জুরি আছে কিনা চেক করার সময় হয়নি। তাই জোর দিয়ে বলতে পারছি না।"

মিস্নার সাহেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন-"আর কিছু?"

ডাঃ হেঙ্গিস মৃদ্যু হাসলেন-"আর...আমার দরজা আপনাদের জন্য সব সময় খোলা। এখান থেকে বাকি কাজ আপনাদের। এবার আমায় অনুমতি দিন।"

মিস্নার সাহেব আর ডাঃ হেঙ্গিসকে অপেক্ষা করালেন না। ডাঃ হেঙ্গিসকে অনুসরণ করলেন তিনজন। একটা কেবিনের একটা ঘরে লোকটির নিথর দেহ পড়ে আছে। লোকটির চোখগুলো যেন বেরিয়ে এসেছে, গালটা হা হয়ে আছে। গায়ে একটা সাদা ফুলস্লিভ জামা আর সঙ্গে কালো প্যান্ট। জামাটার বোতামগুলো সব খুলে উন্মুক্ত, সেটা বোধহয় চিকিৎসার জন্যই। পাশেই একটা কালো কোট রাখা। বেডের পাশের তখনও অর্ধসমাপ্ত স্যালাইন বোতল ঝুলছে, মুখের কাছ থেকে মাস্কটা খোলা।

মিস্নার সাহেব এগিয়ে এসে কালো কোটটা হাতে নিয়ে পকেটটা হাতড়ে দেখেন-একটা মানিব্যাগ আর গাড়ির চাবি পাওয়া গেলো। ম্যানিব্যাগ থেকে নিউইউর্কের গ্রেসি স্কোয়ার হসপিটালের ডাঃ মুরের কয়েকটা ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেলো। মিস্নার সবার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন-"মনে হচ্ছে লোকটির নাম ডাঃ মুর। যাক কিছু অন্তত পাওয়া গেল," তারপর রজারের দিকে ফিরে বললেন-"বডিটা পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করো।"

রজার যথারীতি নার্সের সাথে হাত লাগালো মৃতদেহটা ভালো করে প্যাক করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরমধ্যে মিস্নার সাহেব বাইরে এসে একবার ঘড়ির দিকে দেখলেন- রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। বাইরে ঠান্ডাটাও বেশ জাকিয়ে বসেছে। বাইরের গাছপালা গুলোর আনাচে কানাচে কেমন যেন ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা ছেয়ে গেছে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে দুই একটা গাড়ি মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মিস্নার সাহেব কিছু ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে ডঃ হাজরার উদ্দেশ্যে বললেন-" আপনাকে একটা গাড়ি ডেকে দিই। অনেক রাত হল। ফিরে যান।"

ডঃ হাজরা ঠান্ডা হওয়ায় উড়তে থাকা চুলগুলো একবার ঠিক করে নিয়ে বললেন-"নো টেনশন। এখন আমার শরীরে আড্রিন্যালিন রাস চলছে। তাই ওসব ছাড়ুন। চলুন দেখি একসাথে।"

এবার যেন সার্জেন্ট মিস্নারের সম্বিৎ ফিরলো। উনি মুচকি হেসে বললেন- "তাহলে আর কি। উঠে বসুন। লরেল হার্ডি মিলে যাই দুজনে।" দুজনেই হেসে উঠলো।

******

গ্রেসি স্কোয়ার হাসপাতালে এসে খোঁজ করতেই পাওয়া গেলো ডাঃ মুরকে। ডাঃ মুর জেনারেল ফিজিসিয়ান। সাত বছর ধরে ঐ একই হাসপাতালে আছেন। কোনো ঝামেলাহীন ভালো মানুষ। স্ত্রী-পুত্র সহ কিলোমিটার খানেক দূরেরই একটা ভিলায় থাকেন। সেখানে জিঙ্গোর খোঁজ করতে তাঁরও পরিচয় পাওয়া গেলো। জিঙ্গো ডাক্তার মুরের সহকারী জুনিয়র ডাক্তার। তিনবছর ধরে এখানে আছে। হসপিটালের রেকর্ড থেকেই ডাঃ মুরকে সনাক্ত করা গেলো, জুনিয়র ডাক্তার

জিঙ্গোরও একখানা ছবি পাওয়া গেলো। সেগুলো নিয়ে একপ্রস্থ হাসপাতলে প্রাথমিক কিছু প্রশ্নপর্বের মিস্নার সাহেব পরে ডাঃ মুরের বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

ডাঃ মুরের বাড়িটা বেশ বড়ই বলা চলে, সামনেটায় একটা বাগান আছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন ফুলের মিশ্রিত একটা গন্ধ আসছে। ডঃ হাজরা মনে মনে একটা জোরে শ্বাস নিয়ে ভাবলেন আর কিছুদিনের মধ্যে বরফ পড়া শুরু হলেই এই গাছগুলো আর বাঁচবে না। নভেম্বরেরেই তাপমাত্রা বেশ অনেকটাই নেমে গেছে। পরের মাস আসলেই ধিরে ধিরে এ শহরে বরফ পড়তে শুরু করবে। মিস্নার সাহেব গেটের সামনের কলিং বেলটা বাজাতেই ভিতর থেকে একটা আবছা কিন্তু কর্কশ বেলের শব্দ ভেসে আসে। ডঃ হাজরাও সম্বিৎ ফেরে।

কিছুক্ষণ পরই একজন মহিলা ভিলার নিচের দরজা খুলে বাগানের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হেঁটে এসে সামনের গেটে এসে দাঁড়ান। পরনে একটা ছাই রঙের লম্বা হাতা শীত পোষাক আর কালো চাপা প্যান্ট। একটা হাত আর একটা হাতের উপর চেপে ধরে রেখে একটু কাঁপতে কাঁপতে বললেন-"ব...বলুন, কাকে চাই?"

মিস্নার সাহেব তাঁর টুপিটা খুলে বললেন-"আমি সার্জেন্ট মিস্নার। থানা থেকে আসছি। আপনার স্বামী ডাঃ মুরের সাথে দেখা করা যায়?"

মহিলাটি চোখ বড় বড় হয়ে গেলো-"ওনার কোনো খবর পেলেন?"

এবার ডঃ হাজরা আর মিস্নারের দুজনের কৌতুহল হল-"মানে?"

মহিলাটির মুখে একটা বিহ্বলতা দেখা গেলো-"ওনাকে সন্ধ্যের পর থেকে

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জিঙ্গো থানায় গিয়েছিলো। ডায়েরি করেছে। আমি ভাবলাম আপনারা বোধহয় সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছেন।"

মিস্নার সাহেব বললেন-"হ্যাঁ কিছুটা ঐ ব্যাপারেই বটে। ভিতরে গিয়ে একটু কথা বলা যায়?"

মহিলাটি পকেট থেকে একটা চাবি নিয়ে গেটটা খুলে দিলেন। মোরাম বিছানো পথ ধরে তিনজন মিলে হেঁটে ঘরের ভিতরে এলেন। বসার ঘরটায় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। ডঃ হজারা যেন কিছুটা আরাম পেলেন। বসার ঘরের এক কোণায় একটা টিভি, তাঁর সামনে এল শেপে রাখা দুখানা লম্বা সোফা। ঘরের দেওয়ালে ডাঃ মুরের ছবি, তাঁর স্ত্রীর ছেলের সাথে ছবি। এক দুটো ফ্যামিলি ফটোও আছে। বসার ঘরের পূর্বদিকে কিচেন, উত্তর দিকে দুটো ঘর- সম্ভবত বেডরুম, পশ্চিমদিকে একটা বাথরুম আর দক্ষিণ দিক থেকে সবাই এক্ষুনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। আর উত্তরের দিকেই ফায়ার প্লেসের উপরে সব ছবিগুলো টানানো। ঘরে মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় একটা গাছ লাগানো, দক্ষিণ -পশ্চিম কোণে একটা একটা ছোট তিন ফুটের সেলফ আছে। সেটার মধ্যে বেশ কিছু অডিও ক্যাসেট দেখা যাচ্ছে। সেলফটার উপরে একখানা দামী টেপরেকর্ডার রাখা। মার্বেল ফ্লোর, সাদা ঝকঝকে দেওয়াল। সবমিলিয়ে আভিজাত্যের চিহ্ন সব জায়গায় স্পষ্ট।

মিস্নার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন-"উনি কখন থেকে নিখোঁজ?"

মিসেস মুর অধোবদনে নিচু স্বরে বললেন-"আজ সন্ধ্যে থেকে।"

-"দেওয়ালের ঐ ছবি, ওটাই আপনার স্বামী তো?"

-"হ্যাঁ

মিস্নার সাহেব কিছুক্ষণ সময় নিলেন, তারপর খুব কোমল স্বরে বললেন-" নিজেকে শক্ত করুন। আমরা সেন্ট পল মেরোরিয়াল হসপিটাল থেকে আসছি। আজ আপনার স্বামীকে কিছু লোক ওখানে ভর্তি করেছিলেন। দুর্ঘটনা হয়েছিলো। হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই মারা যান উনি। আমরা ওনার দেহ পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়েছি। কাল বিকালের দিকে ওনার দেহ পেয়ে যাবেন।"

মিসেস মুর কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকেন। কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। তারপরেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। মিস্নার সাহেব কি করবেন বুঝতে পারেন না-"নিজেকে একটু শক্ত করুন। দেখুন আপনি চাইলে আমরা পরেও আসতে পারি। কিন্তু যদি কতগুলো প্রশ্নের উত্তর এক্ষুনি পাই। তাহলে আমাদের ব্যাপারটা আর কি তাড়াতাড়ি করতে সুবিধা হতো।"

এরমধ্যেই ভিতরের ঘর থেকে একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। মিসের মুর চোখ মুছতে মুছতে ভিতরের দিকে ছুটলেন। ভিতরের বেডরুম থেকে মিসেস মুরের গলা শুনে মনে হলো, কোনো বাচ্চাকে বোধহয় ঘুম পাড়াতে চাইছেন। মিস্নার সাহেব কিছুক্ষণ ডঃ হাজরার দিকে তাকিয়ে বললেন-"কি করা যায় মশাই? এখন কি আমাদের প্রস্থান করা উচিৎ?"

ডঃ হজারার গলায় একটা দৃঢ়তা শোনা গেলো-"চুপ করে বসুন। হাসপাতালে সবাই কি বলেছিল, ভুলে গেলেন নাকি? ডাঃ মুর বার বার জিঙ্গোর নাম করছিলো।

/chitragupto
free.banglapdf.net

জিঙ্গোর কাছে আজ রাতেই পৌঁছাতে না পারলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই চুপ করে বসুন। আমি একটু বাথরুমটা ঘুরে আসি।"

সাধারণত মিস্নারের মত কড়াধাতের পুলিশ অফিসার কারো কাছে ধমক খাবেন, এ কথা তাঁর সহকর্মীরা কেউ ভাবতেই পারেন না। কিন্তু ডঃ হজারার সাথে সম্পর্কটা এমনই একটা হয়ে গেছে যে মিস্নার সাহেব জানেন, যখন ডঃ হাজরা কিছু বলছেন তাঁর মানে তিনি নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করেছেন কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছেন না। আর যতক্ষণ তিনি নিশ্চিত না হচ্ছেন তাঁর মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের স্পন্দন থামবে না। তাই মিস্নার সাহেব শুধু মৃদ্যু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

ডঃ হাজরা উঠে বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে বাইরে এসে দেওয়ালে ছবিগুলো দেখতে থাকলেন। তারপর সেলফের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে টেপরেকর্ডারটা দেখতে লাগলেন- বেশ দামী। সেলফের উপরেরই কিছু হিট অ্যালবামের ক্যাসেট ইতিউতি ছড়ানো। তার মধ্যে একটা ক্যাসেটের খালি কেসটা নিয়ে দেখতে থাকলেন। এটার ক্যাসেটটা মনে হয় টেপের মধ্যে। দেখে বোঝা যায় একটা আলাদা করে কিছু হিট গান কোনো দোকান থেকে রেকর্ড করিয়ে আনা। ক্যাসেটের পিছনে হাতে লেখা গানগুলোর নাম। ডঃ হাজরা একবার একটু হাসেন, গত কুড়ি বছরের সবকটা হিট রোম্যান্টিক গানের কালেনশন- 'Can't Take My Eyes off You',' I Got You Babe',' The Most Beautiful Girl', 'Let's Stay Together', 'You're the One That I Want' আরো বেশ কিছু। ক্যাসেটের ভিতরের দিকে খুব ছোট ছোটে অক্ষরে লেখা 'ফ্রম জে'।

এরমধ্যেই ঘরে আবার মিসেস মুরের গলা শোনা গেল-"আমাকে মাফ করবেন। ছেলে ঘুম থেকে উঠে গিয়েছিলো," পিছন ফিরে ডঃ হাজরা দেখলেন মিসেস মুরের কোলে একটা বছর দুইয়ের বাচ্চা। তার চোখ তখনও ঘুমে জড়িয়ে। মিসেস মুরের গলায় মুখ গুঁজে দিয়েছে সে। মিসেস মুর বলা শুরু করলেন-"বুঝতেই পারছেন, আসলে হঠাৎ করেই খবরটায়। আমি এখনো বুঝতে পারছি না। আমি কি করবো। তবু আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করবো। আপনাদের যা প্রশ্ন করতে পারেন।"

মিস্নার গলা খাঁকার দিয়ে কিছু শুরু করার আগেই ডঃ হাজরা পিছন থেকে বলে উঠলেন-"আপনার বাড়িতে লোক কজন?"

মিসেস মুর ছেলের পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন-"তিনজন। স্বামী, আমি আর ছেলে।"

-"আজ আপনার স্বামী তো বাড়ি আসেনি বললেন?"

-"হ্যাঁ সকালে বেরিয়েছিলেন আর আসেননি।'

ডঃ হাজরার দৃষ্টি এবার তীক্ষ্ণ হয়-"আপনার বা আপনার ছেলের তো কোথাও বিরাট কেটেছে বলে দেখতে পারছি না। তাহলে বাড়িতে কেউ এসেছিলো?"

মিসেস মুর যেন একটু হতভম্ব হয়ে যান-"না মানে, আপনি কি করে!"

-"আপনার বাথরুমে ডাস্টবিনে তাজা রক্তে ভেজা কিছু কটন আর অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন দেখলাম কিনা। ওগুলো কার সেটাই জিজ্ঞাসা করছি।"

মিসেস মুর আমতা আমতা করে বলল-"জিঙ্গো এসেছিলো। ও আঘাত পেয়েছিলো। তাই আরকি..."

মিস্নার সাহেব যেন একটু এবারে হালে পানি পেলেন-"কখন এসেছিলেন উনি? আর কি হয়েছিলো?"

-"ঐ তো সন্ধ্যে নটার দিকে এসেছিলো। মাথার সামনে একটা ভারি কিছু দিয়ে আঘাতের ক্ষত। বলল, হসপিটাল থেকে বের হওয়ার সময় নাকি একটা লোক এসে সজোরে ওর মাথায় কিছু দিয়ে মারে। জিঙ্গো জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। যখন চোখ খোলে দেখে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে দুটো চেয়ারে জিঙ্গো আর ডাঃ মুর বাঁধা। একটা লোক নাকি ওদের দুজনকেই পাঁচটা করে ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করে। তারপর জিঙ্গোকে লোকটা আবার ঘুষি মারলে বেহুঁশ হয়ে যায়। যখন জ্ঞান ফেরে তখন নাকি দেখে ডাঃ মুর আর ওখানে নেই, ওরও বাঁধন খোলা। কোনো রকমে পালিয়ে এখানে আসে। তখনও কপালের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল, হাতে পায়ে কয়েক জায়গায় ছড়ে গিয়েছিলো। আমিই ড্রেসিং করে দিই। তারপর আমাকে রেখে ও থানায় গিয়েছিলো। কাল সকালে আবার আসবে বলেছে। এরমধ্যে আপনারা এলেন?"

ডঃ হাজরা একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন- আবার একটা নতুন গল্প। কোনটা যে ঠিক আর কোনটা যে ভুল! মিস্নার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনাদের বিয়ে কত বছর? তিন বছর। আমি নার্স ছিলাম- গ্রেসি হসপিটালেই।"

ডঃ হাজরা জিজ্ঞাসা করলেন-"জিঙ্গো কি এখানে সব সময় আসে?"

-"না। স্বামীকে ছাড়তে মাঝে মাঝে আসে। উনি ড্রাইভ করতে খুব একটা ভালোবাসেন না, তাই আর কি।ওনাকে ছাড়তে সপ্তাহে এক দুবার আসলেও ভিতরে

আসলেও ভিতরে আসতো না।"

মিস্নার সাহেব জিজ্ঞাসা করে উঠলেন-"আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিলো?"

-"আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর যেমন হয়। ঠিকঠাক চলে যাচ্ছিলো। ও ওর ক্লিনিকে ব্যস্ত থাকতো আর আমি ছেলেকে নিয়ে," মিসেস মুরের কণ্ঠে কেমন যেন একটা হতাশার সুর।

ডঃ হাজরা বলেন-"ডাঃ মুরের ফার্স্ট নেম কি?"

-"অ্যাঁ? ও হ্যাঁ। জেফারসন...

ডঃ হাজরা একবার মনে মনে বললেন-"জে...এ...ফার...সন! গুড।"

মিস্নার একবার ডঃ হজারার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন তাঁদের কারুরই তেমন কিছু আর জিজ্ঞাসা করার নেই। মিস্নার সাহেব মিসেস মুরের উদ্দেশ্যে শুভরাত্রি জানিয়ে বললেন-"কাল দুপুরের মধ্যে আপনার স্বামীর দেহ পেয়ে যাবেন। এখন আমরা উঠি। আর জিঙ্গোর বাড়ীর ঠিকানাটা একবার দিতে পারেন?"

মিসেস মুর সেলফের কাছে গিয়ে নিচের ড্রয়ার থেকে একটা রাইটিং প্যাড বের করে বাঁহাতে খসখস করে জিঙ্গোর ঠিকানা লিখে দিলেন। কাগজটা ডঃ হাজরাই হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলেন-"ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। সাবধানে থাকবেন।"

সার্জেন্ট মিস্নার বাইরে এসে বললেন-"কি বুঝছো হাজরা?"

-"এখনো সবটাই ধোঁয়াশা। আপনার সাসপেক্ট লিস্ট কি বলছে?"

-"মরতে বসা মানুষের জবানবন্দীর দাম জানো তো হে? তাই সাসপেক্ট কি বলছো হে? বলো অপরাধী। একজনই তো আছে- জিঙ্গো। শুধু ভয় একটাই। সাক্ষ্যটা যদি নিজে নিতে পারতাম হে! আদালতে যদি ডাক্তার হেঙ্গিস আর প্রত্যক্ষদর্শী জুলিয়ান নিজেদের বয়ান না বদলায় তাহলে এই জিঙ্গো বলে জুনিয়ার ডাক্তারটার শাস্তি পাক্কা।"

বাইরের ঠান্ডায় হাত পা কিছুটা অবশ হয়ে এসেছিলো। ডঃ হাজারা আবার চুরুট ধরাতে গিয়ে বিরক্ত হল। ঐ যে হসপিটালে চুরুটে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। এখনো ভেজা-"বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে নাকি, মিস্নার? আমি তোমার থেকে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি আর বলছি 'মিস্নার উইল কিল মি', তারমানেই কি তুমি আমাকে হত্যা করেছো? ভুলে যেও না ভয় যেকোনো কারণেই পেতে পারে একটা মানুষ। হতেই তো পারে গাড়ীর ধাক্কায় কোনো মেজর ইন্টারন্যাল ইঞ্জুরির কারণে...

মিস্নার মাঝপথে বলে উঠলো-"তাহলে যে ডাঃ হেঙ্গিস আর জুলিয়ান Co-deine-এর কথা বললেন।"

-"তাতে কিছুই প্রমাণ হয়না মিস্নার! একটা ডাক্তার মারা যাওয়ার সময় Co-deine -এর নাম কয়েকবার বলেছে। ডাঃ হিঙ্গিসই বলছিলেন ব্যাথার জন্য ব্যবহৃত হয়। হতেই পারে ডাঃ মুরের কোথাও সমস্যা হচ্ছিলো তাই Codeine চাইছিলেন। তাই যতক্ষণ পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট না আসছে কিচ্ছু জোর দিয়ে বলা যায় না।"

মিস্নার কিছুক্ষণ চুপকরে বললেন-"তাহলে চলুন ততক্ষণ জিঙ্গোর সাথে দেখা করে আসা যাক।" ডঃ হাজরাও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

জিঙ্গোর বাড়ি ডাঃ মুরের বাড়ী থেকে বেশি দূরে না- এই কিলোমিটার দুই মতো। তবে রাত অনেক হয়ে গিয়েছিলো। মিস্নার সাহেব যখন জিঙ্গোর বাড়ি পৌঁছালেন তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজতে যায়। বাড়িটা খুব বেশি বড় না। একটা একতলা কটেজ বললেও খুব ভুল বলা হয় না। সমানে একটা ছোট বাগান আছে, তাতে যদিও ফুলের তুলনায় আগাছাই বেশি। বাড়িটার পিছনের দিক থেকে একটা লম্বা চিমনি দিয়ে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে ঘরের ভিতরে তখনও ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরের আলো যদিও সব বন্ধ। মিস্নার সাহেব আর ডঃ হাজরা বাইরের গেটটা খুলে সদর দরজাতে এসে কলিং বেল বাজালেন। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ সবারই কর্ণকুহকে প্রবেশ করলো। তবে সব থেকে বিরক্ত হল বোধহয় কোনো রাত জাগা পাখি। সে একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ করলো।

কিছুক্ষণ পরেই এক সুদর্শন যুবক ঘুম চোখে বেরিয়ে এলো-'ইয়েস?'

মিস্নার সাহেব বললেন-"আপনি জিঙ্গো?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ..."

মিস্নার সাহেবের গলায় একটু যেন ব্যাঙ্গের স্বর-"বা! মানুষ খুন করে এতো শান্তিতে এই প্রথম কাউকে ঘুমাতে দেখছি।"

-"কি যাতা বলছেন আপনি? আমি কাকে খুন করেছি?"

-"কেন ডাঃ মুরকে..."

-"কি যাতা বলছেন আপনি। ডাঃ মুর আজ সন্ধ্যে থেকে নিখোঁজ। আমাকে আর ওকে দুজনকেই অপহরণ করা হয়েছিলো।"

-"বাঃ গল্পটা বেশ ভালোই ফেঁদেছেন..."

এবার যেন জিঙ্গো একটু বিরক্ত হয়ে স্বর চড়ায়, কপালের কাছের চুলটা উল্টে ধরে-"এই দেখুন।এটা দেখেও কি গল্প মনে হচ্ছে।" কপালের বাঁদিকে একটা সাদা ব্যান্ডেজ করে লিকোপ্লাস্ট দিয়ে আঁটকানো।

ডাঃ হাজরা এতক্ষণ ঠান্ডায় কাঁপছিলেন-"আমরা ভিতরে গিয়ে কথা বললে মনে হয় ভালো হয়," তিনজন তিনজনের মুখ দেখাদেখি করলেন তারপর জিঙ্গো দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো।

ঘরের ভিতরে গিয়ে ডঃ হাজরার কাঁপা কিছুটা কম হল। জিঙ্গোর বসার ঘরটা খুব বড় না, পাশেই একটা শোয়ার ঘর আর বাথরুম। ঘরের জিনিসপত্রও সীমিত। একটা সোফায় ডঃ হাজরা আর মিস্নার সাহেব বসে পড়লেন। জিঙ্গো একটা শেলফের থেকে দুটো কাঁচের গ্লাস বের করে স্কচ ঢেলে দুজনের দিকে এগিয়ে দিলেন-"নিন, আপনাদের বোধহয় একটু ভালো লাগবে।"

মিস্নার সাহেব গ্লাসটা নিয়ে বললেন-"ডাঃ মুরের মৃত্যদেহ পাওয়া গেছে। এখনো মৃত্যুর কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিলো রাস্তার। তারাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেই মারা যান। মারা যাওয়ার আগে

কিন্তু বারবার বলছিলেন-'জিঙ্গো উইল কিল মি'। এব্যাপারে কিছু বলবেন?"

জিঙ্গো যেন হঠাৎ করেই থমকে যায়-"কি...কি ব...ব...ল...ছেন কি? মারা গেছেন? কখন? তাহলে তো ইভানা-কে এক্ষুনি খবর দিতে হয়," জিঙ্গো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

মিস্নার সাহেব একটু ভ্রুঁ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন-"ইভানা?"

জিঙ্গো মুঝে একটা ক্ষমাসূচক শব্দ করে বলল-"সরি। মানে মিসেস মুরকে।"

মিস্নারের গলা দৃঢ় হল-"আপনি বসুন। আমরা ওখান থেকেই আসছি। উনি জানেন।"

জিঙ্গো হতাশ ভঙ্গিতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে-"ও! বলুন কি জানতে চান?"

-"আজ কি হয়েছিলো সেটা যদি খুলে বলেন?"

-"প্রত্যেকদিনের মতই হসপিটাল থেকে ডাঃ মুর আর আমি একসাথে বের হই। ডাঃ মুরকে বেশির ভাগ দিনই আমি গাড়ি করে ড্রপ করে দিয়ে যাই। আজও পার্কিং-এ গিয়ে গাড়ির চাবি খুলছি হঠাৎ করেই কোথা থেকে সামনে একটা লোক উদয় হয়ে মাথায় একটা রড মত কিছু দিয়ে বাড়ি মারে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। যখন জ্ঞান আসে, দেখি আমাদের দুজনকেই একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখেছে। একটা ভাঙ্গা চোরা পোড়ো আন্ডার কন্সট্রাকশন বিল্ডিং। আমাদের মুখে তখন কাপড় গোঁজা। সামনে একটা বস্তার উপরে একটা কাঠের পাটাতন রাখা আর তার উপর দুটো কাঁচের শিশি। জ্ঞান আসতেই দেখলাম ডাঃ মুরও গোঙাচ্ছেন। সামনে একটা কালো ষণ্ডা লোক কালো মুখোস পরে বসে

বসে আছে। হাতে রিভালভার, বলল-'চীৎকার করলে জানে মেরে দেবো আর চুপ থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেব। যা টাকা কড়ি আছে তা সব দিয়ে দে।' আমি আর রিস্ক নিতে চাইনি। সেদিনের রুগী দেখার যা ডলার ছিলো, বললাম বাঁ-পকেটে আছে; নিয়ে নিতে। লোকটা আমার আর ডাঃ মুরের ডলার সব নিয়ে নিলো। আমাদের হাতের ঘড়ি দুটো নিয়ে নিলো। তারপর লোকটা আবার রিভালভার নাকের ডগায় ঠেকিয়ে বলল-'চীৎকার করলে গুলি চালিয়ে দেবো'। আমার মুখের থেকে কাপড়ের দলাটা খুলে দিয়ে আমার জিজ্ঞাসা করলো, সাথে আর কিছু দামী আছে কিনা? আমি জানলাম আর কিছু নেই। লোকটা বলল-'আমি এবার এখান থেকে আপনাদের মুক্ত করে দিয়ে চলে যাব। কোনো ক্ষতি করতে চাইনা। কিন্তু এভাবে ছাড়লে আপনারা আমার পিছু ধাওয়া করতে পারেন। তাই আপনাদের আমি ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমিও নিশ্চিন্তে দড়ি খুলে দিয়ে চলে যাব। কাল সকালে যে যার বাড়ি চলে যাবেন।' অসম্মতি জানাতে যেতেই লোকটা কষিয়ে চড় মারলো। আর অন্যকোনো উপায়ও দেখলাম না। তবে ভরসা একটাই লোকটা যেরকম শান্তভাবে কথা বলছিল, তাতে মনে হচ্ছিল যা ডলার সে পেয়েছে তাতে ভালোই খুশি। তাই সে কোনোরকম খুনোখুনি চাইছে না। অগত্যা লোকটার কথা মানা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিলো না। আমার মুখের মধ্যে জল ঢেলে একটা শিশির মধ্যে যেকটা ওষুধ ছিলো মুখের মধ্যে দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে। ওসুধ কটা গেলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিলো না। ডাঃ মুরের জন্যও যখন একই ব্যাপার হল, তখন খেয়াল করলাম সব মিলিয়ে পাঁচটা ট্যাবলেট। লোকটা আমার মাথায় আবার জোরে মারতেই আমি জ্ঞান হারালাম।

যখন চোখ খুললাম, কত রাত জানি না। চোখে ঝাপসা দেখছিলাম, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। কোনো মতে উঠে দেখলাম লোকটা আর ডাঃ মুর কেউ ওখানে নেই। আমার দড়ি খোলা। আমি কোনো মতে বাইরে এসে দেখি আমার গাড়ীটা তখনও বাইরেই আছে। সেটাতেই কোনোমতে ডাঃ মুরের বাড়ি গিয়ে জানতে পারলাম তখনও ফেরেননি উনি। আমার সারা শরীর যেন অবসন্ন লাগছিলো। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছিলো। মাথাটা এখনো ঘুরছে।

মিস্নার সাহেব এতক্ষণ পর বললেন-"আপনার গল্পটা ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অপহরণকারী আপনাদের টাকা, ঘড়ি সব নিয়ে গেলো শুধু গাড়িটাই ফেলে রেখে গেলো?"

জিঙ্গো একটু অবাক হল-"এটা তো ভাবিনি...হ্যাঁ...ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।"

মিস্নার হেসে বললেন-"আপনার মতো অনেক দেখেছি মশাই। এরকম অনেক গাঁজাখুরি গল্প আকছার শুনছি। ডাঃ মুর মারা যাওয়ার আগে আপনার নাম বলে গেছেন। তাই আপাতত আপনাকে আমাদের সাথে আপনাকে থানায় যেতে হবে মিঃ জিঙ্গো। বাকি কথা ওখানেই হবে।"

জিঙ্গো যেন কিছুটা ভয় পেয়ে যায়-"বিশ্বাস করুন। আমি কিছু জানি না। আমি সত্যিই কিছু জানি না। যা যা হয়েছে আমি সবই তো বললাম।"

-"আসার সময়ে থানায় ফোন করে এসেছি। এক্ষুনি ফোর্স এসে যাবে।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। আপনি একজন ডাক্তার। আপনাকে জোর করতে আমার ভালো লাগবে না," মিস্নার সাহেবের গলা দৃঢ় হয়।

এরমধ্যেই বাইরে একটা পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলিং বেল বাজে আর বাইরে রজারের গলা। জিঙ্গো বুঝতে পারে আপাতত তার কিছু করার নেই। ভিতরের ঘরে গিয়ে তৈরি হতে সময় নেয়। ততক্ষণে ডাক্তার হাজরা বসার ঘরের একটা ছোট্ট টেবিলের উপরে রাখা কিছু বই নেড়ে চেড়ে দেখছিলো। টেবিলে একটা ছোট ল্যাম্প আর কিছু রাইটিং প্যাড। পাশের ড্রয়ারটা টেনে দেখেন কিছু প্রেসক্রিপশন আর বিভিন্ন বিল রাখা আছে। হাত দিয়ে একবার নেড়ে চেড়ে দেখলেন।

এরমধ্যে জিঙ্গো তৈরি হয়ে বাইরে এলো । রজার আগে আর জিঙ্গো পিছনে চলতে থাকে। তার থেকে কিছুটা দূরে মিস্নার সাহেব আর ডাঃ হাজরা। হাতের ঘড়িতে ডঃ হাজরা দেখলেন রাত দেড়টা বাজে। বাইরেটা আরো বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, রাতের কালো আরো গাঢ় হয়েছে। বাইরে রাস্তার দুপাশের গাছগুলোর চারপাশে যেন ধোঁয়াশা। রজার আর জিঙ্গো একটু এগিয়ে যেতেই ডঃ হাজরা মিস্নারের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন-"আপনি আমার ফার্স্ট নেম জানেন?"

মিস্নার সাহেব যেন হঠাৎ করে কিছুটা হতবাক হয়ে বললেন-"না তো। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই এই নামেই ডাকে। তাই আমিও ডাকি।"

ডঃ হাজরা অন্যমনস্ক ভাবে বললেন-"আমি আপনার পুরো নাম জানি তাও ফার্স্ট নেম ধরে খুব একটা ডাকি না। কিন্তু প্রখরকে আমি ওর ফার্টনেম ধরেই

আমি ওর ফার্টনেম ধরেই ডাকি।"

-"কী যে মশাই বলছেন কিছুই তো বুঝছি।"

-"না তেমন কিছু না চলুন," ডঃ হাজরা হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

মিস্নার কিছু একটা ভেবে বললেন-"সরি। বাট আপনার পুরো নামটা বলবেন? মানে আমি জানি না তো। কি লজ্জার ব্যাপার।"

-"হারাধন জনার্দন রায় ",মসমসিয়ে জুতোয় শব্দ তুলে ডঃ হাজরা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির সামনের সীটে বসে চোখ বুঝলেন। মিস্নার সাহেব অবাক হয়ে একবার হাজরার মুখের দিকে তাকিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরালেন। রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সাইরেন বাজিয়ে নিউ ইয়র্কের ফাঁকা রাস্তার ছুটে চলে পরপর দুটো পুলিশের গাড়ি।

[আগামী পর্বে সমাপ্য]

ডঃ হাজরা সিরিজ



অষ্টম গল্প:

দ্বিতীয় পর্ব

free.banglapdf.net

/chitragupto

ফাঁদ (দ্বিতীয় পর্ব)

পরদিন সকালে স্বাভাবিকভাবেই ডঃ হাজরার হালকা ঝিমুনি মত এসেছে। আসলে আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনে ফিরেছেন রাত দুটোর দিকে। শুতে শুতে রাত প্রায় তিনটে হয়ে গিয়েছিলো। এদিকে সকালে আটটার মধ্যে উঠতেই হতো। তাই সকাল থেকেই ডঃ হাজরার চোখ জ্বালা করছিলো। তিনটে ক্লাসের পর একটু ফাঁকা দেখে হালকা চোখ বুজেছিলেন। প্রখর রুদ্র ল্যাবে ঢুকে ভাবলো শরীর খারাপ করেছে নাকি! না হলে এই অসময়ে তো স্যার এরকম ঝিমোন না!

প্রখর রুদ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো-"স্যার, ও স্যার...

ডঃ হাজরার চটকা ভাঙ্গলো-"ও হ্যাঁ। বলো। কি তোমার কিছু কি আঁটকে গেছে?"

-"না মানে, আপনার শরীরটা কি খারাপ?"

ডঃ হাজরা একটু পাশমোড়া ভাঙেন-"না হে। আসলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত মিস্নারের সাথে ছোটাছুটি বুঝলে কিনা

প্রখর রুদ্র রহস্যের গন্ধ পেয়েই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে-"কি ব্যাপার স্যার? একটু বলুন। আমিও জানতে চাই। এতো রাত পর্যন্ত আপনি ঘুরেছেন মানে নিশ্চয়ই কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!"

ডঃ হাজরা একটা হাই তুলে বললেন-"তা বলতে পারো বটে। একটাই ঘটনা। কিন্তু সবার গল্প আলাদা। তবে শোনো," বলে তিনি আয়েশ করে বসে কালকের প্রত্যেকটা ঘটনা পুংখানুপুঙ্খ বর্ণনা করলেন। তারপর চেয়ারের উপর

টানটান হয়ে বললেন-"আজ বিকালে একবার থানায় যাব। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা এসে যাবে। আর জিঙ্গো থেকে কিছু জানা গেলো কিনা সেটাও জানা যাবে।"

প্রখর রুদ্র আগ্রহ নিয়ে বললেন-"স্যার কিছু মনে না, করলে আমিও যেতে চাই।"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"ঠিক আছে যেও...তার আগে আমায় আজ একটা মিচেলকে ফোন করতে হবে।"

ডঃ হাজরা উঠে ডিপার্টমেন্টের টেলিফোনটার পাশে গিয়ে মিচেলের নম্বরটা ডায়াল করে বললেন-"হ্যাঁ মিচেল...আমি ডঃ হাজরা বলছি। এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু অনেকটাই সাকসেসফুল... ইঁদুরের উপর তো ভ্যাকসিন ভালোই কাজ দিচ্ছে...শুধু হিমোগ্লোবিন কাউন্ট কমছে...ওটা যদি তোমাদের যে সায়েন্টিস্ট টিম আছে তাঁদের সাথে আলোচনা করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় ওটাও ঠিক করা বেশি সমস্যা হবে না...তুমি দেখতে আসবে বলছো? আচ্ছা ঠিক আছে। কবে আসবে জানিও। এখন রাখছি।"

প্রখর রুদ্রের কানগুলো এতক্ষণ সজাগ হয়েছিলো। তারমানে ডঃ হজারা প্রায় এক্সপেরিমেন্টে সাকসেসফুল। আর দেরি করা যায় না। বেশি দেরি করলে ওটা মিচেলের হাতে পড়বে। মিচেলের হাতে পড়া মানে ভ্যাকসিনের ফর্মূলাটা কোনো সেফ ভল্টে চলে যাবে। যা করার তাঁর আগেই করতে হবে।

******

সন্ধ্যের দিকে ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্র দুজনেই থানায় গিয়ে উপস্থিত।

প্রখর রুদ্রকে দেখে মিস্নার সাহেব বেশ খুশি হলেন-"কেমন আছো ইয়ংম্যান? গুরু চ্যালা একসাথে যখন তখন আর আমাদের চিন্তা কি? আমাদের তো ছুটি হয়ে যাবে!"

প্রখর রুদ্র মৃদ্যু হেসে বললে-"আমরা শৌখিন মজুর মাত্র। আপনারাই এই শহরকে অপরাধ মুক্ত রাখেন। আমরা তো একজন ভালো নাগরিকের কর্তব্য পালন করি।"

মিস্নার সাহেব জোরে হেসে উঠলেন-"তুমি দেখছি তোমার গুরু থেকে বেশি হাম্বেল! হা...হা...হা"

তিনজন গিয়ে ভিতরে বসতেই ডঃ হাজরা বললেন-" পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কি বলছে?"

মিস্নার একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন-" হ্যাঁ এই মিনিট দশেক আগেই পেলাম। মৃত্যুর কারণ রক্তে অতিরিক্ত Codeine। শ্বাসজনিত সমস্যা ও তারপর হার্ট ফেলিওর। অবশ্য ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি মারা যেতেনই।"

ডঃ হাজরা প্রশ্ন করে উঠলেন-"মানে?"

-"লিভার ক্যান্সার। খুব খারাপ অবস্থা। টেনেটুনে ছয়মাস। ডাক্তার বললেন নিশ্চিতভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন।"

-"বাড়ির লোক কি জানে?"

-"মিসেস মুরকে ডেকে পাঠিয়েছি। দেখি কি বলেন। ততক্ষণ চলুন একবার জিঙ্গোর সাথে কথা বলে আসবেন।"

ডঃ হাজরা বললেন-"কাল রাতে কিছু বলল?"

-"তেমন কিছু নয়। আচ্ছা করে খাতির যত্ন করেও দেখলাম সেই একই গল্প বলে যাচ্ছে। ওর রক্ত কাল রাতেই ল্যাবে পাঠিয়েছি। সেটা হলে কিছুটা অন্তত জানা যাবে গল্পটা সত্যি নাকি মিথ্যে।"

তিনজনে ইন্টারোগেশন রুমটায় ঢুকতেই দেখতে পেলো, উস্কো-খুস্কো চুলে চেয়ারের উপরে জিঙ্গো ঝিমোচ্ছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত আর কষ গড়িয়ে পড়ছে। পরণের জামা কাপড় কাপড় ও দেখে বোঝা যায় সারারাতে রজার ভালোই খাতির যত্ন করেছে। মিস্নার সামনে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন-"জিঙ্গো... জিঙ্গো...হ্যালো," মুখের উপর জলের গ্লাস থেকে জলটা ছুঁড়ে মারলেন।

জিঙ্গো একটু একটু করে চোখ খুলে ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই উত্তর দিলো-"বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কিছু করিনি।"

মিস্নার সাহেবের গলা রুক্ষ হল-"সেটা আমি ঠিক করবো। ডাঃ মুরের যে ক্যান্সার হয়েছিলো, জানতিস?"

জিঙ্গো কিছুটা নড়ে চড়ে বসলো-"হ্যাঁ জানতাম। আমি তো স্যারের ওষুধপত্রগুলো খেয়াল রাখতাম। আমি আর মিসেস মুর তো ছুটি নিতে বলেছিলাম। কিন্তু স্যার রাজি হচ্ছিলেন না। কাজ পাগল লোক।"

বাইরে থেকে রজার এসে বলল-"একজন বাইরে এসেছেন, স্যার একটু দেখা করতে চান।"

বাইরের একটা চেয়ারে একজন মোটা ভদ্রলোক বসে আছেন। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। চোখে একটা কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। বুক পকেট থেকে একটা ট্যাঁকঘড়ির চেন ঝুলছে, হাতে একটা টুপি। একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ বগলদাবা করে বসে আছেন। মিস্নার সাহেব এগিয়ে গিয়ে বললেন-"কী ব্যাপার?"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন-"আজ্ঞে, আমার নাম জেফি। বিমা কোম্পানীর ইন্সপেক্টর। আজ সকালে মিসের মুর ফোন করে জানালেন, কাল রাতেই নাকি ডাঃ মুর মারা গেছে। নিয়মমাফিক স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কোনো তো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু যেহেতু মৃত্যু আকস্মিক তাই পুলিশের রিপোর্ট ছাড়া তো ক্লেম ক্লিয়ার করা সম্ভব নয়। তাই জানতে এলাম আরকি?"

মিস্নার সাহেব একটু বিরক্ত হলেন-"দূর মশাই। এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এক্ষুনি কিছু বলতে পারছি না।"

-"আচ্ছা এটা কি আত্মহত্যা? মানে তাহলে আর কি ক্লেমটা আমরা রিজেক্ট করতে পারি।"

-"যে যার নিজের তালে আছে! আর যাইহোক আত্মহত্যা নয়। তাই টাকা নিয়ে রেডি থাকুন। কেস ক্লোজ হলে টাকা দিতে বাধ্য আপনারা।"

ভদ্রলোক যেন একটু আশাহত হলেন-"ও," বলে ব্যাগটা বগলদাবা করে উঠে পড়লেন। কয়েক পা এগোতেই ডাঃ হাজরা বললেন-"ও মশাই শুনছেন? বলি বিমাটা কত টাকার?"

ভদ্রলোক পিছন ফিরে ইতস্তত করছেন দেখে মিস্নার সাহেব বললেন-"ওনার প্রশ্ন আমারই ধরতে পারেন। তাই বলে ফেলুন।"

ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন-"আজ্ঞে পাঁচ লাখ ডলার!"

এই বিরাট পরিমাণ বিমার কথা শুনে ব্যোমকে যাওয়াই স্বাভাবিক। ডাঃ মুরের প্রসার তার মানে বেশ ভালোই ছিলো। ডঃ হাজরা আবার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন-"তা নমিনি কে?"

-"আজ্ঞে আগে মিসেস মুরই ছিলেন। মাস তিন আগে উনি পরিবর্তন করে ছেলের নামে করে দিয়েছেন," জেফি কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ডঃ হাজরা যেন নিজের মধ্যে হারিয়ে যান। ডঃ হাজরা কিছু বলছেন না দেখে আরো একবার জিজ্ঞাসা করেন-"তাহলে কি আমি চলে যাব?" ডঃ হাজরা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়াতেই জেফি বেরিয়ে যায়।

এরমধ্যেই একটা লম্বা ঢ্যাঙ্গা লোক মাথায় বড় বড় চুল, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ, হাতে কিছু কাগজের রোল নিয়ে থানায় ঢুকে পড়ে। মিস্নার সাহেব একটু সন্দেহের চোখে তাকাতেই লোকটা বলল-"আজ্ঞে স্যার আমি স্কেচ আর্টিস্ট। সকালে ফোন করে আসতে বলেছিলেন যে"

মিস্নার রজারকে ইশারা করতে সে আর্টিস্টকে নিয়ে ইন্টারোগেশন রুমের দিকে নিয়ে গেলো। ডঃ হাজরা সন্দেহের চোখে তাকাতে, মিস্নার সাহেব নিজেই বলতে শুরু করে-"আরে কাল রাতে বলল না, একটা লোক নাকি পার্কিং লটে মাথায় কিছু দিয়ে বাড়ি মেরেছিলো। জিঙ্গো বলল নাকি তার মুখটা মনে আছে। তাই স্কেচ আর্টিস্ট। জানি না, ভাঁওতা দিচ্ছে কিনা। দেখা যাক। ততক্ষণ আমি আর

আর একবার জিঙ্গোর বাড়ি খানা তল্লাশ করতে যাচ্ছি। যাবেন নাকি?"

ডঃ হাজরা বললেন-"চলুন..."

মিস্নার একবার এমিলির দিকে ফিরে বললেন-"মিসেস মুর এলে বসিয়ে রেখো। আমরা একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো।" এমিলি চুপচাপ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

******

ঘণ্টা দেড় বাদে মিস্নার, ডঃ হাজরা আর প্রখর রুদ্র ফিরে এলে এমিলি বলল-"স্যার মিসেস মুর অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। আপনারা যাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই এসে গিয়েছিলেন।"

মিস্নার কিছু বলার আগেই রজার একটা বড় কাগজ এনে বলল-"স্কেচ একটা রেডি হয়েছে। আমাদের পুরানো অপহরণকারীদের রেকর্ড খোঁজার জন্য তো দিন দুই চাই।"

মিস্নার যেন একটু বিরক্ত হয়-"চাই তা, কাজে লেগে পড়ো। আমায় বলে কি হবে? সব কি আমি করবো?" রজার যেন একটু হতমত খেয়ে যায়। সে বেচারা 'ইয়েস স্যার' বলে পুরানো রেকর্ড খুঁজতে গেলো। তার আগে বেশ কয়েকটা কপি বানাতে হবে, আশে পাশের থানায়ও পাঠাতে হবে।

মিস্নার সাহেবে অফিসে তখনও মিসেস মুর বসে। বাচ্চা ছেলেটি কোলের থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের কাগজপত্রগুলো খামচে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু মিসেস মুর বার বার নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন। মিস্নার সাহেব ঘরে ঢুকতেই

মহিলা একটু বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন-"দেখুন, আমাকে ফিরতে হবে। আমি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। আপনারা একটা নিরাপরাধ মানুষকে আঁটকে রেখেছেন।"

সারাদিনের ছোটাছুটিতে মিস্নার সাহেব যেন একটু বিরক্ত-"কে অপরাধী আর কে নিরাপরাধ সেটা জানার জন্য এখানে আমি আপনাকে ডাকিনি। আপনাকে এমিলি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।" মিসেস মুর আর কোনো কথা বলেন না। মিস্নার সাহেব পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট দেখে বললেন-"আপনি জানতেন আপনার স্বামীর লিভার ক্যান্সার?" পিছন পিছন ডঃ হজারা ও প্রখর রুদ্র ঘরে ঢুকে দুটো চেয়ারে বসলো।

মিসেস মুর একটু সময় নিলেন-"হ্যাঁ...জানতাম। ওনার হসপিটালের প্রায় সবাই জানতেন।"

-"উনি যে আর বেশি দিন বাঁচবেন না, সেটা জানতেন?"

-"হ্যাঁ জানতাম।"

-"আর ডাঃ জিঙ্গো?"

-"উনিও জানতেন।"

-"আপনার স্বামীর বিমার ব্যাপারে জানেন?"

-"জানতাম। তবে ঠিক কত তা জানতাম না।"

মিস্নার সাহেব টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়লেন-"হঠাৎ তিনমাস আগে নমিনি

চেঞ্জ করে আপনাকে সরিয়ে নাবালক ছেলেকে রাখার বিশেষ কোনো কারণ?"

মিসেস মুর যেন একটু থমকে গেলেন-"নমিনি চেঞ্জের ব্যাপারটা আমি জানি না। উনি আমাকে এব্যাপারে কখনো বলেন নি।"

ডঃ হাজরা এতক্ষণ চুপচাপ পাশে বসেছিলেন-"আপনার আর ডাঃ জিঙ্গোর সম্পর্ক কতদিন ধরে শুরু হয়েছে?"

আচমকা এই প্রশ্নে ভদ্রমহিলা চমকে উঠে টেবিলের উপর খামচে ধরলেন-"কী বলছেন এসব? জিঙ্গোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ডঃ হাজরা একটা পায়ের উপর অন্য পা তুলে বসলেন, যেন তিনি এই উত্তরটাই আশা করছিলেন। মিস্নার সাহেবও তখন ডঃ হাজরার দিকে তাকিয়ে। ডঃ হাজরা নিজের চুরুটটা বের করে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। মিস্নারের এভিডেন্সের প্যাকেটটা টেনে একতাড়া নামহীন প্রেমপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখলেন-"ডাঃ জিঙ্গোর উদ্দেশ্যে লেখা এক মহিলার প্রেমপত্র। সবগুলো এখনো পড়ার সময় হয়নি, বুঝলেন? তবে মহিলা অতিসতর্কতার বশবর্তী হয়ে একটাতেও নিজের নাম লেখেননি। শুধু 'আই' লিখে ছেড়ে দিয়েছেন," মিসেস মুরের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে চলেন-"আপনি কি চাইবেন আপনাদের ব্যাক্তিগত চিঠি আমি একটা একটা করে আমি পড়ি। যদিও আমার আপত্তি নেই।"

মিসেস মুর মৃদ্যু প্রতিবাদ করে বলতে গেলে-"কিন্তু 'আই' তো যে কেউ...

ডঃ হাজরা মুখের কথা কেড়ে নিলেন-"একদম। কিন্তু তার হাতের লেখা বোধহয় আপনার সাথে মিলবে না," তিনি পকেট থেকে একটা ছোট চিরকুট বের

করে চিঠিগুলোর পাশে রাখেন-"এটা কাল রাত্রে জিঙ্গোর বাড়ির ঠিকানা লিখেছিলেন। মনে আছে তো? নিজে হাতে।"

মিসেস মুর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর স্মিত স্বরে বলেন-"হ্যাঁ। গত সাত মাস ধরেই আমাদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আমার স্বামী সারাদিন হসপিটাল আর রুগী করেই কাটিয়ে দিতো। সারাটা দিন বাড়িতে একা। আর রাতে বিছানায় পশুর মত...,"মিসেস মুর কেঁদে উঠলেন-"সকালে সারা গায়ে ক্ষত নিয়ে যখন উঠতাম তখন মনে হত এর থেকে মরে গেলে বোধহয় বেশি ভালো হতো। হসপিটালে যে ডাঃ মুরকে দিনের বেলা দেখা যেত, রাত্রে তার সাথে কোনো মিল নেই। বাড়ির বাইরে বেরতে দিতেন না। দরজায় তালা মেরে যেতেন। যেন আমি একটা খাঁচায় বন্দী পোষ্য।"

মিস্নার সাহেব এবার ধীর কণ্ঠে বললেন-"তা বলে মেরে দিলেন?"

মিসেস মুর যেন সতর্ক হয়ে উঠলেন-"বিশ্বাস করুন আমি মারিনি। বিশ্বাস করুন জিঙ্গোও ওকে মারেনি। আমার কথা বিশ্বাস করুন। জিঙ্গো মাঝে মাঝেই ওকে ছাড়তে এসে দরজার বাইরে তালা আর ভিতরে আমি দেখে বোধহয় ধিরে ধিরে বুঝতে পেরেছিলো। তারপর মাঝে মাঝেই যখন ওনার সাথে ভিতরে আসতো, আমরা কথা বলতে বলতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। জিঙ্গো আমার জন্য একটা নকল চাবি বানিয়ে এনেছিলো। ওর অফ থাকলে দুপুরের দিকে এসে একসাথে আমরা বসে গল্প করতাম। সেই সময়টা যেন একটা দমকা হওয়া আমার সব এলোমেলো করে দিলো। কিন্তু বিশ্বাস করুন জিঙ্গো আমার স্বামীকে মারেনি।

একথা হলফ করে বলতে পারি। জিঙ্গো নরম মনের মানুষ...

মিস্নার মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন-"সেটা আমাদের ঠিক করতে দিন। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

এমিলি দরজা ঠেলে ঢুকল-"স্যার, ডাঃ জিঙ্গোর ব্লাড টেস্ট রিপোর্ট!"

-"কি বলছে?"

এমিলি চোখ বড় বড় করে বলল-"স্যার কিছুই বুঝছি না। বড্ড ঘোরালো ব্যাপার। ডাঃ মুরের রক্তে Codeine পাওয়া গিয়েছিলো। আর ডাঃ জিঙ্গোর রক্তে Codeine আর Naloxone দুরকমের ওষুধ পাওয়া গেছে?"

মিস্নার সাহেব ভ্রূঁ কুঁচকে বললেন-"সেটা কি?"

-"ডাক্তারবাবুকে ফোণ করেছিলাম। বললেন Naloxone হল Codeine-এর অ্যান্টিডোট। Naloxone যদি সময় মতো না খেতো, তাহলে নাকি ডাঃ জিঙ্গোও মারা যেতে।"

মিস্নার সাহেব চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসলেন-"মানে একজনের রক্তে শুধু Codeine এবং অন্যজনের Naloxone আর Codeine দুটোই। মানে একজনকে মারার চেষ্টা করা হয়েছে আর অন্যজনকে বাঁচানোর। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।"

ডঃ হাজরা অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ টেবিলের উপরের জলের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন-"রাশিয়ান রুলের কথা শুনেছেন?"

মিস্নার হঠাৎ এরকম প্রশ্নে কিছুটা থতমত খেয়ে যায়-"শুনেছি। খেললে আর বেঁচে থাকতাম না। কেন বলুন তো?"

ডঃ হাজরা হেসে বললেন-"পাঁচটা ফাঁকা চেম্বার, একটা গুলি দুটো খুলি। কি বুঝলেন?"

-"কিছুই না

-"চলুন ইন্টারোগেশন রুমে। বোঝাচ্ছি। এতক্ষণ আপনি বোধহয় ডাঃ জিঙ্গোকে ধরতে পারছিলেন না, কারণ কোনো পোক্ত প্রমাণ ছিলো না। তাই তো?"

মিস্নার সাহেব নিশঃব্দে মাথা নাড়লেন। ডঃ হাজরাকে অনুসরণ করলেন। পিছনে প্রখর রুদ্রও সঙ্গী হল। ইন্টারোগেশন রুমে গিয়ে তিনজন ঢুকতেই দেখলেন, ডাঃ জিঙ্গো কিছুটা বিধস্ত অবস্থায় মাথা নিচু করে বসে আছে।

ডঃ হাজরা গিয়ে সামনের একটা চেয়ারে বসলেন-"আপনাকে কিসের ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছিলো?"

ডাঃ জিঙ্গো ধিরে ধিরে মাথা তুলে বলল-"আমি জানি না। শুধু মনে আছে সাদা সাদা ট্যাবলেট।"

-"আপনার রক্তে Naloxone আর Codeine পাওয়া গেছে। আর ডাঃ মুরের রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ Codeine। কি বুঝলেন?" নিঃশব্দে ডাঃ জিঙ্গো চোখ তুলে তাকালো। হাজরা বলে চলেন-"আর মিথ্যে বলে কি হবে? আপনাদের সম্পর্কের কথা মিসেস মুর স্বীকার করে নিয়েছেন।"

জিঙ্গো চমকে উঠে চোখ তুলে তাকায়। মিস্নার সাহেব বলেন-"হ্যাঁ। আপনার বাড়িতে ওনার হাতে লেখা চিঠি পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকেই..."

ডঃ হাজরা জিঙ্গোর দিকে তাকিয়ে বলেন-"সেদিন রাতে যখন আবেগের বশে মিসেস মুরের ফার্স্ট নেম ধরে বলে উঠেছিলে তখনই খটকাটা প্রথম লাগে। কিন্তু সেটা কোনো জোরালো সংকেত ছিলো না বলেই বোধহয়, অগ্রহ্য করছিলাম। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলা আপনার বাড়ি তল্লাশি করতে গিয়ে সেই জোরালো সংকেতটা পেলাম। আগের দিনও দেখেছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি," ডঃ হাজরা পকেট থেকে একটা মিউজিক স্টোরের বিল টেবিলে রাখালেন। মিস্নারও অবাক হয়ে ঝুঁকে পড়লেন। একটু অসহায় ভাবে ডঃ হজারার দিকে তাকালেন। অনেকটা যেন নিরুপায় হয়ে বলছেন- মশাই কখন কি করছেন, একটু আমায় বলে করুন!

ডঃ হাজরা টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়েন-"এই বিলেও সেই সব গান রেকর্ডের লিস্ট আছে, যে যে গান রেকর্ড করা ক্যাসেট সেদিন ডাঃ মুরের বাড়িতে দেখেছিলাম। ক্যাসেট কেসের ভিতরের পিঠে লেখা 'ফ্রম জে' আসলে জিঙ্গো। ঐ 'জে'টা যে জেফারসন নয়, সেটা আজ সন্ধ্যেবেলা বুঝলাম। বাইরে মিসেস মুর এখনো বসে। তাঁকে জোর করতে হয়তো মিস্নার সাহেবের অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমার খারাপ লাগবে। তা আপনারা যেটা করেছেন সেটা নিজেরাই স্বীকার করে নিলে ভালো।"

ডাঃ জিঙ্গো একটু অসহায়ভাবে চাইলেন-"কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা কিছু...

মিস্নার সাহেব একটু দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন-"এমিলির হাতে ছেড়ে দিলে

দিলে মিসেস মুরের অবস্থা খুব একটা ভালো হবে না, ডাঃ জিঙ্গো। তার থেকে আপনি বোধহয় সহযোগিতা করলে ওনার সমস্যাটা কমতো।"

জিঙ্গো মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ সময় নেয়-"বলুন, কোথায় সই করতে হবে?"

ডঃ হাজরা চোয়াল শক্ত করে বললেন-"কীভাবে মারলেন সেটা আগে বলুন।"

ডাঃ জিঙ্গোকে এখন অনেক শান্ত ও নিশ্চিন্ত লাগছে। মনে হচ্ছে হাজার মাইল হাঁটার পর নিজের অভীষ্টে পৌঁছে একটা অসীম শান্তি বুকের বাঁদিকে বন্দী করে ফেলেছেন। চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে মৃদ্যু হাসে-"আপনিই বলুন"।

-"রাশিয়ান রুলের একটা নতুন রূপ দিয়েছিলেন, সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। পাঁচটা ট্যাবলেট আপনার জন্য আর পাঁচটা ডাঃ মুরের জন্য। কিন্তু ডাঃ মুর বোধহয় জানতেন না আপনার পাঁচটার মধ্যে দুটো অ্যান্টিডোট আর তিনটে Codeine?"

জিঙ্গো একটা তাচ্ছিলের হাসি হাসে-"হ্যাঁ ডাঃ মুর জানতেন না ওনার সবগুলোই Codeine ছিলো। আর আমার দুটো অ্যান্টিডোট ছিলো।"

-"সেদিন ওখানে কেউ আপনাদের অপহরণ করেই নি। আপনিই বন্দুকের ডগায় ডাঃ মুরকে Codeine ট্যাবলেটগুলো খেতে বাধ্য করেছিলেন।"

-"হ্যাঁ। বাধ্য করেছিলাম।"

-"সেই জন্যই আপনার গাড়ি চুরি হয়নি। টাকা পয়সা আর ঘড়ি চুরি হয়েছিলো। দেখাতে চেয়েছিলেন যেন টাকার জন্য অপহরণ করা হয়েছে। টাকা পয়সা আর ঘড়িটাগুলো কোথায়?"

ডাঃ জিঙ্গো যেন একটু বিরক্ত হলেন-"মনে নেই, রাতের অন্ধকারে কোথায় ফেলে দিয়েছি! স্বীকার তো করলাম আমিই করেছি।"

ডঃ হাজরা টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়লেন-"আপনার মাথার ক্ষতটা কোনো অপহরণকারীর নয়, বরং ডাঃ মুর কোনোভাবে আপনার হাত থেকে পালাতে সক্ষম হন, আপনার মাথায় বাড়ি মেরে। সেই জন্যই সারা রাস্তা উনি আপনার নাম করছিলেন।"

-"হ্যাঁ তাই।

-"ঠিক সেই কারণেই আপনি আগে থানায় না গিয়ে, ডাঃ মুরের বাড়ী গিয়েছিলেন এটা দেখতে যে ডাঃ মুর কি বেঁচে আছেন কিনা?"

ডাঃ জিঙ্গো যেন অনেকটাই অন্যমনস্ক-"হ্যাঁ দেখতে গিয়েছিলাম। মারা গেছে কিনা।"

ডঃ হাজরা উঠে দাঁড়ালেন-"শুধু শুধু একটা মানুষকে খুন করলেন। যদি সত্যিই ইভানা আর আপনি একে অন্যকে ভালোবাসতেন তাহলে ডিভোর্সের ফাইল করতে পারতেন। শুধু শুধু একটা মানুষ মেরে কি পেলেন? বিমার টাকাগুলোই হয়তো লক্ষ্য ছিলো কিন্তু সেটাও আর মিসেস মুর পাবেন না। মারা যাওয়ার আগেই ডাঃ মুর ছেলের নামে নমিনি করে দিয়েছিলেন। হয়তো উনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন।"

মিস্নার সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রজারকে ইশারা করতে সে ডাঃ জিঙ্গোকে তুলে নিয়ে বাইরের নিয়ে যায়। বয়ানটা রেডি করে করে এবার সই করালেই কাজ

শেষ। মিস্নার সাহেব মৃদ্যু হেসে ডঃ হাজরার দিকে ফিরে বললেন-"সত্যি মশাই, আপনি কি ভগবান? কি করে বুঝে ফেলেন বলুন তো সব কিছু।"

ডঃ হাজরা চুরুটে আগুন দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন-"হিসেবগুলো মিলিয়ে নিলেই তো হল। এমন কি আর কঠিন। আমরা ঐ সব কিছু দেখি কিন্তু পর্যবেক্ষণ করি না, সেই জন্যই ছাড়িয়ে যায়। আপনিও এবার থেকে দেখা ছেড়ে দিন...

প্রখর রুদ্র এগিয়ে এসে এতক্ষণ পর মুখ খোলে-"আপনারা কি সত্যি ভাবছেন, এটা ডাঃ জিঙ্গো করেছে?"

ডঃ হাজরা আর মিস্নার চমকে তাকিয়ে ওঠেন-"মানে?"

-"ডাঃ জিঙ্গো মিথ্যে বলছেন!"

মিস্নার সাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন-"তুমি বলতে চাও একজন খুন না করেও ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে রাজি হয়ে গেলো! নেশা টেশা করছো নাকি?"

প্রখর রুদ্র বিরক্ত হয়ে অস্থির ভাবে বলে ওঠে-"আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? নাকি দেখতে চাইছেন না? ডাঃ জিঙ্গো মোটেই জবানবন্দী দেয়নি, বরং ডঃ হাজরা যা যা প্রশ্নবোধক বাক্য বলেছেন, সেগুলোই সে রিপিট করেছে। কারণ সে জানেই না তার কি বলা উচিৎ। তাই আপনাদের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়েছে। এমন একটা ইনফোরমেশনও কি উনি নিজে থেকে দিলেন যেটা আপনারা বলেন নি?"

মিস্নার হেসে বললেন-"আরে লোকটা নিজে মুখে স্বীকার করেছে। হ্যাঁ মানছি সেভাবে পোক্ত প্রমাণ নেই। কিন্তু মোটিভ ক্লিয়ার। দুজন স্বাক্ষী আছে যারা কোর্টে

বলবে যে ডাঃ মুরও মারা যাওয়ার আগে বার বার জিঙ্গোর নামই বলছিলো। ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট থেকেও পরিষ্কার। ডঃ হাজরা আপনি কি বলেন?"

ডঃ হাজরা চেয়ার থেকে উঠে মৃদ্যু হেসে ওঠেন-"প্রখর, বাস্তবে সব কিছু যে খুব কমপ্লেক্স হবেই এরকম তো মানে নেই। ডাঃ জিঙ্গোই দোষী। সব পারিপার্শ্বিক প্রমাণ তাই বলছে। তুমি আর এসব নিয়ে ভেবো না।"

প্রখর রুদ্র যেন আরো বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে-"যে লোকটা ক্যান্সারে ভুগছে, কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাঁকে মারার জন্য এতো প্ল্যান দুজন মিলে কেন করবেন? আপনি বুঝতে চাইছেন না স্যার। ডাঃ জিঙ্গো বা মিসেস মুর ভালো করেই জানতেন ডাঃ মুরের ক্যান্সারের কথা। সে কথা তাঁরা প্রথমেই নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন। যখন তাঁরা জানেন কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা মুক্ত, তাঁরা কেন এতো হ্যাপা করে খুনটা করতে যাবেন। হয়তো ঠিক সেই কারণেই আর ডিভোর্সের জন্য কোর্টে যাননি।

ডঃ হাজরা প্রখর রুদ্রের কাঁধে হাত রাখে-"বুঝতে পারছি, আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন একটার উপরে অন্যটা হয়ে তোমার সব কিছুকে জট পাকিয়ে দিয়েছে। খুনটা হয়তো ওরা ঐ বিমার টাকা পাওয়ার জন্য করেছেন। মনে আছে তো মিসেস মুর কিন্তু স্বীকার করেছেন যে নমিনি বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতেন না। হয়তো ডাঃ মুর কোনোভাবে ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেন, তাই জিঙ্গোও আর দেরি করা ঠিক মনে করেনি।

-"সরি টু সে। টোটালি অ্যাবসার্ট লজিক। ডাঃ জিঙ্গো এমন কিছু কম আয় করছিলেন না, যে একটা বিমা মিসেস মুরকে পাওয়ানোর জন্য একজন মানুষ খুন

করতে যাবেন। বিশেষ করে সে যখন এমনিতেই কদিন পর মারা যাবে! এটা এমন কেউ করেছে যে জানতোই না ডাঃ মুরের ক্যান্সার আছে। অপহরণের ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না

মিস্নার সাহেব যেন এবার বেশ বিরক্ত-"দেখো ইয়ংম্যান তুমি শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছো। যদি অন্য কেউ করে থাকে তার মোটিভ কি? ডাঃ মুর যে বলছিলেন, 'সেভ মি ফ্রম জিঙ্গো'; সেটাকে তাহলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? আর সব থেকে বড় কথা ডাঃ জিঙ্গো জেনে শুনে কেন দোষ না করেও মেনে নিলেন?"

-"হয়তো উনি মিসেস মুরকে খুব ভালোবাসেন বলে। হয়তো অনেকদিন ধরে মিসেস মুরকে যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছেন বলেই আর যন্ত্রণা বাড়াতে চাননি ওনার। আপনারা হয়তো মিসেস মুরকে নিয়ে ভয় না দেখালে তিনি সত্যিটাতেই টিকে থাকতেন!" প্রখর রুদ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে-"মোটিভ জানি না। তবে লোকটাকে খুঁজে পেলে জানা যাবে। আর ডাঃ মুর কেন জিঙ্গোর নাম নিচ্ছিলেন এখনো জানি না।"

সার্জেন্ট মিস্নার এবার রেগে উঠলেন-"এনাফ ইজ এনাফ! এখানে কি ক্রাইম থ্রিলার মুভি চলছে নাকি ছোকরা! ডঃ হাজরা, প্লিজ আপনার ছাত্রকে নিয়ে এখনকার মতো আসুন। এমনিতেই আমি ব্যস্ত।"

প্রখর রুদ্র কিছু বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই ডঃ হজারা তার হাত ধরে বলেন -"এখন চলো। অনেক রাত হল। পরে দেখা যাবে ভেবে।"

প্রখর রুদ্র মনের ভিতরে একটা তীব্র বিরক্তি নিয়ে দ্রুত পদে বাইরে বেরিয়ে

বাইরে বেরিয়ে আসে। ডঃ হাজরা তখনও পিছনে মিস্নারকে শুভরাত্রি জানতে ব্যস্ত। সামনে রজারকে দেখে প্রখর রুদ্র বলে-"রজার, প্লিজ হেল্প। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। একটা নিরপরাধ মানুষের শাস্তি ঠিক না। শুধু একটাই অনুরোধ ঐ স্কেচের লোকটার সন্ধান থামিয়ো না। আর কিছু জানতে পারলে অবশ্যই জানিও।"

রজারের বয়স যেহেতু প্রায় প্রখর রুদ্রের কাছাকাছি তাই তাদের মধ্যে একটা ভালো বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে অনেকদিন থেকেই। সে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বলল-"আমি বিশ্বাস করি ডাঃ জিঙ্গোই খুনটা করেছে। তাও শুধু তোমার মনের অন্ধকার মেটাতে আমি স্কেচটা সব থানায় পাঠাবো। কিন্তু আমার মন বলছে প্রখর, ওরকম কেউ বাস্তবে নেই।"

প্রখর রুদ্র আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে আসে। রাত প্রায় এগারোটা বাজতে চলল। নিকষ কালো আকাশে তারাদের চাদর বিছিয়ে শৈত্যের নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়েছে চরাচরে। থানার বাইরের রাস্তা দিয়ে হুস হুস করে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের আলোগুলো মুহূর্তের জন্য রাস্তাকে আলোকিত করেই আবার অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। ধির পায়ে সে সেদিকেই এগিয়ে যায়।

****

ঠিক তিনদিন পর রজার কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির জীবন বিজ্ঞান বিভাগে ফোন করে প্রখর রুদ্রকে চায়। প্রখর রুদ্র ফোণ ধরতেই ওপার থেকে রজারের উত্তেজিত গলা ভেসে আসে-"এখন মনে হচ্ছে প্রখর তুমিই ঠিকই। ব্রুকলিন সাউথের 63rd Precinct থানায় একজন অপহরণকারীর সাথে আগের দিনের

স্কেচটা মিলছে। লোকটার নাম টিমোথি। তিনটে ডাকাতির কেসে ধরা হয়েছিল, প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। দুইবার অপহরণ এর জন্য সাড়ে তিনবছর জেল খেটেছে। ছয়মাস আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।"

প্রখর রুদ্র গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো-"হুম। কিন্তু লোকটাকে যে বাজাতে না পারলে কিছুই জানা সম্ভব নয়।"

-"জানি না। এদিকে আর কয়েকদিনের মধ্যে ডাঃ জিঙ্গোকে কোর্টে তোলা হবে। তা কি করবে ভাবছো?"

-"লোকটার সম্পর্কে খবর নিতে পারো? মনে হচ্ছে এই লোকটাকে কেউ সুপারি দিয়েছিলো। তাই এই লোকটার ইদানিং-এর মধ্যে কোনো বড় খরচ করছে কিনা খরব নাও। তবেই তুলে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব।"

-"ওকে। ডান।"

******

আরো তিনদিন পর প্রখর রুদ্র গিয়ে থানায় হাজির হয়। রজার দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলো। তার খুব টেনশন চলছিলো। আসলে ক্লোজ হওয়া কেস রজার নিজের আগ্রহে খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে শুনলে মিস্নার সাহেব স্বাভাবিকভাবেই রেগে যাবেন। তাই যা যা পাওয়া গেছে রজার চাইছিলো প্রখর রুদ্রই বলুক। এরমধ্যে ডঃ হজারাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি, তাঁরও ধারণা যে প্রখর রুদ্র শুধু শুধু ব্যাপারটাকে নিয়ে জল ঘোলা করছে। প্রখর রুদ্র যখন মিস্নারের অফিসে ঢুকল তখন মিস্নার সাহেব মন দিয়ে একটা কেসের ফাইল দেখছেন

-"স্যার, আসতে পারি?"

মিস্নার সাহেব মুখ তুলে একগাল হেসে বললেন-"আরে এসো, এসো। তারপর তোমার মাথা ঠান্ডা হল?"

প্রখর রুদ্র একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে-"হ্যাঁ সে হয়েছে। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে।"

মিস্নার সাহেব চশমার উপর দিয়ে তাকালেন-"কি সমস্যা?"

-"আগের দিন যে স্কেচটা করালেন, ওটার একটা কপি আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার একবন্ধু খবর দিলো টিমোথি নামের একজন অপহরণকারীর সাথে ছবিটা খুব মেলে। তিনটে ডাকাতির চার্জও আছে।"

মিস্নারের কন্ঠ দৃঢ় হল-"প্রখর, এই কেসটা ক্লোজ হয়ে গেছে। আমার প্রচুর কাজ। বেকার সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই।"

প্রখর রুদ্র টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে-"স্যার স্যার স্যার। আমি ডাঃ মুরের কেস নিয়ে কিছু বলতে আসিনি। আমি এসেছি টিমোথি বলে লোকটা কদিন আগে একটা দামী গাড়ি কিনেছে। এতো টাকা নিশ্চিত তাকে কেউ দান করেনি। পুলিশ হিসেবে আপনার কি একবার উচিৎ না ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা?"

মিস্নার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন-"প্লিজ কাম টু দা পয়েন্ট। তুমি কি চাও?"

-"আমি চাই একটা বার অন্তত লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা বাদ করা হোক।"

মিস্নার সাহেব হতাশভাবে রজারের দিকে তাকিয়ে বললেন-"লোকটাকে একবার তুলে নিয়ে এসে ক্রস ভেরিফাই করো। কিছু না পেলে ছেড়ে দাও।"

রজার 'ইয়েস স্যার' বলে গাড়ীতে করে প্রখর রুদ্রকে নিয়ে টিমোথির বাড়ির দিকে রহনা হয়ে গেলো। টিমোথির বাড়িটা একটু শহরের বাইরেই বলা যায়। চারিদিকে সবুজ গাছেদের সারি। তার মাঝে কাঠের একটা বাড়ি, সাদা রঙ করা। বাড়ীর সামনেই একটা দামী সবুজ চারচাকা দাঁড় করানো। রজার গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজাতে টোকা মারতেই একটা শীর্ণকায় মধ্য ত্রিশের লোক দরজা খুলে দাঁড়ায়। চোখদুটো একটু ভিতরে বসা, গালে কয়েকদিনের কাঁচা পাকা দাড়ি। তবে মুখটা দেখে চিনতে অসুবিধাই হয়না, এটাই সেই স্কেচের লোকটা। টিমোথি পুলিশ দেখে প্রথমে বেশ চমকেই গেলো।

রজার বলল-"কিছু কথা ছিলো। বাইরে বলবে নাকি ভিতরে ?"

টিমোথি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো-"আসুন।"

বাড়ির ভিতরটা বেশি বড় না। দুটো ঘর একটা বাথরুম আর কিচেন। দুটো ঘর প্রায় অপরিষ্কারই বলা চলে, মেঝেতে কিছু মদের বোতোল গড়াগড়ি যাচ্ছে, একটা ছোট টেবিলের উপর কিছু চানাচুর, চেয়ারের উপরে কাপড় জামা ঝাঁপ করা। টিমোথি চেয়ার থেকে জামা কাপড়গুলো তুলে কোথায় রাখবে কিছক্ষণের জন্য বুঝতে পারে না। তারপর নিজের মনেই মেঝেতে রেখে দেয়। রজার ঐ চেয়ারটায় বসে পড়ে। টিমোথি বিছানার উপরে বসে। রজার শুরু করে-"বাইরে একটা দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে। ওটা কেনার টাকা কোথা থেকে এলো?"

টিমোথি কিছুটা থতমত খেয়ে গেলো-"না...না...মানে, আমার জমানো টাকা।"

-"এতো টাকা? ডাকাতির টাকাগুলো নাকি?"

-"আমি কোনো ডাকাতি করিনি। কোর্ট আমার নির্দোষ বলে দিয়েছে।"

-"তাহলে এতোগুলো টাকা পেলে কি করে? দেখে যত তাড়াতাড়ি সত্যি বলবে তত ভালো। উত্তর না নিয়ে আমরা যাচ্ছি না।"

টিমোথি কিছুক্ষণ চুপ করে বলে-"আপনি বিশ্বাস করুন স্যার! আমার টাকা...

রজার মাঝ পথে থামিয়ে দেয়-"হ্যাঁ তোমারই টাকা। তা দিলোটা কে?"

টিমোথি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই, প্রখর রুদ্র বলে উঠলো-"দেখো, টিমোথি আগের সপ্তাহে ডাঃ মুর নামে একজন খুন হয়েছেন। তার সঙ্গী ডাঃ জিঙ্গো কিন্তু তোমায় চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তাই যত মিথ্যে বলবে তত তুমিই ফাঁসবে।"

টিমোথির মুখটা হঠাৎ করেই ফ্যাকাশে হয়ে যায়, রজারের দিকে ফিরে বলে-"বিশ্বাস করুন, খুন করার কিছু কথাই হয়নি। কথা তো হয়েছিলো, শুধু অপহরণের। সত্যি বলছি। আমি খুন করিনি।

রজার একবার প্রখর রুদ্রের দিকে ফিরে মুচকি হাসে। তারপর টিমোথির দিকে ফিরে বলে-"প্রথম থেকে বল।"

টিমোথি বলতে শুরু করে-"জীবনে এরকম অদ্ভুত বরাত পাইনি। একদিন একটা চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ছিলো, দুজনকে অপহরণ করতে হবে। যদি

করতে রাজি থাকি তাহলে যেন একটা ফোণ নম্বরে ফোণ করি। কাজের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো এরজন্য ত্রিশ হাজার ডলার দেবে। এতো টাকা দেখে আর না করিনি। পরের দিনই যেমন বলা ছিলো বিকাল চারটেতে ফোন করি। ভদ্রলোকের শর্তগুলো বড় অদ্ভুত ছিলো।"

প্রখর রুদ্র বলল-"কী কী?"

-"বললেন, দুজনকে অপহরণ করতে হবে। দুজনের ছবি পাঠিয়ে দেবেন আর নাম। সঙ্গে দুটো শিশি। তাতে নাকি অজ্ঞান করার ওষুধ থাকবে। বোতোলের উপরে দুজনের নাম লেখা থাকবে। যেটা যার সেটা যেন তাকেই খেতে বাধ্য করি। তারপর দুজনের একজনকে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে বাঁধন খুলে দিয়ে চলে যাই। আমাকে বলেছিল, অন্যজন এমনিতেই অজ্ঞান হয়ে যাবে অসুধের প্রভাবে। ওনার বয়স হয়েছে তাই যেন মারধোর না করি। দড়ি খুলে দিয়ে চলে যাই। এরকম অদ্ভুত আমি কোনোদিন শুনিনি। প্রথমে বলছে অপহরণ করতে তারপর বলছে খুলে চলে যেতে।

-"টাকা পয়সা লুট?"

-"ওটা একটু লোভে পড়ে। ভাবলাম যদি একটু এক্সট্রা লাভ হয়ে যায়! তাই আর কি ঝোপ বুঝে কোপ মারলাম।"

-"তা বাইরের গাড়িটা কি দোষ করলো?"

-"লোকটাই বলেছিলো ভুলেও যেন গাড়ি না নিয়ে যাই। তাহলে পুলিশ আমায়

খুঁজে পেয়ে যাবে। ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক। তাই ওটার প্রতি লোভ থাকলেও হাত দিইনি।

-"আর পার্কিং লটে কিডন্যাপিং?"

-"ঐ লোকটাই বলেছিল, পার্কিং লটে গিয়ে কম বয়সী ডাক্তারটাকে অজ্ঞান করে ফেলতে। আর বয়স্ক ডাক্তারটা নাকি এমনিতেই ভিতু তাঁকে বন্দুক দেখালেই সিঁধে থাকবে। তাও নিজের সেফটির জন্যই বয়স্ক ডাক্তার কিছু বোঝার আগেই মাথায় কালো কাপড় পরিয়ে হাত, মুখ বেঁধে নিয়ে এসেছিলাম। আর অন্যটা তো এমনিতেই অজ্ঞান ছিলোই।"

রজার বলল-"যে লোকটা এসব কাজ করতে দিয়েছিলো, তাঁকে দেখেছিলে?"

টিমোথি খুব একটা ব্যাজার মুখ করে বলল-"না। ঐ যে বললাম প্রথমবার চিঠি পাঠিয়েছিলো। আর পরের দু'তিন বার ফোনে কথা হয়েছিলো।"

প্রখর রুদ্র জিজ্ঞাসা করলো-"আর টাকাটা?"

-"ক্যাশ"

-"সেটা কিভাবে দিলো?"

টিমোথি হাত কচলাতে কচলাতে বলল-"একদিন বিকালে বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখলাম আমার বাড়ির জানালা দিয়ে একটা ব্যাগ ঘরের ভিতরে রেখে গেছে। যদিও সেই বলেছিল, খোলা রাখতে। কড়কড়ে ত্রিশ হাজার ডলার।"

প্রখর রুদ্র যেন একটু বিস্মিত হল-"পুরোটাই অ্যাডভান্স?"

-"হ্যাঁ, তো। আমিও প্রথমটায় বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। পরে ফোণ করে কবে পুরো ব্যাপারটা হবে জানতে চাইলাম। তখনই বলল কাজ শেষের পর কেউ কাউকে চিনি না, তাই সে আগেই টাকা দিয়ে দিয়েছে। আমার উপর নাকি সে নজর রেখেছে। কাজ ঠিকঠাক না করলে পুলিশকে জানিয়ে দেবে। পুলিশের ঝামেলা কে চায় বলুন তো? তাই এতোগুলো টাকা যখন দিয়েই দিয়েছে, তখন কাজটা করে দিলেই সেও খুশি আমিও খুশি।"

রজার বলল-"তা সেই চিঠিখানা কই?" প্রশ্নটা শুনে টিমোথি চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে।

প্রখর রুদ্র বলে উঠে-"প্লিজ ডোন্ট সে ইউ লস্ট ইট...

টিমোথি মিনমিন করে বলে-"না ঠিক হারায় নি, পুড়িয়ে ফেলেছি। আসলে কোনো প্রমাণ রাখতে চাইনি।"

প্রখর রুদ্র একটা বিরক্তি নিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠলো-"শিট! একটা তো কিছু চাই এই রাঘব বোয়ালটা পর্যন্ত পৌঁছাতে!,"

রজারও হতাশভাবে মাথা নত করলো, তারপরই লাফিয়ে উঠে বলল-"ফোণ নম্বরটা মনে আছে?"

টিমোথির মুখে যেন এবার হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠলো-"হ্যাঁ তো। বলেই সে ফোন নম্বরটা বলল।"

রজার বলল-"টিমোথি, আপাতত দুজনকে অপহরণ করার অপরাধে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি। পুলিশের কাজে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা

করবো যাতে তোমার কম শাস্তি হয়। তবে এখনি কথা দিতে পারছি না," রজার টিমোথির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। টিমোথি হতাশাভাবে মাথা নাড়ে।

প্রখর রুদ্র বলে-"সব টাকা কি খরচ করে ফেলেছো?"টিমোথি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

-"তাহলে যেটা আছে সেটাও সঙ্গে নাও"

টিমোথি ঘরের কোণায় রাখা একটা ধুলো জমা আলমারি খুলে তার থেকে একটা চকচকে কালো ব্যাগ বের করে। সেটাকে রজারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে -"এখনো দশ হাজার মতো আছে।" রজার ব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে নেয়।

****

টিমোথিকে আপাতত পুলিশ হেপাজতে রেখে প্রখর রুদ্র ও রজার টেলিফোণ অফিস আর ব্যাঙ্ক কদিন ধরে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। কদিন পর যখন থানায় আসে তখন প্রায় বিকাল শেষ হতে চলেছে। ঝুপ করে চারিদিকে শুধু অন্ধকার নেমে আসাই বাকি। মিস্নারের ঘরে প্রখর রুদ্র ঢুকতেই মিস্নার সাহেব বলে উঠলেন -"তারপর? কিছু পেলে?"

প্রখর রুদ্র উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলো-"প্লিজ একবার আসুন। আপনার একবার শোনা দরকার।"

মিস্নার ব্যাজার মুখে বললেন-"যাই শোনাও কাল ডাঃ জিঙ্গো কোর্টে যাচ্ছেন।"

-"ওকে, বাট একবার শুনে দেখুন। প্লিজ।"

মিস্নার সাহেব প্রখর রুদ্রের সাথে ইন্টারোগেশন রুমে প্রবেশ করলেন। রজার আগেই টিমোথিকে একটা চেয়ারে এনে বসিয়েছে। মিস্নার সামনে এসে দাঁড়াতেই রজার বলল-"এই আমাদের যা বলেছিস, স্যারকেও বল।"

টিমোথি সময় নিয়ে পুরোটা আরো একবার বলল, সাথে সে বার বার করে বলতে থাকলো খুনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সবটা শুনে মিস্নার সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর উত্তর দিলো-"বাঃ এ তো খুব ভালো হল। ডাঃ জিঙ্গোর একজন সঙ্গী পাওয়া গেলো। টিমোথি যে 'লোক'টার কথা বলছে সেটা আর কেউ না- ডাঃ জিঙ্গোই। নিজেই নিজেকে অপহরণ করিয়েছিল, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। বাঃ ভালোই হল।"

প্রখর রুদ্র একটু শব্দ করেই হেসে উঠলো, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল-"কোর্টেও এই গল্পটা পেশ করবেন? তাহলে কেস তো ওঠার আগেই ডিসমিস হয়ে যাবে। কারণ ডাঃ জিঙ্গোর বয়ানে আছে সে অপহরণ করেছিলো। আপনিও সেটাকে কোর্টে বয়ান হিসেবে দাখিল করতে চলেছেন। এদিকে টিমোথি বলছে সে অপহরণ করেছিলো। কারুর গল্পের সাথে কারুর গল্পের মিল নেই।"

মিস্নার আঙ্গুলের ইশারায় দুজনকে বাইরে আসতে বললেন। দুজনে একসাথে মিস্নার সাহেবের সাথে তাঁর অফিসে এসে ঢুকল। রজার কিছুটা সন্ত্রস্ত। মিস্নার সাহেব বললেন-"তাহলে তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো? আবার করে ডাঃ জিঙ্গোর বয়ান নিতে। এবার ঐ টিমোথি লোকটাকে সামনে রেখে?"

প্রখর রুদ্র মুচকি হেসে বললেন-"তাতে লাভ কি হবে? একটা গল্প বদলে

আরো একটা গল্প তৈরি হবে। আপনারা সত্যিটা কেন দেখতে চাইছেন না বলুন তো? জিঙ্গো যদি করে থাকতো তাহলে টিমোথির স্কেচ করতেই বা সাহায্য করেছিলো কেন? যখন স্কেচ আঁকা হয়েছিলো তখনও জিঙ্গো কিছু কিন্তু কিছুই স্বীকার করেনি। তাই সে যদি অপহরণ করিয়ে থাকতো, তাহলে আবার করে টিমোথিকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য কেন করবে?"

মিস্নার সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন-"আরে এটাই তো চাল!"

-"আর প্রমাণ করবেন কি করে কোর্টে যে ডাঃ জিঙ্গোই মিস্নারকে ভাড়া করেছিলো।"

মিস্নার সাহেব বিরক্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়েন-"তোমার থিওরিটাই শুনি। হয়তো বলবে ডাঃ জিঙ্গোর ছদ্মবেশে কেউ এসে মেরেছ!"

প্রখর রুদ্র খোঁচাটা বুঝতে পেরেই মুচকি হেসে বললেন-"থিওরি কেন প্রমাণসহ অপরাধী দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু সমস্যা হল, তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। চাইলেও না"।

-"ধুস কথার কোনো মাথা মুন্ডু নেই। কেন? গ্রেপ্তার কেন করতে পারবো না?"

রজারের হাত থেকে টেলিফোন অফিস থেকে আনা একটা ফাইল টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন-"যে ফোন নম্বরটায় টিমোথি ফোন করতো সেটা গ্রেসি স্কোয়ার হসপিটালের ২৪ নম্বর কেবিনের। সেই কেবিনে ডাঃ মুর বসতেন।"

-"হ্যাঁ জিঙ্গোই দিয়ে থাকবে আর কি...

-"ওয়েট এখনো বাকি আছে। টিমোথির খরচের পরও বেঁচে যাওয়া কড়কড়ে নোটের বান্ডিলে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার টেপ লাগানো ছিলো। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকায় জিঙ্গোর কোনো অ্যাকাউন্ট নেই," প্রখর রুদ্র একটা ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট সামনের টেবিলে রেখে বলে-"কিন্তু ডাঃ মুরের আছে। আর সেখান থেকে ঘটনার তিনদিন আগে ত্রিশ হাজার ডলার তোলা হয়েছে। ব্যাঙ্কের রেকর্ডে ডঃ মুরের সেলফ চেক এখনো আছে। ম্যানেজারেরও মনে আছে ভালো করেই যে ও দিন ডাঃ মুর নিজেই টাকা তুলতে এসেছিলেন। একসাথে এত্তোগুলো টাকা তোলার জন্য ম্যানেজারের সাথে কথা বলে তারপর সই সাবুদ পরীক্ষা করতে বেশ অনেকক্ষণ লাগে।"

মিস্নার সাহেব হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে-"মানে তুমি বলতে চাইছো, ডাঃ মুর নিজেই নিজের সুপারি দিয়েছিলো? কেন?"

-"আমি বলছি না। প্রমাণ বলছে। কেন এর সঠিক উত্তর সম্ভব নয় তবে সম্ভবত নিজে মরতে বসেছিলেন ক্যান্সারে। স্ত্রী আর নিজের সহকারীর প্রণয়ঘটিত ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। বুঝতেই পেরেছিলেন তিনি মারা গেলেই ওরা বিয়ে করবে, তাই হয়তো দুজনকে আলাদা রাখতে একটু উচিৎ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।"

মিস্নার সাহেব টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়েন-"তুমি এতো সিওর হচ্ছো কি করে?"

প্রখর রুদ্র মৃদ্যু হেসে ওঠে-"আমরা ভেবেই নিই মৃত্যুকালীন জবানবন্দী মিথ্যে

হবে না। ডাঃ মুরও সেই সুযোগটাই নিয়েছিলেন। না হলে প্রথম থেকেই উনি চোখের সামনেই ছিলেন। ভেবে দেখুন পালোস্কি দম্পতির গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে উনি বার বার পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে বলছিলেন, হসপিটালে নয়। কারণ, উনি বাঁচতে চাইছিলেন না। উনি চাইছিলেন যেকোনো ভাবে নিকটবর্তী থানায় পৌঁছে ডাঃ জিঙ্গোর বিরুদ্ধে বয়ান দিয়ে মারা যেতে। উনি মোটেই অপহরণকারীর হাত ফস্কে পালাননি, বরং টিমোথি বেরিয়ে যেতেই নিজেও বেরিয়ে পড়েছিলেন। ভালো করেই জানতেন ওনার হাতে মোটামুটি সময় কুড়ি মিনিট। সেইজন্য টিমোথিকে আগে থেকে নিজেকে অজ্ঞান করতে বা মারতে বারণ করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন পাঁচটা ট্যাবলেট খাওয়ার পর প্রত্যেকটা সেকেন্ড ওনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ জিঙ্গোর উপরে যাতে সন্দেহ পড়ে তাই জন্য টিমোথিকে গাড়িটা চুরি করতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

প্রখর রুদ্র টেবিলের থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে কিছুটা জল খেয়ে বলল- "আরো আছে। মনে করে দেখুন। একদম প্রথম দিকে ডাঃ জিঙ্গোকে যখন জিজ্ঞাসা করেছেন কিসের ট্যাবলেট, উনি কিন্তু জানতেন না। টিমোথিও জানতো না। টিমোথিও বলেছে পাঁচটা সাদা ট্যাবলেট দুটো শিশিতে ছিলো। এর বেশি জানে না। অথচ হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় ডঃ মুর বার বার করে Codeine -এর নাম বলেছেন। একটা ভয়ের মুহূর্তে যদি নামহীন পাঁচটা সাদা ট্যাবলেট খাইয়ে দেওয়া হয়, আপনি কি করে তার নাম জানবেন বলুন তো? এক যদি সেই পাঁচটা ট্যাবলেটের জোগান আপনিই দিয়ে না থাকে!

মিস্নার সাহেব এতক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন-"সবই তো বুঝলাম। কিন্তু কোর্টে তো একটা শক্ত প্রমাণ চাই যেটা ডাঃ মুরের সাথে টিমোথির সমীকরণ প্রমাণ করতে পারে। ঐ ত্রিশ হাজার যে ডাঃ মুর অন্য কোথাও লাগায়নি তা কি করে প্রমাণ করবো?"

রজার এবার পিছন থেকে হাসি মুখে এগিয়ে আসে-"স্যার, টিমোথির থেকে পাওয়া ব্যাগ আর টাকার বান্ডিল ল্যাবে পাঠিয়েছিলাম। ডাঃ মুরের ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। এতে হবে না?"

সার্জেন্ট মিস্নার কিছুক্ষণ রজারের দিকে ভ্রূঁ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন-"মানিকজোড় যে!"প্রখর রুদ্র আর রজার দুজনেই হেসে ওঠে।

******

কয়েক সপ্তাহ পরেই ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যা। বাইরে বরফ পড়ছে। ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। প্রখর রুদ্র রাতের ডিনার শেষ করে ন্যাপকিনে মুখটা মুছে ফেলল। মিসেস মুর এখন মিসেস জিঙ্গো। আগের সপ্তাহেই ডাঃ জিঙ্গোর সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। আজকে তাই প্রখর রুদ্রের আমন্ত্রণ ছিলো ডিনারে। মিসেস জিঙ্গোর ছোট্ট ছেলেটা ডাঃ জিঙ্গোর কোল থেকে নামতেই চায়না। সন্ধ্যে থেকেই তাঁর কোলে মাথা রেখে কখনও নিজের মনে খেলছে, কখনও নিজেই কথা বলছে। মিসেস জিঙ্গো প্রখর রুদ্রের হাতের উপর হাত রাখেন-"আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো! আপনি না থাকলে আমি ভেসে যেতাম। আপনার যদি কখনো কোনো কাজে আসি আমরা তাহলে জানাতে দ্বিধা করবেন না।"

প্রখর রুদ্র মুচকি হেসে উঠে পড়ে-"আপনারা ভালো থাকুন। আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখের হোক। এবার যে উঠতে হয়। রাত অনেক হল। তবে যেতে যেতে একটা ইচ্ছে আছে। ডঃ হাজরা যে ক্যাসেটি দেখে আপনাদের সম্পর্কের আঁচ পেয়েছিলেন সেটায় কি কি গান আছে সেটা একবার দেখার ইচ্ছে ছিলো।"

মিসেস জিঙ্গোর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ডাঃ জিঙ্গো পিছন থেকে এসে মুচকি হেসে একটা ক্যাসেট এগিয়ে দেন-"এই যে এটা।"

মিসেস জিঙ্গো মুখ নামিয়ে নিলেন-"সবার কাছে নিজের বড়াই না করলে কি তোমার চলে না। সত্যি!"

প্রখর রুদ্র ক্যাসেটের কেসটা উল্টে পালটে ভালো করে দেখে টেপ রেকর্ডারের কাছে গিয়ে ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিয়ে প্লে বটনটা চেপে দেন। তারপর মৃদ্যু হেসে বলেন-"এই গানগুলোর মতই আপনাদের দাম্পত্য প্রেমময় হোক। এখন এবার আমায় অনুমতি দিন।" সে শুভরাত্রি জানিয়ে বরফের হালকা ভেজা ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে পা বাড়ায়। মিসেস জিঙ্গো ডাঃ জিঙ্গোর কাঁধে মাথা রেখে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। আর ঘরের ভিতরে ক্যাসেটে তখন বেজে চলেছে-

"Sometimes it's hard to be a woman
Giving all your love to just one man....

'Cause after all he's just a man
Stand by your man,"

[সমাপ্ত]

ডঃ হাজরা সিরিজ



রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়

নবম গল্প:



free.banglapdf.net

/chitragupto

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়...

ডিসেম্বর ১৯৮২ঃ

ড্যানিয়েল অফিসের দরজা ঠেলে দ্রুত পায়ে অফিসে ঢুকে পড়ে। টেবিলের উপরে একগুচ্ছ ছবি ছুঁড়ে দেয়। মিচেল একটু চোখ কুঁচকে তাকিয়ে টেবিল থেকে ছবিগুলো তুলে নেয়। একটা মহিলার ছবি। চোখে কালো চশমা, গায়ে কালো চামড়ার জ্যাকেট। সবগুলোই ক্লোজ শট নেওয়া- দোকানের সামনে বা কফি শপে। সঙ্গে সব সময়ই একটা ছোট গীটারের বাক্স। মিচেল সব কটা ছবি দেখে জিজ্ঞাসা করল-"ইনি কে?"

ড্যানিয়েল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল-"নাম জানি না। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে প্রখর রুদ্রকে শ্যাডো করছে। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বাইরের কফি শপেই বসে থাকে। প্রখর রুদ্র বের হলেই তাকে সব জায়গায় অনুসরণ করেন এই মহিলা। অসম্ভব ধূর্ত। আমার সহকারী যে অনুসরণ করছিল সেটা ভালো ভাবেই বুঝে ফেলেছিল। ভিড়ের মধ্যে জাস্ট যেন উবে গেল। এরপরেরও এক আধবার দেখা গেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই একই জিনিস হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটা এরিয়া চিহ্নিত করেছি, মনে হচ্ছে মিড টাউন ম্যানহ্যাটনের কাছেই কোনো হোটেলে উঠেছেন। কিন্তু ঠিক কোন হোটেল এখনও চিহ্নিত করতে পারিনি।

মিচেলের ভ্রূঁ জোড়া কুঁচকে ওঠে-"এর সাথে কি রুদ্রার কোনো?"

ড্যানিয়েল একটা সিগারেট ধরায়-"আমার তা মনে হয় না। প্রখর রুদ্র সম্ভবত জানেনই না তাঁকে কেউ ফলো করছে। তাই এই মহিলার উদ্দেশ্য ঠিক কি

পরিষ্কার নয়।"

মিচেল একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে রাখে-"নজর রাখো। ডঃ হাজরা আমায় ফোণ করেছিলেন। একটা ভ্যাকসিন খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু সেটা ল্যাবে আরও কিছু পরীক্ষার দরকার। তাঁর আগে আমি কোনো সমস্যা চাই না। একে তার পরের দেখা যাবে। আর রুদ্রাকে আমি দেখছি।"

****

সন্ধ্যের ব্যস্ত গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে নিউইউর্কের রাস্তা ধরে- গন্তব্য নিকটবর্তী হাসপাতাল। হাসপাতালের সামনে আসতেই দুজন অ্যাটেন্ডার ধরে মোটাসোটা একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব লোকটাকে ধরে ভিতরে এমারজেন্সিতে নিয়ে যায়। সঙ্গের মহিলা কেঁদে চলেছেন- তারও বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভিতরে গিয়েই একজন ডাক্তার দ্রুত হার্টরেট ও প্রেশার মেপে বললেন-'ICU'। সঙ্গের মহিলাটিকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন-"কি হয়েছিল ওনার?"

মহিলাটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন-"আজ সন্ধ্যেতে ব্রুসের জন্মদিন ছিল। বাড়িতে বন্ধুদের সাথে পার্টি ছিল। তারপরে একঘণ্টা আগে হঠাৎ বলল ওর বুকে ব্যাথা করছে।" মহিলাটি ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে-"ওনার কিছু হবে না তো? উনি ছাড়া আমার কেউ নেই।"

ডাক্তারটি একটু চিন্তিত মুখে বলেন-"মনে একটা হালকা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক আরকি। পরীক্ষা করতে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।

পুরো রিপোর্ট না পেলে তো বলাটা কঠিন। এই অবস্থায় অবজারভেশনে রাখলেই ভালো।"

-"আপনারা যেটা ভালো বোঝেন করুন।"

-"আপনি অফিসে একটা ফর্ম ভরে দিন। বাকিটা আমি দেখছি। আপনি চিন্তা করবেন না।"

ওয়াটসনের বোন, ডরথি হসপিটালের নিয়ম সব সমাধা হয়ে হসপিটালের পাঁচতলায় গিয়ে ICU-এর সামনে দাঁড়ায়। ভিতর থেকে ডাক্তারটি বেরিয়ে আসেন হাসি মুখে-"চিন্তা করবেন না। উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। হার্ট অ্যাটাকটা মাইল্ড ছিল। তবে বয়সটা তো বাড়ছে, তাই ধিরে ধিরে মদ্যপানটা ছাড়তে হবে। আর খাবারের দিকে নজর দিতে হবে। উনি এখনও সচেতন ছিলেন আমার সাথে কথা হয়েছে। আপনাকে দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি ঘুমের একটা মাইল্ড ডোজ দিয়েছিলাম বলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। চিন্তা করার কিছু নেই। আশা করি দুই-তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন।"

ডাক্তার ফ্রেশলি রাতের নাইট শিফট বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরও একবার মেডিকেশন লিস্টটা দেখে নেন। অসুবিধা হলে কি ওষুধ দিতে হবে তাও লিখে দিয়ে যান। রাতের শিফটে থাকা মার্থাকে ফ্রেশলি বলেন-"সব লেখা আছে। আশা করি রাতে সমস্যা হবে না।" মার্থা খুব বিরক্ত মুখেই মাথা নাড়ায়। রাতের শিফটটা আজকে তার মোটেই পছন্দ হয়নি! বড় আরসিইউ রুমের মাঝে মাঝে কাঁচের জানালা দিয়ে পার্টিশন করা। কাঁচের মধ্যে দিয়ে পুরো লম্বা ঘরটাকে মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যায়। রাতের দিকে প্রত্যেকদিনই মোটামুটি তিন-চার জন

জন নার্স থাকে।

রাত দুটো বাজে। মার্থার চোখটা কিছুটা ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। হঠাৎ করেই ওয়াটসনের বেডের দিকে চোখ পড়তেই সোজা হয়ে ওঠে সে। ওয়াটসনের হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে। অভিজ্ঞ নার্স মার্থার বুঝতে অসুবিধা হয় না কোনো কারণের seizures শুরু হয়েছে। কাছে গিয়ে মার্থা মাথার নিচের বালিশটা ঠিক করে দেয়। খাটের পাশে থাকা EKG মেশিনটায় চোখ রেখেই তার ভ্রু কুঁচকে যায়। মনিটরের উঁচু নিচু গ্রাফগুলো ঠিক লাগছে না। একটা QRS ওয়েভ দেখা যাচ্ছে, যেটার সময় ৮০ থেকে ১০০ মিলি সেকেণ্ডের বেশি থাকার কথা নয় স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু এটা প্রায় ১৪০ মিলি সেকেন্ডের কাছে দেখাচ্ছে। ঠিক লাগছে না ব্যাপারটা! মার্থা ডাক্তার ফ্রেশলির লিস্ট দেখে একবার মিলিয়ে নেন, হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছিলেন। একটা Lidocaine দেওয়া দরকার। মার্থা তাড়িতাড়ি বাকি নার্সদের ডেকে নেয়। তারপর Lidocaine-এর ডোজ বানিয়ে ওয়াটসনকে দেওয়া হয়। প্রায় ঘণ্টা খানেক আরও ওয়াটসনকে ভালোই লাগে। ধিরে ধিরে সব নার্সরাই আবার তাদের জায়গায় চলে চলে যায়। এর মধ্যে মার্থা আর কোনো আস্বাভাবিক কিছু দেখেননি।

ভোর চারটের দিকে আবার ওয়াটসনের seizures শুরু হয়েছে। এবার যেন আরও বেশি কাঁপছে তাঁর হাত পা, সারা শরীর। মার্থা ওয়াটসনকে বিছানার উপরে রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওয়াটসন এতই তীব্রভাবে কেঁপে চলেছিল, সে বার বার বিছানার পাশে এসে যাচ্ছিল। মার্থা চীৎকার করে বাকি নার্সদের ডাকে। তারাও

এসে বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আর বেশি সময় পাওয়া গেল না। EKG মেশিনটা বিপপপপ একটা টানা শব্দে জানিয়ে দিল ওয়াটসন আর নেই!

******

-"তাহলে আদালতকে বলুন মিস মার্থা আপনি একজন রুগীকে কেন জেনে বুঝে মেরে ফেললেন?" সরকার পক্ষের উকিল নিকোলের প্রশ্ন শুনে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মার্থা কেঁদে ওঠে।

মার্থা ধরা ধরা গলায় বলে-"বিশ্বাস করুন মাই লর্ড আমি কাউকেই মারিনি।আমি তো শুধু আমার ডিউটি দিচ্ছিলাম।"

-"মানে ওয়াটসনকে মেরে ফেলা? তাই তো?"

-"মোটেই না। আমি একজন রোগীকে কেন জেনেশুনে মারতে যাব?"

-"তাহলে হয়ত ভুল করেই। কিন্তু মৃত্যু আপনার হাতেই হয়েছে, মার্থা। আপনার ভুলের জন্যই হয়েছে।" মার্থা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকলে নিকোল বলে-"আচ্ছা চলুন শুরু থেকে শুরু করা যাক। ডিসেম্বর ৭, ১৯৮২। সেদিন সন্ধ্যেবেলা নটায় ওয়াটসন আপনাদের হসপিটালে ভর্তি হন আর পরদিন ভোর চারটে মারা যান। মাঝের সময়টা কি হয়েছিল আদালতকে দয়া করে জানাবেন কি?"

মার্থা চোখ মোছে-"ডাঃ ফ্রেসলি রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ডিউটি শেষ করে চলে যান। তারপর রাত ২টোর দিকে ওয়াটসনের একটা seizures শুরু হয়।"

নিকোল থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে-" seizures জিনিসটা কি আমাদের যদি বলেন?"

মার্থা হঠাৎ করে যেন খেই হারিয়ে ফেলে-"হ্যাঁ seizures? আমাদের ব্রেনে হঠাৎ করেই কোনো অস্বাভাবিক ব্রেন সেল ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকেই seizures বলে। সাধারণ আমাদের ব্রেন সেলগুলো মাত্রাতিরিক্ত সিগন্যাল জেনেরেট করতে থাকলে, এরকম হয়। তখন আমাদের হাত পা কাঁপতে শুরু করে।"

-"আর এর কারণ?"

-"Epileptic seizures-এর ক্ষেত্রে ব্রেন নিজে থেকেই মাঝে মাঝে এরকম সিগন্যাল জেনেরেট করতে থাকে। Non-epileptic seizures এর ক্ষেত্রে কোনো না কোনো বাহ্যিক কারণ দরকার হয়। যেমন- লো ব্লাড প্রেসার, মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম হয়ে যাওয়া, জ্বর, মাথা ব্যাথা, বা অন্য কোনো ওষুধের কারণেও অনেক সময় হয়ে থাকে।"

-"তখন আপনি কি করলেন?"

-"আমি ইকেজি মেশিনে দেখলাম QRS গ্রাফটা ঠিক লাগছে না। তাই ওনাকে Lidocaine দিয়েছিলাম হৃদস্পন্দন নর্মাল করার জন্য।"

নিকোল এগিয়ে আসে-"মানে আপনি কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নাকি নিজেই ডাক্তারি করেছিলেন?"

মার্থা যেন একটু চমকে ওঠে-"না, মানে স্ট্যান্ডিং অর্ডারে তাই ছিল।"

-"এবার এই স্ট্যান্ডিং অর্ডারটি কি?" নিকোল যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে ।

মার্থা নির্বিকার মুখে বলে ওঠে-"আজ্ঞে, রাতে আই সি ইউ-তে ডাক্তার

না থাকলে কিছু সিমটম অনুয়ায়ী একটা ওষুধের লিস্ট ডাক্তাররা আগে থেকেই রেখে যান। সেটা দেখেই আমরা নার্সরা ওষুধ দিই। তারপরও সমস্যা হলে রাতের ডিউটিতে থাকা ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়।"

-"ওকে। তা এতে ওয়াটসন ঠিক হয়ে গিয়েছিল?"

-"পরের ঘণ্টা খানেক উনি ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। কোনো অসুবিধা তো হয়নি।"

-"তারপর?"

মার্থা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে-"রাত চারটের দিকে আবার একবার seizures শুরু হয়। এবার আগেরটার থেকেও বেশি ছিল। কিছুতেই যেন থামতে চাইছিল না। আমাদের একজন নার্স ডাক্তারকে ডাকতে নিচে গিয়েছিল। যতক্ষণ ডাক্তার আসেন ততক্ষণে ওয়াটসন মারা গেছেন। আমরা তারপরও ইলেক্ট্রিক্যাল শক দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।"

নিকোল এবার ভরা কোর্টে বলে ওঠে-"পয়েন্ট টু বি নোটেড, মাই লর্ড। নার্স মার্থা ওষুধ দেওয়ার আগে কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন নি। আর ওনার ওষুধ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেশেন্ট মারা যায়। এ থেকে একটা কথা একদম পরিষ্কার, এই মৃত্যু ইচ্ছেকৃত না হলেও গাফিলতির কারণে তো বটেই।"

এতক্ষণে মার্থার পক্ষের উকিল বিলিয়াস উঠে দাঁড়ায়-"এখানে আমার কিছু বলার আছে, মাই লর্ড।" জজ সাহেব অনুমতি দিতেই সে শুরু করে-"আমার বন্ধুবরটি বোধহয় বড্ড তাড়ায় আছেন। সেইজন্য উনি তথ্য প্রমাণের কোনো ধার ধারেন না। যাইহোক আমি আদালতকে পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটি পেশ

পেশ করছি। ঐ হসপিটালের ডাঃ ম্যাগলিনের রিপোর্ট- হার্ট অ্যাটাক। একটি করনারি আর্টেরি ব্লকেজের কারণেই এই দুর্ঘটনা। তাই মৃত্যু স্বাভাবিক। আসলে এই কেসটা করার পিছনে ডঃ হাজরা নামক এক উন্মাদ ব্যক্তির প্ররোচনা আছে। মিঃ ওয়াটসন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন। ঐ একই ইউনিভার্সিটিতে ডঃ হাজরা জীবন বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক। দুজনেই ভালো বন্ধু ছিলেন। উনি বন্ধুর এই মৃত্যুকে মেনে নিতে না পেরে অযথা একটা কেস ঠুকে আদালতের সময় নষ্ট করছেন। আমি ওনাকে কাঠগড়ায় ডাকার অনুমতি চাইছি।"

ডঃ হাজরা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই বিলিয়াস প্রশ্ন করে ওঠে-"আপনি এই যে কেসটা করেছেন, মার্থার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সেটা ঠিক কি কারণে? মানে আপনার কেন মনে হয় ওয়াটসনের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়?"

ডঃ হজারা গলাটা খাঁখার দিয়ে বলে উঠলেন-"আমি সেদিন রাতে খবর পেয়েই হসপিটাল গিয়েছিলাম। রাত এগারোটার দিকে। ওয়াটসনের বোনের সাথে কথা হল। বাইরে থেকে দেখেও ছিলাম। ওয়াটসন দিব্যি ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে সকালে মারা গেলেন!"

-"আপনি কি ডাক্তার? আপনি কাউকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেই বুঝে গেলেন সব ঠিক আছে।" ডঃ হাজরা কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না। একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। বিলিয়াস আবার বলে ওঠে-"তবে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার জেদের কারণেই পোস্ট মর্টেমটা হয়েছে। আর তাঁর রিপোর্টটা টেবিলে।"

পিছন থেকে নিকোল দাঁড়িয়ে ওঠে-"একদম ঠিক। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টই সব পরিষ্কার করে দেবে। সেটাকে ঠিক ভাবে বোঝার জন্য আগে আমাদের কিছু জিনিস বুঝতে হবে। তাই আদালতের অনুমতি নিয়ে আমি ডাঃ ফ্রেসলিকে ডাকতে চাই।" ডাঃ ফ্রেসলি কাঠগড়ায় আসতেই নিকোল প্রশ্ন করে-"আপনিই কি Lidocaine দেওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন?"

-"হ্যাঁ। হার্টের অনিয়মিত স্পন্দন দেখলে সেটার জন্য আমরা অনেক সময়ই এটা ব্যবহার করে থাকি।"

-"এটা ঠিক কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, সেটা একটু আদালতকে বলবেন?"

ডাঃ ফ্রেসলি একটু সময় নেন-"আসতে Lidocaine একেবারে দেওয়া হয় না। দুটো স্টেপে দেওয়া হয়। প্রথমে বোলাস থেকে ২% সলিউশন ইঞ্জেক্ট করা হয়। বোলাস এক ধরণের সিরিঞ্জ যাতে এই সলিউশন আগে তৈরি করে রেডি রাখা হয় যাতে প্রয়োজনে দেরি না হয়। এই ২% সলিউশনে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম Lidocaine থাকে। এর কিছু পরেই ইন্ট্রাভেনাস লাইনের সাথে পরের ডোজ দেওয়া হয়। ২০% Lidocaine পুরো ফ্লুইডের সাথে মিশিয়েই ধিরে ধিরে দেওয়া হয়- যাতে আর কি প্রতিমিনিটে দুই থেকে চার মিলিগ্রামের মত শিরার মাধ্যমে রক্তে মিশতে পারে।"

নিকোল মুখে একটা হাসি এনে বলল-"আর এই লম্বা প্রক্রিয়া কোথাও যদি এমন হয় যে পরিমাণের তুলনায় রক্তে বেশি Lidocaine মিশতে শুরু করেছে, তাহলে কি হবে?"

ডাঃ ফ্রেসলি যেন হঠাৎ করেই থমকে যান, আমতা আমতা করে উত্তর দেয়-"মৃত্যু হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। হার্ট অ্যাটাক হতেই পারে ওভার ডোজে।"

নিকোল বলে ওঠে-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড। ওভার ডোজে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এবার টক্সিকোজি এক্সপার্ট ইভানার রিপোর্টটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াটসনের দেহ থেকে সংগ্রহ করা কলা থেকে একথা পরিষ্কার যে সেদিন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি Lidocaine শরীরে গিয়েছিল। রিপোর্টে একথা পরিষ্কার করে বলা আছে এই পরিমাণ Lidocaine একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট।"

বিলিয়াস দাঁড়িয়ে উঠে আদালতের কাছে অনুমতি নিয়ে বলে-"একদম। যথেষ্ট। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ কি? আমি একবার পোস্ট মর্টেম করা ডাঃ ম্যাগলিনকে ডাকার অনুমতি চাইব। ম্যাগলিন আসতেই বিলিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন -"আপনি তো পোস্ট মর্টেম করেছেন। আপনার কি মনে হয়, Lidocaine এর জন্যই ওনার মৃত্যু হয়েছে? "

ম্যাগলিনের অনেক বয়স হয়েছে। চোখের চশমা ঠিক করে বেশ একটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন-"দেখুন, এটা তো ঠিক করনারি আর্টেরি ব্লকেজের কারণে লোকটির কি যেন নাম?"

-"ওয়াটসন...

-"হ্যাঁ ঐ ওয়াটসনের মৃত্যু হয়েছে। সেটা স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে। সে রাতেই তো লোকটির মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভর্তি হইয়েছিলেন। কিন্তু একথা

ঠিক যে Lidocaine সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। মানে Lidocaine-এর ডোজ ঠিক থাকলে হয়ত লোকটার মৃত্যু এড়ানো যেত কিনা সে ব্যাপারে একটু হলেও সন্দেহ থেকেই যায়।"

বিলিয়াস এবার জজের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন-"ডাক্তার ম্যাগলিনের বক্তব্যের পর একথা পরিষ্কার যে মৃত্যু স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। তাই এখানে ইচ্ছাকৃত খুনের কোনো কেস দাঁড়ায় না।"

নিকোল বিরোধিতা করে জানায়-"কিন্তু তার পরেও মার্থার গাফিলতির প্রশ্নকে এড়ানো যায় না। ইভানার রিপোর্ট থেকে একথা পরিষ্কার যে ওয়াটসনের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ Lidocaine ছিলই। তাই সেই কারণকে কখনই পুরোপুরি নাকচ করা যায় না। ডাঃ ম্যাগনিনের বক্তব্যের পর তা আরও পরিষ্কার যে একটা সম্ভাবনা থাকেই। তাই আদালতের সমানে এই বিষয়টিতে মনযোগ আকর্ষণ করছি। এখানে ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্য সেদিনের ডিউটিতে থাকা অন্য একজন নার্স, আয়েষাকে ডেকে নিতে চাই।"

আয়েশা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। তার লম্বা কালো চুল দেখলেই বোঝা যায় সে এশিয়ার কোনো দেশ থেকে হবে। একটা লম্বা নীল সালোয়ার পরা আর চুল গুলো খোলাই। নিকোল জিজ্ঞাসা করে-"ডিউটিতে কি সব ডাক্তাররাই স্ট্যাডিং অর্ডার দিয়ে যান?"

-"হ্যাঁ। সেটাই নিয়ম।"

-"তা এই স্ট্যাডিং অর্ডারটি কি যে কেউ ফলো করতে পারে? মানে যে

কোনো নার্স?"

-"না। ওনলি রেজিস্টার্ড নার্সদেরই অনুমতি থাকে।"

নিকোল একবার মার্থার দিকে ফিরে বলেন-"উনি কি রেজিস্টার্ড নার্স?"

-"হ্যাঁ। তিনমাস আগে ওনার প্রমোশন হয়েছে। উনি এখন একটা ইউনিটের চিফ নার্স। সবাই ওনাকেই রিপোর্ট করে।"

-"সেদিনের ডিউটিতে ওয়াটসনকে আর কেউ কি Lidocaine দিতে পারত? মানে আর কারো কাছে কি সেই অনুমতি ছিল।"

আয়েষা একবার ভেবে বলে-"সেদিন রাতে মার্থা আর আমি ছাড়া বাকিরা লাইসেন্সড প্রাকটিক্যাল নার্স ছিল। ওদের অনুমতি থাকে না স্ট্যান্ডিং অর্ডার ফলো করার। আমি কয়েকটা বেড পরেই সে রাতে ডিউটিতে ছিলাম। আমি তো দিইনি। এখন মার্থারই তো দেওয়ার কথা।"

নিকোল একবার মার্থার দিকে ফিরে বলে-"আপনিই দিয়েছিলেন?" মার্থা নিশ্চুপ মাথা নাড়ায়। সে যে কি বলবে বুঝতে পারে না। সত্যি তো সেদিন Lidocaine ডোজ সেই দিয়েছিল। সে যখন নিজেই দিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করে কী করে! নিকোল বলে চলে-"আয়েষাও যে সত্যি কথা বলছে তার প্রমাণ আদালতে পেশ করা বোলাস, যাতে মার্থার ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। এই বোলাসটির ল্যাব রিপোর্টও আদালতের কাছে পেশ করা হয়েছে। তার থেকে পরিষ্কার যে এই বোলাসে থাকা Lidocaine-এর ঘনত্ব প্রায় ২০% কাছে ছিল। মানে মাত্র একমিনিটের ব্যবধানে প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম Lidocaine রক্তে মিশেছিল, যা একজনের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। "

মাঝপথেই বিলিয়াস বলে ওঠে-"কিন্তু মহামান্য আদালত এটা একটা তাৎক্ষণিক ভুল হতেই পারে। সেটাকে এত বড় করে 'খুন' বলা কি ঠিক হচ্ছে?" মাঝপথে বলায় জজ একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বিলিয়াসকে বসিয়ে দিলেন।

নিকোল আবার বলতে শুরু করে-"বোলাসে যেখানে মাত্র ২% দ্রবণ থাকা উচিৎ ছিল সেখানে ২০% এটাকে কি সত্যি ভুল বলা চলে, মহামান্য আদালত? এক আধ শতাংশ কম বেশি হলে তাও না হয় ভেবে দেখা যেত। কিন্তু এ তো এক্কেবারে অসম্ভব রকমের ভুল। তাও একজন রুগীর জীবন নিয়ে। তাই এই নার্সের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। আর হসপিটালের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বিলিয়াস কিছু বলার আগের আদালতের নির্ধাতির সময় শেষ হয়। জজ পরের দিনের তারিখ দেন।

আদালত থেকে বের হতে হতে ওয়াটসনের বোন ডঃ হাজরার হাত ধরে বলল-"আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না। আমি তো ভেবেছিলাম স্বাভাবিক মৃত্যু! কিন্তু সেটা যে এভাবে এত বড় অভিসন্ধি সত্যিই এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।"

ডঃ হাজরা বলে ওঠেন-"ওয়াটসন আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। তাই ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করবেন না। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।"

সার্জেন্ট মিস্নার বলেন-"আপনি মশাই সত্যি করে বলবেন কি থেকে আপনার সন্দেহ হয়েছিল?"

-"ঐ যে ওয়াটসনের বোন বলেছিল ভোররাতে ঘুমের মধ্যে খুব মারত্মক seizures অ্যাটাক হয়েছিল। ওটাই ভাবতে বাধ্য করল। ঘুমের মধ্যে অতো ভায়োলেন্ট seizures অ্যাটাক বেশ অসম্ভব! সেই জন্যই একবার ব্যাপারটা ভালো মত দেখে নিতে চাইলাম। আর আপনি সঙ্গে ছিলেন বলেই না হল।"

/chitragupto
free.banglapdf.net

মিস্নার হেসে উঠলেন-"আপনি আমায় হেল্প করছেন সব জায়গায় আর আপনার একটা ব্যাপারে আমি করতে পারব না, তাই হয়?"

দুজনেই মৃদ্যু হেসে এগিয়ে চললেন। পাশে প্রখর রুদ্র মৃদ্যু স্বরে বলল-"কিন্তু একজন সিনিয়র নার্সের থেকে এতবড় ভুলটা ঠিক অভিপ্রেত না। চোখ বন্ধ করেও এত বড় ভুল করাটা কি করে সম্ভব, তাই ভাবছি।"

ডঃ হজারা বললেন-"ওসব ভাবা আমাদের কাজ নয়, প্রখর। ওসব ঐ বিলিয়াস ভাবুক। আমার সহকর্মী মারা গেছে হসপিটালের গাফিলতিতে আর তার ফল ওদের ভুগতে হবেই"।

-"আর যারা সত্যি খুঁজে বেড়ায়?"

ডঃ হাজরা হেসে উঠলেন-"সেটা ওরাই প্রমাণ করুন না, আমার তো আর দায় পড়েনি!"

প্রখর রুদ্র মৃদ্যু হেসে বলল-"এ তো আপনার রাগের কথা। যাইহোক আপনারা এগিয়ে যান। আমি কটা জিনিস দেখি খোঁজ খবর করে আসি। আর বিলিয়াসের সাথে একবার দেখা করা দরকার,"প্রখর রুদ্র আর দাঁড়ায় না। হনহনিয়ে এগিয়ে যায়।

******

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে। ক্রিসমাস আসতে বেশি দেরি নেই। এই সপ্তাহের পরেই বেশিরভাগ অফিস স্কুলই ক্রিসমাস ও নিউ ইয়ারের ছুটি পড়ে যাবে। নিউ ইয়র্কেও ধীরে ধীরে বরফ পড়তে শুরু করেছে। প্রত্যেকদিনই প্রায়

একটু রাত্রের দিক থেকে বরফ পড়া শুরু হয়ে যায়। সকাল সকাল পৌরসভার লোক এসে রাস্তার পরিষ্কার করতে থাকে। যদিও এখনও অল্প করেই বরফ পড়ছে বলে, না হলে নাগরিকদেরও হাত লাগাতে হয় মাঝে মাঝে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শহরে একটা ঝড় আসার কথা আছে। গত কয়েকদিন ধরেই এমনিতেই বেশ জোরে হাওয়া বইছে।

দ্রুত পায়ে কোর্টরুমে ঢুকলেন ডঃ হাজরা আর মিস্নার সাহেব। মিস্নার সাহেব ডঃ হাজরাকে একা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন-"একি আজ আপনি একা! আপনার সাকরেদ কোথায়?"

ডঃ হাজরা হেসে বললেন-"ল্যাবে। প্রখর আজ বলল ল্যাবেই কাজ করবে। কখন যে কি মর্জি হয়। এতবার করে বললাম চলো, এলো না। যাক আজ ফয়সালা না হলে যে আবার সেই ছুটির পরে।"

-"সেটাই আমারও চিন্তা। বলছি, আপনার ছাত্র কিছু বলেনি আগের সপ্তাহে কি খুঁজতে বেরিয়ে গেল?"

-"না। কিছুই তো বলল না।"

এরমধ্যেই কোর্ট রুমে জজ ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ায়। আপাতত বাকি আলোচনা ঢাকা পড়ল। বিলিয়াসকে আজ অনেক বেশি উজ্জিবিত দেখাচ্ছে- যেন সে নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছে। ডঃ হাজরার একটা মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। আজকে বোধহয় প্রখর থাকলে তিনি একটু নিশ্চিত হতেন। আজকেও কি প্রখর কোনো বিশেষ কাজে গেছে? কে জানে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ডঃ হাজরা একটু হারিয়ে গেলেন।

বিলিয়াস কোর্টের প্রশ্নোত্তর আবার শুরু করে-"হ্যাঁ তাহলে ডাঃ ফ্রেসলি, আপনাকে দিয়েই আজকের কাজ শুরু করা যায়। সেদিন রাত দুটোর দিকে ওয়াটসনের seizures অ্যাটাক আসে। আপনি যখন সাড়ে এগারোটায় ডিউটি ছেড়েছিলেন তখন উনি কেমন ছিলেন?"

-"ভালোই। মানে একটা অ্যাটাকের পর যতটা ভালো থাকা যায় আরকি। দুদিন তো হসপিটালে থাকতেই হত। কিন্তু রিস্ক তখনও পুরোপুরি কাটেনি।"

-"রাত্রে বেলা তাহলে seizuresটা কি কারণে হয়েছিল বলে মনে করছেন?"

-"ওয়াটসন নিয়মিত মদ্যপান করতেন। তাই সে রাতেও আমার বিশ্বাস অ্যালকোহল উইলড্রলের কারণেই ওটা হয়েছিল।"

-"আর হার্টের QRS Complex টা?"

-"উনি হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তাই QRS Complex ধরা পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু তো ছিল না।"

-"আর সেটা দেখা দিলেই আপনি Lidocaine দিতে বলে গিয়েছিলেন। তাই তো?"

এবার যেন ডাঃ ফ্রেসলিকে একটু অধৈর্য দেখায়-"আরে আমি কেন মশাই, যেকোনো ডাক্তারই তাই করত।"

-"আর ঠিক সেই কারণে আপনি বোলাসে ২০% ঘনত্বের Lidocaine দ্রবণ বানিয়ে রেখে গেলেন। কারণ আপনি জানতেন, রাতের দিকে রুগীর এরকম সমস্যা হতে পারে! আর সেইটাই আপনি চাইছিলেন।"

ডঃ ফ্রেসলি রেগে ওঠেন-"কী যাতা বলছেন? আমি কেন করতে যাব?"

বিলিয়াস হেসে ওঠে-"আমি খবর নিয়ে দেখেছি সেদিন ঐ দ্রবণটা আপনিই বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন তো?"

হঠাৎ করেই ডাঃ ফ্রেসলি চুপ করে যায়। আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করে-"না মানে। সেরকম...

বিলিয়াস চেঁচিয়ে ওঠে-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড। আমার ক্লায়েন্ট মিস মার্থার এখানে কোনো দোষ নেই। তাকে ফ্রেম করা হচ্ছে। সেদিন ঐ দ্রবণ ডাক্তার ফ্রেসলি বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। মার্থা সেদিন সেই বোলাসটা শুধুমাত্র ইঞ্জেক্ট করেছিলেন।"

ডাঃ ফ্রেসলি কিছুক্ষণের জন্য কি বলবেন বুঝতে পারেন না-"কিন্তু আমি তো যাতে রাতে কোনো সমস্যা না হয় তাই তিনটে দ্রবণ তৈরি করে রেখে গিয়েছিলাম। আমি এরকম কিছু করিনি বিশ্বাস করুন, মাই লর্ড। আমি সবার ভালোই জন্য...হ্যাঁ আমার সাথে তখন নার্স আয়েষাও ছিলেন ওনাকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাছাড়া আমি কেন একজন রোগীকে মারতে যাব?"

বিলিয়াস বলে ওঠে-"তার কারণ কি আপনি সত্যি বুঝতে পারছেন না, ডাঃ ফ্রেসলি। নাকি জেনে শুনে আদালতের সময় নষ্ট করছেন। যাইহোক আমিই বলে দিই," বিলিয়াস গলা তোলে-" মাই লর্ড, ডাঃ ফ্রেসলির মোটেই ওয়াটসনকে মারাটা লক্ষ্য ছিল না; উনি তো চাইছিলেন নার্স মার্থাকে একটু মজা দেখাতে। তাই তো?" ডাঃ বিলিয়াসের মুখ সাদা হয়ে যায়।

জজ সাহেব এবার বলে ওঠেন-"মিঃ বিলিয়াস পরিষ্কার করে আদালতকে ব্যাপারটা বলুন।"

-"আজ্ঞে মাই লর্ড, মাস ছয়ের আগের থেকে ব্যাপারটা শুরু হয়। মিস মার্থাকে ডাঃ ফ্রেসলি প্রেম নিবেদন করেন। মার্থা তা প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ফ্রেশলি দিন দিন মার্থাকে উত্যক্ত করতে থাকেন। বাধ্য হয়ে মার্থা হসপিটাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায়। সঙ্গে অনুরোধ করেন যাতে একসাথে ডাঃ ফ্রেসলির সাথে ওনাকে একই সময়ে ডিউটি দেওয়া না হয়। আমি আদালতে সেই অভিযোগপত্রের এক কপি পেশ করছি," বিলিয়াস তার টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে জজ সাহেবের দিকে এগিয়ে দেয়। জজ সাহেব কিছুক্ষণ দেখে 'হুম' বলে বিলিয়াসের দিকে তাকাতেই সে শুরু করে-"এ থেকেই পরিষ্কার যে কেন ডাঃ ফ্রেসলি মার্থাকে ফাঁসাতে চাইছিলেন। উনি একটা শোধ তুলতে চাইছিলেন। না হলে নার্স মার্থার তো কোনো মোটিভই নেই ওয়াটসনকে মারার। আমি চাই আমার ক্লায়েন্টকে ফ্রেম করার এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে নস্যাৎ করে আসল দোষীকে শাস্তি দেওয়া হোক। দ্যাটস অল মাই লর্ড।"

জজ সাহেব তার লম্বা পাকাচুলগুলো দুলিয়ে চশমার উপর দিয়ে সরকার পক্ষের উকিল নিকোলকে বলেন-"কী হে নিকোল? কিছু বলবে নাকি?"

নিকোল উঠে দাঁড়িয়ে নার্স আয়েশাকে ডাকার অনুমতি দেয়ে নেয়। নার্স আয়েষা আসতেই, নিকোল শুরু করে-"সেদিন রাতে ডাঃ ফ্রেশলিই কি দ্রবণটা বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন?"

আয়েষা আমতা আমতা করে বলে ওঠে-"হ্যাঁ মানে উনিই করে গিয়েছিলেন।"

-"এই দ্রবণটা কি ডাক্তাররাই বানান?"

-"না সাধারণত রেজিস্টার্ড সিনিয়ার নার্সরাই বানান। তবে ডাক্তাররাও প্রয়োজনে অনেক সময় করেন। সেদিন আমিই বানাচ্ছিলাম, উনিই এসে হাত লাগালেন।"

-"সেদিন তিনি কটা বোলাসে এই দ্রবণ ভরেছিলেন?"

-"তিনটে।"

-"সে রাতে কটা ব্যবহৃত হয়েছিল?"

-"দুটো।"

-"অন্যজনও কি মারা গিয়েছিলেন?"

"না।"

নিকোল গলা চড়ায়-"পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড। তিনটে বোলাসে ঐ দ্রবণ ভরা হয়েছিল। দুটো ব্যবহার করা হয়। একজন মারা গেছেন অন্যজন মারা যাননি। এর থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে ঐ দ্রবণ যখন তৈরি করে বোলাসে ভরা হয়েছিল তখন তা ২% Lidocaine-ই ছিল। তা না হলে অন্যজনেরও মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। এখানে আমি ধন্যবাদ জানাব ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মিঃ মিস্নারের। তিনি পর দিন ICU বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, বোলাস , আইভি নল তুলে নিয়ে ল্যাবে পাঠিয়েছিলেন। ঐ তৃতীয় বোলাসটাও ল্যাবে গিয়েছিল। এই তার ল্যাব রিপোর্ট," নিকোল একটা রিপোর্ট জজ সাহেবের দিকে এগিয়ে দেয়।

নিকোল বলে চলে-"ল্যাব রিপোর্টে একথা পরিষ্কার, ঐ তৃতীয় বোলাসেও থাকা Lidocaine ২% ছিল। তার মানে দাঁড়ায়, যে বোলাসটি ওয়াটসন ব্যবহার করেছিলেন সেটা পরে বদলে দেওয়া হয়েছিল, ডাঃ ফ্রেসলি চলে যাওয়ার পর। আর সেটার সবথেকে বড় সুযোগ ছিল নার্স মার্থার কাছে। থ্যাঙ্কস টু মাই ফ্রেন্ড বিলিয়াস, আমিও গত সপ্তাহ ধরে কোনো মোটিভ পাচ্ছিলাম না। সেটা উনিই আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। ঐ দিন ঐ ইউনিটের পাঁচজন সিনিয়র রেজিস্টার্ড নার্সের একজন মাতৃকালীন ছুটিতে ছিলেন, একজন অসুস্থ, অন্য জনের সকালে ডিউটি ছিল। ফলে রাতের ডিউটির জন্য বাকি ছিলেন দুজন মাত্র- অয়েষা আর মার্থা। হসপিটালের রুল বুক বলছে প্রত্যেক ইউনিটে অন্তত দুজন করে রেজিস্টার্ড নার্স থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই না চাইতেও মার্থার ডিউটি পড়ল ডাঃ ফ্রেসলির সাথে। উনি বিরক্ত হলেন ও রেগে গেলেন। সেই রাগটা সরাসরি প্রকাশ করতে না পেরে এমন পন্থা নিলেন যেন ডাঃ ফ্রেসলিকে সারা জীবন ভুগতে হয়।"

উল্টোদিকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মার্থা চেঁচিয়ে ওঠে-"না, না। এসব মিথ্যে, আমি কিছুই করিনি। আমি কিছুই জানতাম না। আমি তো শুধু স্ট্যান্ডিং অর্ডার ফলো করছিলাম। আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস করুন, মাই লর্ড...প্লিজ... প্লিজ...জ..., মার্থা কেঁদে ওঠে।

নিকোল বলে ওঠে-"আপনি আদালতের কাজে বাধা দিচ্ছেন মিসেস মার্থা।"

জজ সাহেবও মার্থাকে চুপ করতে বলেন। নিকোল বলে চলে-"সব তথ্য প্রমাণ থেকে পরিষ্কার যে ঐদিন ঐ দ্রবণ ডাঃ ফ্রেসলি বানিয়ে গেলে, সেগুলো সব

ঠিকই ছিল। তাই তাঁকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। বাকি একটি রুগী বেঁচে আছে আর তৃতীয় বোলাসের ল্যাব রিপোর্ট ডাঃ ফ্রেসলির নিরাপরাধতার প্রমাণ। নার্স মার্থাকে যেন বিন্দুমাত্র কৃপা দৃষ্টিতে দেখা না হয়। ডাঃ ফ্রেসলির বয়ানের পর একথা আরও পরিষ্কার যে বোলাসে ২০% Lidocaine কোনো দুর্ঘটনা নয়। বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত খুন। দ্যাট অল মাই লর্ড।"

-"এত তাড়া কিসের! এখনও তো সময় আছে ঘণ্টা চারেক,"বিলিয়াস আদালতের অনুমতি নিয়ে ডাঃ ফ্রেসলিকে আবার ডেকে নেন। বিলিয়াস প্রশ্ন করে- "আচ্ছা সেদিন আপনি যখন Lidocaine-এর দ্রবণ বানাতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানের আগে থেকেই নার্স আয়েষা Lidocaine ভায়োলগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তাই তো?"

-"হ্যাঁ।"

-"তারপর বলবেন? সেখানে কি হয়েছিল।"

-"আমি গিয়ে দেখলাম নার্স আয়েষা ভুল করে সবকটা ২০% Lidocaine-এর দুই গ্রামের তিনটে ভায়োল নিয়ে এসেছেন। আমি ওনাকে দিয়ে তিনটে ফেরত পাঠিয়ে ১% Lidocaine-এর কয়েকটা ভায়োল আনতে পাঠাই। তারপর সেই ১% ভায়োলগুলো থেকেই বোলাসে আমি Lidocaine ভরেছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু করিনি। আমি সঠিক দ্রবণ বানিয়েছিলাম। কোনো ভুল ছিল না।"

-"আপনি কি খোলা হাতে বানিয়েছিলেন? নাকি হাতে গ্লাভস ছিল তখন?"

ডাঃ ফ্রেসলি কিছুক্ষণ ভেবে বলল-"না। গ্লাভস ছিল না। তখন বাড়ি যাব বলে রেডি হচ্ছিলাম। আমার মনে আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু করিনি।"

বিলিয়াস বলে ওঠে-"আপনি এখন আসতে পারেন। আমি আর একবার নার্স আয়েষাকে প্রশ্ন করতে চাইব।" আদালত অনুমতি দিলে আয়েষা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। বিলিয়াস মার্থা দিকে ফিরে বলেন-"সে রাতে আপনি যখন দেখেছিলেন ওয়াটসনের seizures হচ্ছে তখন আপনি সব নার্সদের ডেকেছিলেন?"

মার্থা মাথা নিচু করে জোর গলায় বলে-"হ্যাঁ।"

-" Lidocaine এর বোলাসটা কি আপনি নিজের নিয়ে এসেছিলেন, নাকি অন্য কেউ দিয়েছিল?"

মার্থা হঠাৎ করেই যেন সতর্ক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বিহ্বলতা নিয়ে উত্তর দেয়-"কেউ আমাকে দিয়েছিল। কিন্তু কে যে দিয়েছিল, তা এখন মনে নেই।"

বিলিয়াস এগিয়ে এসে টেবিল থেকে একতাড়া কাগজ তুলে নিয়ে জজ সাহেবকে এগিয়ে দেন-"সেদিনের ডিউটিতে থাকা সব নার্সদের বয়ান।আমি আদালতকে অনুরোধ করব, জুনিয়ার ট্রেনি নার্স জুলিয়ার বয়ানটা দেখতে। সেখানে জুলিয়ার পরিষ্কার বক্তব্য যে সেদিন ঐ বোলাসটা আয়েষা এনে দিয়েছিলেন। আমরা চাইলে আরও একবার জুলিয়াকে ডেকে কনফার্ম করতেই পারি।"

জজ সাহেব চোখ তুলে তাকালেন-"জুলিয়া কে আছো হে?"একটি কম বয়সী মেয়ে উঠে দাঁড়ায়। জজ সাহেব ভ্রূঁ নাচিয়ে বলেন-"তা তোমার কি আর অন্য কিছু

কিছু বলার আছে?" মেয়েটি মাথা নাড়ায়। এবার জজ সাহেব বিলিয়াসকে বলেন-"তোমার যদি এই বয়ানের বাইরে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করার থাকে তাহলে আর ডাকার তো আমি কোনো দরকার দেখছি না। বয়ানটা ভালো করে দেখে নিয়েছি।"

-"থ্যাঙ্ক ইউ, মাই লর্ড। আমার জুলিয়াকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।" বিলিয়াস এগিয়ে আসে নার্স আয়েষার দিকে-"তাহলে আর সময় নষ্ট করে কি লাভ, সিস্টার আয়েষা। বলেই ফেলুন। আপনি কেন মারলেন ওয়াটসনকে?"

আয়েষা রাগে ফেটে পড়ে-"আপনার মাথার ঠিক নেই। মার্থাকে বাঁচাতে যাকে পারছেন জড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনি কি গাঁজা-টাঁজা টানেন!" আদালতে নিকোলসহ সবাই মুখ চেপে হাসতে থাকে। আদালতে একটা চাপা হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ে। জজ সাহেব 'অর্ডার' 'অর্ডার' করে ওঠেন।

বিলিয়াসও হেসে ওঠে। আয়েষার দিকে ফিরে বলে-"আপনি নিজেকে যতটা চালাক ভাবেন, ততটা আপনি নন। হসপিটালের রুল অনুয়ায়ী, ICU ইউনিটের জন্য কোনো ওষুধ নিয়ে আসলে তা লগবুকে এন্ট্রি করাই রুল। সেদিন আপনি তিনটি ২০% Lidocaine নিয়ে এসেছিলেন। ডাঃ ফ্রেসলি আপনাকে ফেরত পাঠনোর পর ফেরত দিয়েছিলেন দুটো। লগবুকের এন্ট্রি তাই বলছে। আপনি চাইলে আমরা স্টোর কিপারকেও ডাকতে পারি। কিন্তু তাতে অকারণ সময় নষ্ট। আপনি নিজে বলবেন কি ঐ তৃতীয়টা কি হয়েছিল?"

আয়েষা যেন প্রথমবারের জন্য হোঁচট খায়-"না...না...ওটা...ওটা আমার পকেটেই থেকে গিয়েছিল। পরে ফেরত দিয়ে দিতাম।"

-"গত দুই সপ্তাহতেও বুঝি সময় হয়নি আপনার?"

-"সে...সেটা তো পকেটে ভেঙ্গে গিয়েছিল। কি করব? কিন্তু আমি কিছু করিনি।"

বিলিয়াস যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ে-"আর কত মিথ্যে কথা বলবেন আপনি? বোলাসে শুধু মার্থার ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। আর কারও নয়। অথচ ঐ একই বোলাস আপনি ধরেছিলেন, ডাঃ ফ্রেসলিও ধরেছিলেন। আপনাদের দুজনেরই ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু অতি সতর্কতা নিতে গিয়েই আপনি বোলাসটা মার্থাকে দেওয়ার আগে মুছে দিয়েছিলেন। ফলে ডাঃ ফ্রেশলির ফিঙ্গার প্রিন্ট বা আপনার কারুরই পাওয়া যায়নি। নো মোর লাই মিস আয়েষা। স্পিক আপ। ইউ ডিড ইট। ইউ ফ্রেমড মার্থা বিকজ ইউ ডোন্ট লাইক হার। কারণ, ওনার প্রমোশন হয়ে গেছে, যেটা হয়ত আপনার পাওয়া কথা ছিল!

আয়েষা যেন চেঁচিয়ে ওঠে-"হ্যাঁ তাই। হ্যাঁ তাই। আমি মার্থার থেকে অনেক বেশি ডিউটি দিই। হসপিটালই আমার জীবন ছিল। অথচ শুধুমাত্র ও নেটিভ আমেরিকার সিটিজেন বলে প্রোমোশন দেওয়া হল। আমাকে আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হল। আমি ভেবেই রেখেছিলাম আমি এর শোধ নেব। সবার সাথে দেখিয়ে দেব যে মার্থা একটা অযোগ্য নার্স।" আয়েষা এবার চোখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে-"কিন্তু বিশ্বাস করুন ধর্মাবতার, আমি মোটেই চাই ওয়াটসন মারা যাক। আমি ভেবেছিলাম আরও একটা অ্যাটাক হবে তার ফলে মার্থার চাকরি যাবে এই ভুলের কারণে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি চাইনি কেউ মারা যাক! বিশ্বাস করুন।"

বিলিয়াস আদালতে সামনে দাঁড়িয়ে বলে-"আমার ক্লায়েন্ট মার্থা, ওয়াটসনের খুনের সাথে জড়িত না। তাই আমি তাঁর মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। আসল অপরাধী আপনার সামনে। দ্যাটস অল মাই লর্ড।"

জজ সাহেব সব সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে মার্থাকে সসম্মানে ওয়াটসনের খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন। একই সাথে আয়েষার বিরুদ্ধে পুলিশকে নতুন কেস করার নির্দেশ দেন।

মার্থার মুক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই নিকোল একটু মনোঃক্ষুন্ন হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছাতে থাকে। বিলিয়াস পিছন থেকে এসে বলে- "অভিনন্দন। উই মেড ইট।"

নিকোল একটু আশ্চর্য হয়ে বলে-"মানে?"

-"মানে এই কেসে তোমাকে যে হেল্প করেছিলেন তিনি আমাকেও হেল্প করেছিলেন, প্রখর রুদ্র। উনি বলেছিলেন ডাক্তারের টোপটা ফেললে তুমি আয়েষাকে ডাকবে। আর আয়েষার ঐ অসতর্ক মুহূর্তের জন্যই আমাকে ওয়েট করতে বলেছিলেন।"

নিকোল মুচকি হেসে বলে ওঠে-"ওয়েল। গুড। বেটার লাক নেক্সট টাইম। কিন্তু কি জানো আয়েষার জন্য মনে হয় না কোনো উকিল পাওয়া যাবে।"

বিলিয়াস হেসে বলে-"ওর কেস আমি লড়ব"

-"মানে কেন?"

-"আয়েষার জন্য নয়। আমার দেশের জন্য। আমার দেশ মহান! কিন্তু সেই মহানত্বের মধ্যে আনাচে-কানাচে জমে অন্ধকার। আমরা আমাদের দেশে বাইরে থেকে আসা মানুষদের অল্প থাকার জায়গা দিয়ে দিই ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ে জায়গা দিতে পারিনা। আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে আরও একটু উন্মুক্ত করে দিতে পারি, তাহলে হয়ত আয়েষার মত আরও অনেক মানুষ আমাদের দেশের গৌরবান্বিত ইতিহাসের শরিক করতে পারব। এতে ওদের কিছু সুবিধা হবে কিনা জানি না, তবে আমার দেশের মহানত্ব বাড়বে বলেই বিশ্বাস রাখি। আয়েষার মত যারা বাইরে থেকে এসেও উদয়-অস্ত খেটে আমাদের সেবা করে চলেছে, এ দেশের সেবা করে চলেছে; তাদেরও এদেশে মাথা উঁচু করে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচার অধিকার আছে। আয়েষা তার প্রাপ্য শাস্তি পাবে, কিন্তু আমার দেশের অসম্মানের মূল্যে কখনই নয়। আজ যদি আমার মত আমেরিকানরা ওদের পাশে না দাঁড়ায়, স্কুল-কলেজ, হসপিটাল সব জায়গায় কর্মরত এশিয়ান, আফ্রিকানরা যদি পথে নামে; কি হবে বুঝতে পারছ!"

নিকোল হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিলিয়াসের সাথে করমর্দন করে বলে-"ইউ আর এ গুড ম্যান।"

******

-"হ্যালো ম্যাডাম, আমি ড্যানিয়েল বলছি। প্রখর রুদ্র একটা লাগেজ ব্যাগ আর ছোট স্যুটকেস নিয়ে একটা গাড়ী ভাড়া করেছেন। গাড়ির অফিস থেকে খোঁজ নিয়ে জানলাম ব্রুকলিন যাচ্ছেন। ব্যাপারটা ঠিক লাগছে না। আমার এক সহকারী

হস্টেলে গিয়ে দেখেছে প্রখর রুদ্রের কোনো জিনিস ওর রুমে নেই। সম্ভবত দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন। কেন জানি না।"

মিচেল ফোনের এপাশে একটু চিন্তিত স্বরে বলে ওকে তুমি পারলে ওকে ধাওয়া করো। আমি দেখছি।" মিচেল কিছুক্ষণের জন্য চিন্তায় পড়ে যায়। প্রখর রুদ্র ব্রুকলিন কেন যাচ্ছে! তাহলে কি ডঃ হাজরা কোনো কাজে পাঠালো? একবার ডঃ হাজরাকে ফোন করা দরকার। মিচেল ফোনটা হাতে সবে নিতে যাবে, কালো ফোনটা ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে ডঃ হাজরার একটা রাগ আর উত্তেজিত স্বর শোনা গেল-"মিচেল, উই আর ফিনিসড। প্রখর রুদ্র, দ্যাট বাস্টার্ড রুইনড আস। আমাদের সব শেষ। সব। আর কিছু করার নেই। আমার সারাজীবনের চেষ্টা, তোমার স্বপ্ন সব শেষ।"

মিচেল কিছুক্ষণের জন্য বুঝতে পারে না- কি হয়েছে। সে বলে-"শান্ত হন, কি হয়েছে বলুন।"

-"আজ কোর্টে একটা কেস ছিল। সেখানে প্রখর আমার সাথে যায়নি। আমি ভাবলাম ল্যাবে কাজ করবে হয়তো। এসে দেখছি আমার লকার খোলা। আমার রিসার্চের পেপার সব হাওয়া।"

মিচেলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে যায়-"মানে? ঐ এইচ আই ভি'র রিসার্চ পেপার?"

-"হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। বাস্টার্ডটা ওটাই নিয়ে পালিয়েছে। আর একটা চিঠি রেখে গেছে-'আই অ্যাম সরি স্যার। কিন্তু এই দেশে এই রিসার্চ থাকলে তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাবে তাও আপনার মহান রাষ্ট্র এই ওষুধ বাকি পৃথিবীকে পেতে দেবে না। তাই আমি এ রিসার্চ সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম।' দ্যাট বাস্টার্ড ডেস্ট্রয়েড মাই লাইফ।"

মিচেলের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। যাকে সে তার নিজের সবথেকে কাছের মনে করেছিল, যাকে সে সব থেকে ভালোবেসে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছিল; তার থেকে এত বড় বিশ্বাসঘাতকটা সে আশা করেনি-"আমি জানি সে কোথায় যাচ্ছে। ব্রুকলিনের দিকে। আমিও বের হচ্ছি। আমার হয়ত সময় লাগবে। আপনি পুলিশ নিয়ে বের হন। এক্ষুনি।"

-"কিন্তু তুমি কি করে...

-"এসবের সময় নেই ডঃ হাজরা । তাড়াতাড়ি বের হোন।"

-"ওকে। আমার সাথে থানা থেকে এমিলি এসেছিল। আমি ওকে নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি তোমার জন্য ব্রুকলিনে কার্ক স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেষনের পিছনের ইয়ার্ডে ওয়েট করব।"

-"ওকে।"

******

কার্ক স্ট্রীট স্টেশনের পিছনের ইয়ার্ডটা বেশ ফাঁকা। বিকাল হয়ে প্রায় সন্ধ্যে নামতে চলেছে। চারিদিকে ধিরে ধিরে অন্ধকার নামছে। বরফও পড়তে শুরু করেছে গুঁড়ি গুঁড়ি। মাটিতে একটা হালকা বরফের স্তর জমেছে। মিচলে তার

গাড়িটা থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে এসে ডঃ হাজরাকে দেখে কিছুটা আস্বস্ত হয়-"রুদ্রা কি ধরা পড়েছে?"

ডঃ হাজরা পথ দেখান-"এদিকে এসো। পিছনের খোলা জায়গাটায় ওকে রেখেছি। ওদিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা।" পায়ে পায়ে দুজন এগিয়ে যেতেই মিচেল দেখতে পায় প্রখর রুদ্র দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে আর এমিলি সামনে রিভালভার ধরে, হাতে একটা ব্রিফকেস। মিচেল এগিয়ে এসে প্রখর রুদ্রকে জিজ্ঞাসা করে-"তুমি ডঃ হাজরার এত বছরের সাধনা চুরি করলে? কিসের অভাব তোমার? টাকার? আমি দেব টাকা।"

প্রখর রুদ্র তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওঠে-"টাকা! তুমিই আমায় আর পাঁচটা চোরের মত ভাবলে, মিচেল!"

মিচেল চীৎকার করে ওঠে-"তা কি ভাববো? তুমিই বলো। তুমি ভালো করেই জানো এই ওষুধ আমার স্বপ্ন। আমার কোম্পানি এর টেস্ট করে বাজারে কম দামে আনতে চায়।"

-"সেইজন্যই তো আমি এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে চাই। তোমার দেশ তারপর সেই ঔষুধের পেটেন্ট নেবে উচ্চদামে বাজারে আসবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাবে।"

ডঃ হাজরা বলে ওঠে-"তুমি এত ভুল বোঝো আমায়, প্রখর? আমি পেটেন্ট নিতাম না।"

প্রখর রুদ্র হেসে ওঠে-"আপনার চাওয়া, না চাওয়াতে কিছুই আসে না।

মিচেলের ল্যাবে গিয়ে টেস্ট হলেই সে ওষুধের পেটেন্ট ওর কোম্পানি নিতই। মিচেল চাইলেও আঁটকাতে পারবে না। কারণ কোম্পানি চলে বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের কথায়। মিচেলের শেয়ার মাত্র কুড়ি শতাংশ। ভোটেই হেরে যেত। কি মিচেল ঠিক বলছি তো?"

মিচেল মাথা নামিয়ে নেয়। তারপরেই চোখ তুলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে-"সেটা আমি বুঝবো। আমি দেখতাম কি করা যায়! তোমাকে কে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে? কতটাকা? আমি দ্বিগুণ দেব। কিন্তু এই ফর্মূলা আমি দেশের বাইরে যেতে দেব না"।

-"সবাই সব কিছু টাকার জন্য করে না...হা...হা...আমি এ ফর্মূলা নিয়ে যাবই। এটা নিতেই আমি এসেছিলাম। এটাই আমার মিশন। মাঝপথে আমি ছাড়ছি না," কেউ কিছু বোঝার আগেই প্রখর রুদ্র পা দিয়ে একতাল বরফ উঠিয়ে এমিলির দিকে ছুঁড়ে দেয়। এমিলি একটু অসতর্ক হতেই প্রখর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের বন্দুক আর ব্রিককেসটা নিয়ে নেয়।

মিচেলও চোখের পলকে তার কোমরে গোঁজা রিভালবারটা বের করে প্রখর রুদ্রের দিকে তাক চিৎকার করে ওঠে-"স্টে অ্যাওয়ে। আমাকে গুলি চালাতে বাধ্য করো না, রুদ্রা। আমার স্বপ্ন, ডঃ হাজরার স্বপ্ন আমি তোমার মত একটা বাস্টার্ডের জন্য নষ্ট হতে দিতে পারিনা।"

প্রখর রুদ্র মিচেলের দিকে বন্দুক তাক করে বলে-"আমিও চাইনা, তোমাদের রক্ত ঝরুক। আমাকে এখান থেকে যেতে দাও। আমি মিথ্যে বলছি না। আমি গুলি

চালাতে বাধ্য হব।" কেউ কিছু বোঝার আগেই প্রখর রুদ্র এমিলির পায়ে গুলি চালায়। এমিলি 'আঁক' করে একটা শব্দ করে বসে পড়ে।

মিচেলের দুচোখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে। যাকে এতটা দিয়ে ভালোবেসেছে তার উপর কিভাবে সে ট্রিগার টানবে। কিন্তু না স্বপ্নের জন্য সব কিছুকে ছাড়া যায়, কোনো কিছুর জন্যই স্বপ্নকে না –"শেষ বার বলছি রুদ্রা, বন্দুক ফেলে দাও। আমার শট মিস হয় না"। দুজনের কেউই বন্দুক নামায় না। মিচেলই কঠিনতম সিদ্ধান্তটা নিল। ট্রিগারে চাপ দেওয়ার জন্য মন শক্ত করে।

'টিসস...টিসস...' ঠিক দুটো চাপা কালি পটকা ফাটার মত আওয়াজ হল। মিচেল মুখ থুবড়ে বরফের উপর পড়ে গেল। প্রখর রুদ্র ঘটনার আকস্মিকতায় কি করবে বুঝতে পারলো না। এগিয়ে এসে দেখল, মিচেলের বুকের বাঁদিকে দুটো গুলির ক্ষত আর সেখান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে সাদা বরফ রক্তাভ করে তুলেছে। কিন্তু সে তো গুলি চালায় নি। হঠাৎ করেই পিছন থেকে এমিলির গলা পেল-"ডঃ হাজরা, সেফ ইয়োরসেলফ।" সঙ্গে সঙ্গেই চাপা দুটো গুলির শব্দ। পিছন ফিরে প্রখর রুদ্র দেখল, ডঃ হাজরার কাঁধে গুলি লেগেছে। ডঃ হাজরাকে বাঁচাতে গিয়ে এমিলিও গুলি খেয়ে বরফের উপর পড়ে।

প্রখর রুদ্র কিছুটা ভয় পেয়েই অন্যদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, কালো চশমা, কালো লেদার জ্যাকেট পরা একটা মেয়ে হাতে বন্দুক নিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। প্রখর রুদ্র ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল-"আপনি যেই হোন, দূরে থাকুন।"

মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠল-"আপনার এখানে থাকা আর সেফ নয়। আপনার বাবা মৃণাল রুদ্র আমাকে পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি ব্রিফকেস নিয়ে চলে আসুন। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। "

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ কি করবে বুঝতে পারেনা। তারপর ব্রিককেসটা হাতে নিয়ে মহিলাটির সাথে ছুটে গিয়ে তাঁর কালো মিনিভ্যানে উঠে পড়ে। মহিলাটি গাড়ি ছেড়ে দেন। কাঁচের উপর বরফগুলো এসে পড়ে সব ঝাপসা করে দিচ্ছে। চারিদিকে হাওয়ার দাপটাও বেড়েছে। মহিলাটি গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুলে একটা কাগজ এগিয়ে দেয়-"আপনার বাবার চিঠি।"

প্রখর রুদ্র খুলে দেখল তাতে পরিষ্কার তার বাবার হস্তাক্ষর-'যে এই চিঠি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছে, রিসার্চের পেপার তার হাতে দিয়ে দেবে। তোমার এই মিশন এখানেই শেষ। আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরো না।"

প্রখর রুদ্র অবাক হয়ে বলল-"এসবের মানে কি? আর আপনি ওদের মারলেন কেন আমি ঠিক সামলে নিতাম।"

মহিলাটি রাস্তার দিকে চোখ রেখে বললেন-"প্রথমে বুঝতে পারিনি স্যার, মানে আপনার বাবা এমন একটি লোকের সিকিউরিটির জন্য কেন আমায় পাঠাচ্ছিলেন! বিশেষ করে সে যখন আমাদের ইউনিটের কেউ না। এখন বুঝতে পারছি। আপনার আর স্যারের মুখের গঠন, চোখ, নাক এক্কেবারে মিলে যায়। ইউ আর হিজ সান। উনি আপনাকে তৈরি করেছেন। ভবিষ্যতের জন্য। আপনার শেখা অনেক বাকি। যে পরিস্থিতে পড়েছিলেন আপনি নিজে গুলি চালাতে পারতেন না।

তাই আমাকেই চালাতে হল। আমাদের লাইনে আবেগের কোনো জায়গা নেই।

-"আমাদের লাইনে মানে?"

মহিলাটি আবার হেসে ওঠে-"সময় হলে বুঝে যাবেন। আর হ্যাঁ আমি আপনাকে অ্যালাবামায় পৌঁছে দিচ্ছি। আপাতত কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে সেখানেই থাকুন। সময় হলেই আমি জানিয়ে দেব কোথায় যেতে হবে।

-"আপনার নাম?"

-"আমাকে আপনি এজেন্ট রাজিয়া বলেই জানুন।"

প্রখর রুদ্র এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। তার প্রখর দৃষ্টি সব কিছুই মেপে নিচ্ছে-"কিন্তু সেটা তো আপনার আসলে নাম নয়। আসল নাম সম্ভবত সি দিয়ে শুরু। ক্যারোল?"

এজেন্ট রাজিয়া জোরে ব্রেক কষে, মৃদ্যু হেসে বলে-"এতক্ষণের বুঝলাম আমাদের ইউনিটের না হয়েও স্যার এতবড় কাজের ভার কেন আপনাকে দিয়েছিলেন। অবশ্য আজ বাদে কাল আপনিও আমাদের একজন হবেন। তাই আমার নাম জানলেও ক্ষতি নেই। আমার নাম ক্যারোলিয়া ভার্জ। গোয়াতে বাড়ি। জাতিতে যদিও পোর্তুগীজ, তবে জন্মে ভারতেই।" বাইরে বাতাসের সাথে বরফ এলো পাথাড়ি উড়ে চারদিকটা যেন ঝাপসা করে দিয়েছে। কালো মিনিভ্যানটাও সেই ঝাপসা বরফের ভিতর হারিয়ে যায়।

কার্ক স্ট্রীট স্টেশনের পিছনে ডঃ হাজরা বরফের মধ্যে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে

তাঁর প্রাণশক্তি কম হয়ে আসছিল। সামনেই বরফের ঝাপসা চাদর ঠেলে যেন দুজন মানুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ঝাপসা চোখে কোনোক্রমে একজনকে তিনি চিনতে পারেন-মিস্নার। মিস্নার ছুটে এসে ডাক্তার হাজরাকে তুলে দাঁড় করায়। ডঃ হাজরা অচেতন অবস্থাতেও বিড় বিড় করতে থাকেন-"আই উইল গেট ইউ বাস্টার্ড। প্রখর রুদ্র, আই উইল মেক ইউ পে ফর দিস...

[সমাপ্ত]

চিত্রগুপ্তের চিরকুট